

দশম খণ্ড

কৃষ্ণ-মহা-ভেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ

শাক্তরভাষ্য-সম্বন্ধে ।

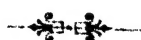
(প্রথম ভাগ)

হামহোপাধ্যায়

সংগৃহীত ত্রিযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত-তীর্থ

কর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত ।



স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত ।

লোটিংস লাইব্রেরী,

২৮/১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

সন ১৩২২ সাল ।

[All rights reserved.]

{ মূল্য—গ্রাহক-পক্ষে—১/১
সাধারণ-পক্ষে—১/০

বেদান্ত-দর্শন

শ্রীভাষ্য :

জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ণ সমন্বয় ।

ইহাতে আছে—(১) বেদব্যাঙ্গত ব্রহ্মসূত্র । (২) পদচ্ছেদ,—
ত্রৈলোক্য শব্দগুলির বিশ্লেষণ, এবং বঙ্গভাষায় তাহার অর্থ । (৩) সন্ন্যাসার্থ ;
ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীতও ইহা ইহাতে অনায়াসে ভাষ্যের মর্ম গ্রহণ
করা যায় । (৪) ভাষ্যোক্ত প্রমাণগুলির আকর নির্দেশ । (৫) বিস্তৃত
অনুবাদ ; অনুবাদ যতদূর সম্ভব সরল ও ভাষ্যানুযায়ী হইয়াছে ।
(৬) তাৎপর্য ; যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে ভাষ্যের জটিল বিষয়গুলি
সাধারণের বোধগম্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে । শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ
সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত । মূল্য ১০/১ ।

নব্যাত্মায়—ব্যাপ্তিপঞ্চকম্ ।

বঙ্গের অতুল গৌরবের সামগ্রী নব্যাত্মায়ের প্রকৃত আকরগ্রন্থে এই
প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হইল । ব্যাপ্তিপঞ্চকের মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (২
পৃষ্ঠা) মাধুরী মূল, অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা (৪৫৮ পৃষ্ঠা), দীর্ঘিতি মূল ও
অনুবাদ (৩পৃষ্ঠা) এবং সুবিস্তৃত ভূমিকা (১২৪ পৃষ্ঠা) মধ্যে এই শাস্ত্রের বহু
জ্ঞাতব্য বিষয় ও জগদীশের তর্কামৃতের বঙ্গানুবাদের সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে ।
ব্যাখ্যা সহজ করিবার জন্য বহু অধুনিক কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে ।
অনুবাদক “আচার্য্য শঙ্কর ও রমানুজ” প্রণেতা শ্রীরাঙ্গেন্দ্রনাথ ঘোষ,
সংশোধক—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্শ্বতীচরণ তর্কতীর্থ । রয়াল ৮ পেজী ৬০৫
পৃষ্ঠা, মূল্য ৫/১ টাকা ।

সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত ।

১।২।৩।	ঈশ, কেন, কঠ,	(একত্রে)	মূল্য	২৬০
৩।	কঠ	১১/০
৪।	প্রশ্ন	৬০/০
৫।	মুণ্ডক	১/
৬।	মাণ্ডূক্য	(কারিকা সমেত)	..	২/
৭।	ছান্দোগ্য	৮০/০
৮।	বৃহদারণ্যক	১৪/
৯।	ঐতরেয়	১/

ক্রোমপ্যাথি বা বর্ণ-চিকিৎসা ।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বি, এল্ প্রণীত মূল্য ৥০

বঙ্গভাষায় ও দেশে ইহা একটা অমূল্যচিকিৎসা-শাস্ত্র ; কেবলমাত্র ৪৫টি
রত্ননি শিশি, কাচ ও আলো আবশ্যক । ইহা দরিদ্রদিগের পরম বন্ধু
গৃহস্থ পরিবারের এই পুঙ্ক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ।

ওঁম্ তৎসৎ ওঁম্ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়ারণ্যকাস্ত্যগতা

তৈত্তিরীয়োপনিষদ

শাকর-ভাষ্যসমেতা ।

শীক্ষাবলী ।

প্রথমোহনুবাকঃ ।

॥ ওঁম্ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁম্ হরিঃ ওঁম্ ॥

যশাজ্জাতং জগৎ সৰ্বং যশ্মিন্বেব বিশ্রীযতে ।

যেনেদং ধার্ষ্যতে তৈব তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ১ ॥

যৈরিমে গুরুভিঃ পূৰ্ণং পদবাক্যপ্রমাণতঃ ।

ব্যাখ্যাতাঃ সৰ্বদোস্তান্তান্ নিত্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২ ॥

তৈত্তিরীয়ক-সাস্ত্র মত্যাচার্য্যপ্রসাদতঃ ।

বিম্পষ্টার্থকটীনাং হি ব্যাখ্যায়ং সম্প্রণীয়তে ॥ ৩ ॥

অঙ্কলাচলন । এই জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহা দ্বারা বিধৃত এবং পরিশেষে যাহাতে বিলীন হয়, সেই চিদাত্মার উদ্দেশে নমস্কার ॥ ১ ॥

পূর্ববর্তী যে সকল গুরু পদ বাক্য ও প্রমাণাদিবিচারপূর্বক এই বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সৰ্বথা প্রণাম করিতেছি ॥২॥

যাহারা বিম্পষ্ট ব্যাখ্যায় কুচিসম্পন্ন, সেই সকল মন্দমতি লোকের উপকারার্থ আমি আচার্য্যের অনুগ্রহে তৈত্তিরীয় শাস্ত্রের সারভূত এই উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি ॥৩॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ।

‘আভ্যাসভাষ্যম্ । নিত্যান্তধিপতানি কৰ্ম্মাণ্যুপাত্তহুরিৎ
কৰ্ম্মার্থানি, কাম্যানি চ ফলার্থিনাং পূৰ্ব্বস্মিন্ গ্রহে । ইদানীং কৰ্ম্মোপাদান
পরিহারায় ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রাপ্ত্যুতে । (১)

কৰ্ম্মহেতুঃ কামঃ স্ম্যৎ, প্রবর্তকত্বাৎ । আপ্তকামানাং হি কামাভাবে স্বাত্ম
ন্যবস্থানাং প্রবৃত্ত্যাহুপপত্তিঃ । আত্মকাত্মহে চাপ্তকামতা । আত্মা চ ব্রহ্ম ;
তদ্বিদো হি পরপ্রাপ্তিং বক্ষ্যতি । অতোহবিজ্ঞানিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং পর
প্রাপ্তিঃ, “অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে,” “এতমানন্দময়মাশ্বানমুপসংক্রামতি”
ইত্যাদিঃ । কাম্যপ্রতিবিদ্ধয়োরনারজ্যাদ্ আরক্য চোপভোগেন কৰ্ম্মাৎ
নিত্যাহুষ্ঠানেন চ প্রত্যবায়াতাবাদযত্নত এব স্বাত্মন্তবস্থানং মোক্ষঃ । ১

অথবা, নিরতিশয়াঃ প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যাঃ কৰ্ম্মহেতুত্বাৎ কৰ্ম্মভ্য এব
মোক্ষ ইতি চেৎ, ন ; কৰ্ম্মানেকত্বাৎ । অনেকানি হি আরক্যফলানি অনারক-
ফলানি চানেকজন্মান্তররূতানি বিরুদ্ধফলানি কৰ্ম্মাণি সম্ভবন্তি । অতশ্চেতনানারক-
ফলানামেকস্মিন্ জন্মনি উপভোগেন কৰ্ম্মাসম্পাদ্য শেষকৰ্ম্মনিমিত্ত-শরীরা-
রন্তোপপত্তিঃ, কৰ্ম্মশেষসম্প্রাপ্তিসিদ্ধিঃ ; “তদ্ব ইহ রমণীয়চরণাঃ” । “ততঃ
শেষেণ” ইত্যাদিঃ প্রতিশ্রুতিশ্রুতিভাঃ । ২

ইষ্টানিষ্টফলানামনারজ্যানাং কৰ্ম্মার্থানি নিত্যানীতি চেৎ ; ন ; অকরণে
প্রত্যবায়শ্রবণাৎ । প্রত্যবায়শব্দো হনিষ্টবিষয়ঃ । নিত্যাকরণনিমিত্তস্ত
প্রত্যবায়স্ত দুঃখরূপস্তাগামিনঃ পরিহারার্থানি নিত্যানীত্যভ্যুপগমাৎ
ন অনৌবুদ্ধফল-কৰ্ম্মকৰ্ম্মার্থানি । যদি নাম অনারকফল-কৰ্ম্মকৰ্ম্মার্থানি নিত্যানি
কৰ্ম্মাণি, তথাপ্যন্তরমেব ক্ষপয়েয়ুঃ, ন শুদ্ধম্, বিরোধাতাবাৎ । ন হিষ্টফলস্য

(১) কৰ্ম্মবিচারেইপবেশনিষদো প্রত্যাখ্যাতপনিষৎশাস্ত্রোক্তনিত্য নিঃশেষসত্ত্ব কৰ্ম্মভা এব
সম্ভবাৎ পুণ্যব্যাপ্যবস্তো ন বৃত্ত ইত্যাদিকামপনেতুং কৰ্ম্মকাণ্ডংবাহ নিত্যানীতি । “অথাত্রে
ধর্ম্মজিহ্বাসা” ইতি জৈমিনিয়া ধর্ম্মগ্রহণেন সিদ্ধবস্তাবচারণ পূর্বাদন্তত্বাৎ নোপনিষদো গতার্থ-
মিত্যর্থঃ । তানি চ কৰ্ম্মাণি সঙ্কিতহুতকৰ্ম্মার্থানি “ধর্ম্মেণ শাপমপবুদতি” ইতি অর্থঃ, ন
নিঃশেষসার্থানি । ন কেবলং জীবতোহবশ্যকস্তব্যানাধিপতানি, ফলার্থিনাং কাম্যানি চ । ন
তানাপি নিঃশেষসার্থানি : “স্বর্গকামঃ” “পশুকামঃ” ইত্যাদিবৎ ‘মোক্ষকামোহদঃ কুখ্যঃ’
ইত্যশ্রবণাৎ । অতঃ সংসার এব কৰ্ম্মণাং ফলমিত্যর্থঃ ।

কৰ্ম্মকাণ্ডার্থমুক্তা তত্রাবিচারিতমুপনিষদর্থমাহ —ইদানীমিতি । কৰ্ম্মণ্যমুপাদানেহুষ্ঠানে যো
হেতুঃ তদ্বিবৃত্তার্থং ব্রহ্মবিজ্ঞানস্মিন্ গ্রহে আরভাতে, অতঃ সমিধান-কৰ্ম্মোপলানার্থব্রহ্মপনিষদঃ
কৰ্ম্মকাণ্ডবিরুদ্ধত্বাৎ ন গতাবধিমিত্যর্থঃ । ইতি আনন্দ জ্ঞানকৃতা টীকা ।

কৰ্মণঃ গুহ্যরূপমিত্যৈকিৰোধ উপপত্ততে । গুহ্যগুহ্যমিহি বিৰোধে ।
 বৃত্তঃ । ৩

ন চ কৰ্মহেতুনাং কামানাম্ জানাতাবে নিবৃত্তাসম্ভবাদশেষকক্ষয়োগ-
পত্তিঃ । অন্যাস্মবিদে হি কামঃ, অন্যাস্মকলবিষয়ত্বং । স্বাধীন চ কামাহু-
পপত্তিঃ, নিত্যাপ্রাপ্তত্বং । স্বয়চ্ছায়া পরং ব্রহ্মেতুস্তম্ । নিত্যানাং কাকরণম-
ভাবঃ, ততঃ প্রত্যবায়াহুপপত্তিরিতি । অতঃ পুরোপচিতদ্বারতে-
ম্যঃ প্রাপ্য-
মাণায়াঃ প্রত্যবায়ক্রিয়ায়া নিত্যাকরণং লক্ষ্যমিত শত্ৰুপ্রত্যয়স্য নানুপ-
পত্তিঃ—“অকূৰ্ণং বিহিতং কক্ষ” ইতি । অন্যথা হি অভাবাতীত্বোৎপত্তিরিতি
সৰ্ব্বগ্রামণব্যাকোপ ইতি । অতোহবজ্ঞতঃ স্বাধীন্যবস্থানমিত্যাহুপপন্নম্ । ৪

যচোক্তং নিরতিশয়প্রীতে: স্বর্গশব্দবাচ্যায়া: কস্মানমিত্ত্বাৎ স্মারক এব
মোক ইতি, তন্ন; নিত্যস্বাভ্যোকস্ত। ন হি নিত্যং কিস্বাদ্রভ্যতে।
লোকে যদারম্ভ, তদনিঃশ্রুতি; অতো ন কস্মাদভ্যো মোক:। বিস্তারহি-
তানাং কস্মাৎ নিত্যারম্ভসামর্থ্যমিতি চেৎ; ন; বিরোধে। নিত্যকারভ্যত
ইতি বিরুদ্ধম্। ৫

যদি নষ্টম্, তদেব নোৎপদ্যত ইতি প্রধ্বংসাতাবগ্নিত্যোহপি মোক্ষ আৱভ্য
 এবেতি চেৎ ; ন ; মোক্ষস্ত ভাবরূপত্বং । প্রধ্বংসাতাবোহপ্যারভ্যত ইতি ন
 সম্ভবতি ; অভাবস্য বিশেষাতাবাদিকল্পমাত্রমেতৎ । ভাবপ্রতিষেধী হতাবঃ ।
 যথা হ্যভিন্নোহপি ভাবে। যটপটাদিতিক্রিশেষ্যতে ভিন্ন ইব—যটতাবঃ পটতাব
 ইতি, এবং নিক্রিশেষোহপ্যতাবঃ ক্রিয়াগুণযোগাদ্ দব্যাদিবদিকল্পতে । ন হি
 অভাব উৎপলাদিবদিশেষণসহতাবা । বিশেষণবহে ভাব এব স্তাৎ । ৬

বিদ্যা-কৰ্মকৰ্ত্তৃমিত্যাৎ বিদ্যা-কৰ্মসম্পাদনজনিত-মোক্ষনিত্যাখ্যতি চেৎ,
ন; গঙ্গাস্রোতোবৎ কৰ্ত্তৃত্বাৎ দুঃখরূপত্বাৎ, কৰ্ত্তৃত্বোপপন্নমৈ চ মোক্ষবিচ্ছেদাৎ ।
তন্মাদবিনষ্টকামকৰ্মোপাদানহেতুনিবর্ত্তো স্বায়াত্তবস্থানং মোক্ষ ইতি । স্বয়-
ক্ৰিয়া ব্রহ্ম; তদ্বিজ্ঞানাদবিনষ্টানিবৃত্তিরিতি; অতঃ ব্রহ্মবিনষ্টার্থোপনিষদারম্ভতে ।
উপনিষদিত্তি বিদ্যোচ্যতে । তদ্বালিনাং গৰ্ভজমজ্ঞানাদিনিশ্চিন্তনাং, তদব-
সাদনায়া ব্রহ্মণ উপনিগমায়িত্বাৎ, উপনিষদঃ বা অন্তঃ পরং প্রেয় হতি ।
তদৰ্থবাদ্ গ্রহোহপ্যুপনিষদ ॥

আভাষভাষ্যানুলাদ। সঙ্কিত পাঁপ বিশ্বাসে করাই, যে সমুদয়
কর্মের মুখ্য ফল, সেই সমুদয় নিত্য কণ্ড এবং ফলাভিলাষী পুরুষাণের কণ্ডব্য
কণ্ডে বিহিত কাম্য কর্ম সমুদয় পুণ্য গায়ে অর্থাৎ জৈমিনীকৃত কর্মকাণ্ডে পরিণত

হইয়াছে ; এখন কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতুভূত অবিজ্ঞা বা কামনার নিবৃত্তির নিষিদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞার অবতারণা করা হইতেছে (১)। কামনাই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান হেতু ; কারণ, কামনাই লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। বাহ্যরা আশু কাম, তাহাদের কামনা না থাকায় আত্মাতেই অবস্থিতি হয় ; সেই কারণে তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি জন্মে না। আত্মবিষয়ে কামনা সম্পন্ন হইলেই আশু-কামন সিদ্ধ হয় ; কারণ, আত্মাই ব্রহ্ম ; ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির কথা পরে বলা হইবে। অতএব অবিজ্ঞাননিবৃত্তির পর যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাই ক্রতুজ্ঞ ‘পরপ্রাপ্তি’ বৃত্তিতে হইবে ; কারণ, ঋতিতে আছে—‘সর্বভয়রহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করে,’ ‘তখন এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি। অতএব সেই অবস্থায় কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান রহিত হওয়ায়, উপভোগ দ্বারা প্রারম্ভ কর্ম্মের ক্ষয় সম্পাদন করায় এবং নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বশতঃ সঙ্কিত পাপরাশিও বিধ্বস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়।^১ অথবা, (এ বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে—) যদি বলি, স্বর্গ-শব্দের অর্থ

(১) তাৎপর্য—আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মহর্ষি জৈমিনির কৃত পূর্ব্ববীমাংসায় যথন সমস্ত বেদার্থ বিচারিত ও বীমাংসিত হইয়াছে, তখন তাহা দ্বারা এই আর্য্যাকোপনিষদের অর্থও নিশ্চয়ই নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষতঃ কর্ম্ম হইতেই যখন উপনিষদের অভিপ্রেত মুক্তি-কল লাভ করা বাইতে পারে, তখন ইহার অল্প পৃথক্ ব্যাখ্যা রচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এইরূপ আশঙ্কা আপনমনের নিমিত্ত ভাষ্যকার সংক্ষেপতঃ কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য ‘নিত্যানি’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মকাণ্ডে কেবল ক্রিয়া-সাধ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারই স্থান পাইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধ বস্তুর বিচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ত নিত্যসিদ্ধ বস্তু ; অতরাং তৎসম্পর্কিত প্রকৃত তত্ত্ব উহাতে নিরূপিত হয় নাই। কর্ম্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্য ও কাম্য ; তন্মধ্যে নিত্য কর্ম্মের কল কর্ম্মকর্ত্তার পূর্ব্বসংকিত পাপ-ক্ষয় ; আর কাম্য কর্ম্মের কল অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তি। এই জন্যই বেদে কর্ম্ম প্রকরণে “স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজ্ঞেত” অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি কাম্যকলের নিমিত্তই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু ‘মৌলিকামঃ অশ্বকং কর্ম্ম কুধ্যাৎ’ এরূপ বিধান কোথাও করেন নাই ; অতরাং বুঝা বাইতেছে যে, কর্ম্মের কল মুক্তি নহে,—সংসার। কাজেই মৌলিকামের উপায়ভূত উপনিষদের অর্থ নির্ধারণ করা ভাষ্যকারের আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিষিদ্ধভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় ; অতরাং উপনিষৎশাস্ত্রটী কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী ; কাজেই কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দ্বারা উপনিষৎশাস্ত্র সমর্থ হইতে পারে না।

যখন নিরতিশয় আনন্দ ; এবং কক্ষটি যখন তৎপাশ্চাত্তর নিদান : তখন কক্ষ হইতেই ত বোঝালাভ হইতে পারে ? না, কক্ষের অনেকই হেতুই সে কথা বলিতে পার না ; কারণ, অনেক জন্মান্তর-সম্পাদিত বলতর কক্ষইত বিদ্যমান আছে ; তন্মধ্যে কতকগুলি আনন্দফলক বাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে) এবং কতকগুলি অনারক্ষফলক (এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই,— সঞ্চিত রহিয়াছে) ; সেই সকল কক্ষের ফল ত স্বভাবতই পক্ষের বিরোধী । এই কারণেই, যে সমুদয় কক্ষ অনারক্ষফলক অর্থাৎ এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সমুদয় কক্ষের ফলোপভোগ করা একটু অল্পে সম্ভব হয় না ; সুতরাং অল্পভুক্ত অবশিষ্ট কক্ষের ফলোপভোগ পুনর্বার শরীর-পরিগ্রহ করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় । 'যাহারা এখানে রমণীয় কক্ষের অন্বেষণ করে, তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয় ' 'ভুক্তাবশিষ্ট কক্ষান্তরারে [অল্প লাভ করে ' ইত্যাদি শত শত প্রতি স্মৃতি প্রমাণ হইতেও কক্ষ-শেষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে । ১২

যদি বল, ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলোৎপাদক অনারক্ষ কক্ষ সমূহের ক্ষয়-সম্পাদনই নিত্য কক্ষের উদ্দেশ্য ; না—তাহাও বলিতে পার না : কেন না, নিত্যকক্ষের অকরণে প্রত্যাব্যবোধক প্রতি রহিয়াছে : প্রত্যাব্য শব্দটী অনিষ্টার্থবোধক ; অতএব নিত্যকক্ষের অকরণে যে, 'দাবী দুঃখ' সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবিত ভাবী দুঃখাত্মক প্রত্যাব্যের পরিহারজনক বলিয়াই নিত্যকক্ষ সমূহ পীড়িত হইয়া থাকে ; সুতরাং অনারক্ষফলক কক্ষের ক্ষয়-সাধনঃ উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিতে পারা যায় না । পক্ষান্তরে অনারক্ষফলক কক্ষের ক্ষয় করাই যদি নিত্যকক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও নিত্যকক্ষে অন্তর্ভুক্ত পাপ কক্ষেরই কেবল ক্ষয় সাধন করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ কক্ষের ক্ষয় করিতে পারে না ; কেন না, শুদ্ধ কক্ষের সহিত নিত্যকক্ষের কোনই বিরোধ নাই । বস্তুতঃ ইষ্টফলজনক কক্ষমাত্রই শুদ্ধ (পুণ্যজনক) : সুতরাং নিত্যকক্ষের সহিত তাহাদের বিরোধ উপপন্ন হয় না ; কেন না, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ কক্ষের মধ্যেই বিরোধ থাকা সুজিগুজ্ঞ । ১৩

বিশেষতঃ কামনাই যখন কক্ষপ্রবৃত্তির মূল কারণ ; জ্ঞানোদয় ব্যতীত যখন সেই কামনার ক্ষয় হওয়া অসম্ভব ; তখন নিঃশেষরূপে কক্ষ-ক্ষয় ত হইতেই পারে না । আত্মতিরিক্ত ফলঃ যখন কামনার বিষয়, তখন কাম বা কামনা অনাশ্রয় পুরুষেরই ধর্ম (আত্মক্ষেত্র নহে) । বিশেষতঃ স্বীয় আত্মা যখন নিত্য-

প্রাপ্ত, তখন তদ্বিবয়ে কাযনা হইতেই পারে না। আর আত্মা স্বয়ংই যে পরব্রহ্ম, এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার পর, নিত্যকর্মের অকরণ বা অননুষ্ঠান ত ভাবপদার্থ নহে, উহা অভাব অসৎ ; সুতরাং তাহা হইতে (নিত্য-কর্মের অকরণ হইতে) প্রত্যবায়ের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। অতএব পূর্বসঞ্চিত দুষ্কর্মের ফলে যে, প্রত্যবায় উপস্থিত হইয়াছে, নিত্যকর্মের অকরণ তাহারই লক্ষণ বা পরিচায়ক ; সুতরাং 'অকুর্কন্' ইত্যাদি বচনে যে, শতপ্রত্যয় আছে, তাহারও অমুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইল না (১)। ইহা না হইলে, অর্থাৎ অভাব হইতেও ভাবোৎপত্তি স্বীকার করিলে, সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব অনারাসে যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাও উপপন্ন হইতেছে না। ৪

আরও যে, বলিয়াছে—স্বর্গ অর্থ নিরতিশয় বা সর্বাধিক আনন্দ ; কন্মই সেই স্বর্গলাভের উপায় ; অতএব নিরতিশয় আনন্দাস্বাদক মোক্ষও কন্মারকই বটে, অর্থাৎ কন্ম দ্বারাই মোক্ষ পাওয়া যায়। সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষের নিত্যত্বই তাহার বাধক ; কেন না, কোন নিত্যপদার্থই উৎপন্ন হয় না ; গুণতে বাহ্য কিছু উৎপত্তিশীল, তৎসমস্তই অনিত্য ; এই কারণেই মোক্ষ কখনও কন্মারক হইতে পারে না। যদি বল, বিজ্ঞা-সহযোগে অমুষ্ঠিত কন্ম সমূহের, নিত্য পদার্থকেও সমুৎপাদন করিতে সামর্থ্য আছে ; না, তাহাও থাকিতে পারে না ; কারণ, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ; কেন না, নিত্য পদার্থও যে, উৎপন্ন হয়, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। ৫

(১) তাৎপৰ্য্য—কার্য্যমাজেরই একটা কারণ থাকা আবশ্যক হয় ; এবং সত্য বস্তুই কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ বলিয়া কারণপদ-বাচ্য হয়। অসত্য পদার্থ কখনও কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। অসত্যেরও কার্য্যকারিতা থাকিলে আকাশকুহন বা বজ্রাপ্ত হইতেও অনেক কায্য হইতে পারিত। অথচ তাহা কখনও হয় না বা হইতে পাবে না। অভাবও অসৎপদার্থ, সুতরাং নিত্যকর্মের অকরণ বা অনুষ্ঠানভাব হইতেও পাপরূপ একটা ভাব কায্য উৎপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু শাস্ত্রিহঃ নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান না করিলে লোক বুঝিতে পারে যে, এই লোকটা পূর্বজন্মে বহুতর দুষ্কর্ম করিয়াছিল, তাহার ফলে বর্তমান জন্মে, ইহার এই প্রকার পাপ প্রযুক্তি হইতেছে। এতরূপ পাপপ্রযুক্তির পরিচয় প্রদান করে বলিয়াই 'অকুর্কন্' বিত্তিং কন্ম' ইত্যাদি বচনে 'শত' প্রত্যয় ('অকুর্কন্' পদে) প্রযুক্ত হইয়াছে। শতপ্রত্যয়টি লক্ষণ বা পরিচয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যদি বল, [নিত্য বস্তু যে, উৎপন্ন হয় না, সে কথা সত্য নহে, পরন্তু] যাঁহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাই উৎপন্ন হয় না ; সুতরাং অবিনাশী ধ্বংসনামক অভাব যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি অবিনাশী মোক্ষও উৎপন্ন হইবে, ইহাতে দোষ কি ? না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষ হইতেছে ভাব পদার্থ, [আর ধ্বংস হইতেছে অভাব পদার্থ] : সুতরাং ধ্বংসের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না (১) । তা ছাড়া, ধ্বংসেরও আরম্ভ বা উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না ; কেন না, অভাবের (ধ্বংসের) যখন স্বরূপগত কোন বিশেষ্য নাই, তখন ধ্বংসের উৎপত্তি কথাটা কেবল কল্পনা মাত্র, উই বাস্তবিক নহে । অভাবমাত্রই ভাবপ্রতিযোগী অর্থাৎ ভাববস্তুর সাপেক্ষ । যেমন ভাব বা সত্য পদার্থটী স্বরূপগত : এক অভিন্ন হইলেও ঘট-পটাদি বিভিন্ন বস্তু দ্বারা বিশেষিত বা পৃথক্ ভাবে পরিচিত হইয়, থাকে, যথা—ঘট-ভাব (ঘটের ভাব—সত্য), ও পট-ভাব (পটের সত্য) ইত্যাদি ; ঠিক তেমনি উক্ত ধ্বংসও স্বরূপগত : বিশেষ্যহিত (পার্থক্যশূন্য—নির্কির্দেশ) হইলেও, ক্রিয়া ও শুণাদি দ্বারা দব্যাপদার্থের ন্যায় বিকল্পিত (নানারূপে ব্যবহৃত) হইয়া থাকে । উৎপন্ন বা স্ফূর্তি ভাব বস্তুগুলি যেরূপ বিশেষণের সহিত মিলিত হয়, অভাব কখনও সেরূপ হয় না ; কেননা, অভাবও যদি কোনপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিমিশ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে উহা অভাব না হইয়া নিশ্চয়ই ভাব বস্তুরূপে পরিণত হইত । ৬

যদি বল, বিজ্ঞা ও কর্মসমূহের অনুরূপতা আয়া যখন নিত্য, তখন তদ-

(১) ভাবার্থ—পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তিন প্রকার অভাবের মধ্যে একটীর নাম ধ্বংস বা ধ্বংস । সেহ ধ্বংস উৎপন্ন হয় ঘটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় না, চিরকাল বর্তমান থাকে । এখন কথা হইতেছে এই যে, ধ্বংস যেমন উৎপন্ন হইয়াও ধ্বংসরহিত—চিরস্থায়ী, তেমনি মোক্ষও উৎপন্ন হইয়াও অবিনষ্ট ভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে ; তাহা হইলে শু অন্ত কোন দোষই ঘটে না । তদ্বুদ্ধিরে ভাষ্যকার বললেন যে, না সে কথা হইতে পারে না ; ধ্বংস হইতেছে অভাব—অবশ্য, তাহার সতি ত কখনই সত্য বস্তু মোক্ষের তুলনা হইতে পারে না । কেন না, ধ্বংস নিজে অভাব, মোক্ষ হইতেছে ভাব । ভাব ও অভাবের ব্যবস্থা কখনও একরূপ হইতে পারে না । ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইলেই ধ্বংসভাগী হইবে, ইটাই অব্যক্তিদ্বারী নিয়ম । অভাব সম্বন্ধে কিন্তু সে নিয়ম নাই । কাজেই মোক্ষকে ভাবার্থ বলিলে তাহার অনিত্যতা অনিবার্য হইয়া পড়ে ।

স্থিতি বিজ্ঞা ও কর্মের ফলস্বরূপ মোক্ষেরও নিত্যত্ব হইতে পারে ; না, তাহাও হইতে পারে না ; কেন না, গঙ্গাস্রোতের ত্রায় কর্তৃত্বের স্বরূপও হ্রস্বকালীন ; পক্ষান্তরে আত্মকর্তৃত্বই যদি মোক্ষের কারণ হইত, তাহা হইলে কর্তৃত্বের নিবৃত্তিতে-মোক্ষেরও নিবৃত্তি বা বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটিত। অতএব বলিতে হইবে যে, অবিজ্ঞাত কামনা ও কর্মের উপাদান কারণ অবিজ্ঞার নিবৃত্তিতে যে, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই যথার্থ মোক্ষ। স্বয়ং আত্মাই ব্রহ্ম ; তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইলেই অবিজ্ঞার নিবৃত্তি হয়। এই কারণেই ব্রহ্মবিজ্ঞা নিরূপণার্থ এই উপনিষদ্ আরম্ভ হইতেছে। ‘উপনিষদ্’ শব্দে বিজ্ঞা বুঝায়। যে হেতু উপনিষদ্ স্বসেবকদিগের গর্ভবাস, গ্নান ও জরাদি যাতনা অপসারণ করে, অথবা সে সমুদয়কে অবসন্ন করে, কিংবা জীবকে ব্রহ্মের নিকটে লইয়া যায়, অথবা পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) ইহাতে সন্নিহিত রহিয়াছে ; [এই কারণে উপনিষদ্ শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থ বুঝাইয়া থাকে]। এই গ্রন্থও সেই অর্থেরই প্রতিপাদন করে, এই জন্য গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥

ওঁম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ । শং নো ভবত্বর্যমা ।
 শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ । শং নো-বিষ্ণুরুরুক্রমঃ । নমো
 ব্রহ্মণে । নমস্তে বায়ো । স্বগেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি । স্বামেব
 প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিস্যামি । ঋতং বদিস্যামি । সত্যং বদি-
 স্যামি । তন্মামবতু তবক্তারমবতু । অবতু মাম্ । অবতু
 বক্তারম্ ॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ১ ॥

[সত্যং বদিস্যামি পঞ্চ চ ॥]

ইতি শীকাধায়ে প্রথমোহিনুবাকঃ ॥ ১ ॥

সম্বলার্থঃ । মিত্রঃ (দিবসাত্তিমানী দেবতা) নঃ (অশ্বাকং) শং (সুখকরঃ)
 ভবতু; বরুণঃ (রাত্র্যাত্তিমানী দেবতা) নঃ (অশ্বাকং) শং ভবতু; অর্যমা (চক্ষুর-
 ত্তিমানী দেবতা) নঃ (অশ্বাকং) শং (সুখকরঃ) ভবতু । ইন্দ্রঃ (বজ্রাতি-
 মানী দেবতা), বৃহস্পতিঃ (গাবুজাত্তিমানী দেবতা) নঃ শং ভবতু ।
 উরুক্রমঃ (বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদাত্তিমানী দেবতা) বিষ্ণুঃ নঃ শং [ভবতু] । ব্রহ্মণে
 (পরোক্ষায় ব্রহ্মভূতায় বায়বে) নমঃ । হে বায়ো, তে প্রত্যক্ষায় তুভ্যং)
 নমঃ । [অত্র পরোক্ষপরোক্ষতয়া ব্রহ্মায়ুশ্চাক্ষাভ্যাং বায়ুরেব উচ্যতে] ।
 [হে বায়ো, যতঃ] স্বগেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম আসি, [তস্মৈ] ত্বাম্ এষ প্রত্যক্ষং
 ব্রহ্ম বদিস্যামি; ঋতং (যথাশাস্ত্র বুদ্ধৌ স্থানান্ততাপঃ তাম্ এষ, বদিস্যামি;
 সত্যং (সত্যস্বরূপং স্বামেব বদিস্যামি । তৎ (বায়ুরূপং সত্যং ব্রহ্ম)
 মাম্ (বদ্যার্থিনং) অবতু (বদ্যাসংযোগেনৈব পালয়তু); তৎ (বায়ুরূপং
 ব্রহ্ম) বক্তারম্ (আচাৰ্য্যম্) অবতু (বিন্যাসসম্প্রদানসামর্থ্যদানেন পালয়তু) ।
 অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্ । ইতি পুনঃপ্রচনমাদরার্থম্ । শান্তিঃ (আধ্যা-
 ত্মিকবিয়-প্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিদ্বেষকবিয়-প্রশমনার্থা), শান্তিঃ
 (আধিভৌতিকবিয়-প্রশমনার্থা) ইতি ॥ ১ ॥

মূল্যানুবাদঃ । দিবসাত্তিমানী দেবতা মিত্র (সূর্য্যদেব) আমা-
 দিগের কল্যাণকর হউন; রাত্রিব দেবতা বরুণ আমাদের আনন্দকর
 হউন; চক্ষুর দেবতা অর্যমা আমাদের সুখদায়ক হউন; বজ্রের দেবতা
 ইন্দ্র ও বাগ বন্ধির অধিপতি বৃহস্পতি আমাদের সখকর হউন । ১০০

বিস্তীর্ণ ক্রমসম্পন্ন অর্থাৎ পদের অধিপতি বিষ্ণু আমাদের আনন্দপ্রদ হউন । ব্রহ্মাত্মক পরোক্ষ বায়ুর উত্তেজ্যে নমস্কার । হে বায়ো, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ ; প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপী তোমার কথাই বলিব ; ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট নিশ্চিতার্থ কথাই বলিব । বাক্য ও শরীর দ্বারা যে সত্য বিষয় স্তুনিপন্ন হয়, তাহাও তোমারই অধীন ; সূতরাং তোমারই স্বরূপ ; অতএব সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব । সেই সর্বাত্মক বায়ু-ব্রহ্ম বিজ্ঞার্থী আগাকে সামর্থ্যপ্রদান কর্তৃত্ব রক্ষা করুন ; এবং তিনি বক্তা আচার্য্যকেও শক্তিপ্রদানপূর্বক রক্ষা করুন । আদরাতিশয় জ্ঞাপনার্থ 'অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্' কথাটির পুনরুক্তি করা হইয়াছে । বিভালাভের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার বিঘ্ন নিবারণের জন্ত তিনবার 'শাস্তি' শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমাম্বুক ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাস্তি-ব্রহ্মাত্মক । শং সুখং প্রাণবৃন্তেরুচ্চাভিনানী দেবতায়া মিত্রঃ নঃ অগ্রাকং ভবতু । তথৈব অপানবৃন্তেঃ রাত্রেচ্চাভিনানী দেবতায়া বরুণঃ ; চক্ষুষ্যাদিত্যে চাভিনানী অর্য্যমা ; বসে ইন্দ্রঃ ; বাচি বুদ্ধৌ চ বৃহস্পতিঃ ; বিষ্ণুঃ উরুক্রমঃ বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদয়োঃ ভিনানী ; এবমায়া অধ্যাত্মদেবতাঃ শং নঃ ; ভবত্বিতি সর্বত্রানুধনঃ । তাস্মৈ হি সুখকৃত্বং বিজ্ঞানবর্ণধারণোপযোগ্য অপ্রতিবন্ধন ভবিষ্যন্তীতি তৎসুখকর্তৃত্বং প্রার্থ্যতে -- শং না ভবত্বিতি । ১

বক্ষবিজ্ঞাবিবিদিশণা নমস্কার-বদনক্রিয়ে বায়ুবিষয়ে ব্রহ্মবিজ্ঞোপসর্গশাস্ত্রার্থে ক্রিয়েতে সর্বক্রিয়াফলানাং তদধীনত্বাৎ । ব্রহ্ম বায়ুঃ, তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ প্রহীত্যাং, কৰোমীতি বাক্যশেষঃ । নমঃ তে ভূত্যাং, হে বায়ো, নমস্করোমীতি পরোক্ষপ্রত্যক্ষাত্যাং বায়ুরেবাভিধীয়তে । ২

কিঞ্চ, তমেব চক্ষুরাদ্যাপেক্ষ্য বাহ্যং সন্নিবৃষ্টমব্যবহিতং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি যস্মাৎ, তস্মাৎ তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিব্যামি । ঋতং যথাসাধনং যথাকর্তব্যং বুদ্ধৌ সুপরিনিশ্চিতমর্থং বদধীনত্বাৎ তমেব বদিব্যামি । সুগামিতি স এব বাক্যাত্যাং সম্পাদমানঃ । সোহপি বদধীন এব সম্পাদ্যতে ইতি তমেব সত্যং

বদিষ্যামি । তৎ সঙ্গায়কং বায়ুর্বাৎ ব্রহ্ম মদৈবং স্তভং সৎ বিজ্ঞার্চিনং মাম্
অবতু বিজ্ঞাসংযোজনেন । তদেব ব্রহ্ম বক্তারম্ আচার্য্যং চ বক্তৃসামর্থ্যসংযো-
জনেন অবতু । অবতু মাম্, অবতু বক্তারমিতি পুনর্জচনমাদরার্থম্ । শান্তিঃ
শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্জচনম্ আধ্যাত্মিকাবিভোতিকারিদৈবকানাং বিজ্ঞা-
প্রাপ্ত্যুপসর্গাণাং প্রশমনার্থম্ ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমাহুবাক ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাস্ক্যানুবাদ । প্রাণবৃত্তি (প্রাণের ব্যাপার) ও দিব্যের
অভিমানী দেবতারূপী মিদ্র আমাদিগের সুখাবহ হউন । সেইরূপ অপান-
বৃত্তি ও রাত্রির অধিদেবতা বরুণ ; চক্ষু ও আদিত্য মণ্ডলের অভিমানী দেবতা-
রূপী অর্য্যমা ; বলের অভিমানী ইন্দ্র, বাক ও বুদ্ধিবৃত্তির অভিমানী বৃহস্পতি
এবং উরুক্রম—বর্ষাঋণপাদ-বক্ষেপসম্পন্ন অর্ষ্যং পাদদ্বয়ের অভিমানী দেবতা-
রূপী বিষ্ণু, এবং এই প্রকার আরও যে সমুদয় অগ্ন্যায়দেবতা আছেন, তাহারাও
আমাদের সুখকর [হউন] । প্রতির 'অবতু' (হউন) এই ক্রিয়াটির সকল
বাক্যের সহিতই সম্বন্ধ আছে । সেই অগ্ন্যায়িক দেবতাগণ সুখাবধায়ক হইলে,
বিজ্ঞাপ্রবণ এবং বিজ্ঞা ও তদর্ষ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি অবাধে সুসম্পন্ন
হইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সুখাবধায়কতা প্রার্থনা করা হইতেছে—“শং নো
ভবতু” ইতি । ১

অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে, ব্রহ্মবিজ্ঞালাভে সঙ্ঘাতিত বিদ্র-
প্রশমনের নিমিত্ত বায়ুবিষয়ে নমস্কার ও ব্রহ্মবন্দন কার্য্য অবশ্য করণীয় ;
কেন না, সমস্ত ক্রিয়াফল উক্ত বায়ুদেবতারই অধীন ; অতএব তৎক্ষেত্রে
নমস্কার ও ব্রহ্মবন্দন ক্রিয়া অসুস্টিত হইতেছে । এখানে এক অর্ষ—বায়ু,
সেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নমঃ—শিরোনমন করিতেছি । ‘ক’রতেছি’ (‘করোমি’)
কথাটা মূলে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে । হে বায়ো, তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার
করিতেছি । এই ভাবে এক বায়ুকেই প্রত্যক্ষ ও প্রোক্ষভাবে ব্রহ্ম ও বায়ু পক্ষে
অভিহিত করা হইয়াছে । ২

অপিচ, যেহেতু তুমি চক্ষুঃপ্রভৃতি হ্রদ্রিয়ালোকায় বাহ্য (বহিঃস্থিত) ও অব্যব-
হিত (নিকটবর্তী) প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপ ; সেই হেতু প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপী তোমাকেই

বলিব (১) । ঋত অর্থ শাস্ত্র ও কর্তব্যানুসারে যাহা নিশ্চতরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, তাহাও তোমারই অধীন ; এই কারণে তোমাকেই সত্যস্বরূপে উচ্চাচরণ করিব । সত্যশব্দের অর্থও তাহাই অর্থাৎ উক্ত নিশ্চিত বিষয়ই বটে ; বিশেষ এই যে, ইহা কেবল বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয় । সেই বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদ্যমান বিষয়ও তোমার সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; এই কারণে তুমিই সেই সত্যস্বরূপ ; সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব (২) । সেই সর্বাঙ্গিক বায়ু নামক ব্রহ্ম আমা দ্বারা এই প্রকারে স্তব (স্তুতির বিষয়) হইয়া বিজ্ঞাভিলাষী আত্মাকে (শিষ্যকে) বিজ্ঞা-সংযোজন দ্বারা পালন করুন , এবং সেই বায়ুব্রহ্মই বক্তা—আমার উপদেষ্টা আচার্য্যাকেও বিজ্ঞাদানের শক্তি প্রদান করত রক্ষা করুন । ‘আমাকে রক্ষা করুন ও বক্তাকে রক্ষা করুন’ এই দ্বিরুক্তির অভিপ্রায় এই যে, উক্ত বিষয়ে সমধিক আদর প্রদর্শন করা । বিজ্ঞালাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক, আবির্ভাবিক ও আধিভৌতিক, এই তিন প্রকারে সম্ভাব্য বস্তু বিষয় প্রশমনাধিপ্রায়ে ‘শাস্তি’ শব্দটি তিনবার পঠিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমানুবাকের (৩ , ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—যথা রাজ্ঞো দৌষারিকং কশ্চিদ্ রাজ-দদৃক্ষুরাহ—তমেব রাজেতি তথা হাদিত্ত ব্রহ্মণো দারপং প্রাণং হাদিৎ ব্রহ্ম দদৃক্ষুরাহ—‘তামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিস্যামি’ ইতি । (অনন্দগিরি টীকা) ।

অর্থ এই যে, যদিও প্রাণস্বরূপ বায়ু সত্য সত্যই ব্রহ্মস্বরূপ না হউক, তথাপি, রাজদর্শনাভিলাষী কোন লোক ব্রহ্মণ রাজার দৌষারিককে (দারপালকে) ‘তুমিই রাজা’ এইরূপ স্তুতিবাক্য বলিয়া থাকে; তজ্জন প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনেচ্ছা সাধকও বায়ুব্রহ্মপী প্রাণকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন ।

(২) তাৎপৰ্য্য—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে এবং লোক-দৃষ্টিতেও বাহ্য বুদ্ধিতে যথার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, এবং সেই প্রতীতি অনুসারে কার্যিক ও বাচনিক ব্যাপার দ্বারা সত্য বা যথায়থরূপে সম্পাদন করা হয়, এই উভয় প্রকারে ঋত ও সত্য ভিন্নার্থক হইতেছে ।

(৩) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ গ্রন্থমধ্যে ব্রহ্মণ অথায় বা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মণ বৈদিক গ্রন্থমধ্যে ‘অনুশাং’ নামটি পরিচ্ছেদ স্থলবর্তী অংশবিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয় অনুবাকঃ।

অভাষ ভাষ্যম্। ওপনিষদপ্রধানভাষ্যনিষদঃ গ্রন্থপাঠে যন্তো-
পরমো যা তুদ্বিতী শীক্ষাধায় আরভতে—

অভাষ ভাষ্যানুবাদ অর্থ-বোধঃ উপনিষদের প্রধান
বিষয়; এই কারণে উপনিষৎ গ্রন্থপাঠে কাহারো অযত্ন আসিতে পারে,
তাহা ঘাঘাতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শীক্ষাধায় আরম্ভ হইতেছে (১)—

শীক্ষাং ব্যাখ্যাত্তানঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম
সন্তানঃ। ইত্যুতঃ শীক্ষাধায়ঃ ॥ ১ ॥ ২ [শীক্ষাং পঞ্চ ॥]

ইতি শীক্ষাধায়ে দ্বিতীয়োহনুবাকঃ ॥ ২ ॥

সম্বলানান্তি। উপনিষদামর্থবোধপ্রদানমেহপি তৎপাঠে স্বরাদিপরিজ্ঞানা-
পেক্ষাপ্যন্তীতি জ্ঞা যিতুমাহ—“শীক্ষাম্” ইত্যাদি। শীক্ষাং (শিক্ষ্যতে বর্ণাদ্য-
চ্চারণং যয়, সা শিক্ষা, তাং, অর্থঃ। শিক্ষ্যন্তে ইতি বর্ণাদয় এব শিক্ষা, শিষ্টৈব
শীক্ষা; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তাং, ব্যাখ্যাসামঃ (বাক্তং কথায়ামঃ)। [তদে
শিক্ষণীয়াঃ অর্থা উচ্যন্তে—] বর্ণঃ (অকারাদিঃ), স্বরঃ (উদাত্তাদিঃ), মাত্রা
(ব্রহ্মদীর্ঘাদিঃ), বলং (শব্দোচ্চারণে পাপপ্রযত্নবিশেষঃ), সাম। সমতা, তুল্য-
রূপেণোচ্চারণম্); সন্তানঃ সন্ততিঃ ‘নয়তক্রমং পদং বাক্যং বা’, ইতি
(‘ইতি’ শব্দঃ শিক্ষাসমাপ্তৌ)। শীক্ষাধায়ঃ (শীক্ষা অদীয়তে অনেন ইতি
শীক্ষাধায়ঃ) উতঃ কথিত ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধায়ে দ্বিতীয়ানুবাক পঞ্চা ॥ ২ ॥

(১) তাৎপর্য—বেদের বে ৩৫টি অঙ্ক শিক্ষাই আছে, ‘শিক্ষা’ তাহাদের অঙ্কতম।
শিক্ষা গ্রন্থে বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী ও স্বর মাত্রাদির ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে। এখানে
‘শীক্ষা’ শব্দ দ্বারা সেই শিক্ষা শাস্ত্রের বিধি ব্যবহারই বুঝনা করা হইল। অতএব এ সম্বন্ধে
বিশেষ কিছু জানিতে হইলে মূল শিক্ষাগ্রন্থ হইবে। বৈদিক সন্থাদিতে অনেক প্রকার স্বর
প্রযোজ্য হইয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—উদাত্ত, অমৃতাস্ত, ও মরিৎ।
তদ্বাধ্যে উচ্চৈষ্য উদাত্ত, মুচ্চৈষ্য অমৃতাস্ত, এবং ওচ্চৈষ্য মরিৎ নামে প্রসিদ্ধ।
মাত্রা সম্বন্ধে উপদেশ এই যে, একমাত্রা শুধু ব্রহ্মে হিন্মাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিধাতু

মূলানুবাদ । অতঃপর শীক্ষা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব । [শিক্ষা ও শিক্ষা একই অর্থ । শীক্ষা অর্থ—যাহা দ্বারা বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী শিক্ষা করা হয়, অথবা শিক্ষণীয় বর্ণসমূহই শিক্ষা ।] বর্ণ অর্থ—অকারাদি অক্ষর সমূহ ; স্বর অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্ত, সরিৎ, প্রভৃতি ; মাত্রা অর্থ—ব্রহ্মদীর্ঘ প্রভৃতি, বল অর্থ—শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রয়ত্ন বা চেষ্টা) ; সাম অর্থ—সমতা অর্থাৎ একই নিয়মে উচ্চারণ ; সন্তান অর্থ—সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য ; এই কয়টা বিষয়ই প্রধানতঃ শিক্ষণীয় ॥ ১ ॥ ২ ॥

শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকের অনুবাদ ॥ ২ ॥

শীক্ষব্র-ভাষ্যম্ । শিক্ষা শিক্ষাতেহনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণলক্ষণম্ ; শিক্ষ্যন্ত ইতি বা শিক্ষা বর্ণাদয়ঃ । শিষ্টৈব শিক্ষা ; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্ ; তাৎ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্তামঃ বিস্পষ্টম্ । আ সমস্তাং প্রকথয়িষ্যামঃ । চক্ষিঙঃ খ্যাঞাদিষ্টন্ত ব্যাঙপূর্বস্য ব্যক্তবাক্-কর্মণ এতজ্ঞপম্ । তত্র বর্ণঃ অকারাদিঃ । স্বরঃ উদাত্তাদিঃ । মাত্রা ব্রহ্মাদ্যাঃ । বলঃ প্রয়ত্নবিশেষঃ । সাম বর্ণানাং মধ্যম-বৃত্তোচ্চারণং সমতা । সন্তানঃ সন্ততিঃ, সংহিতেত্যর্থঃ । এবং শিক্ষিত-ব্যোহর্থঃ শিক্ষা যশ্মিন্ধ্যায়ে, সোহয়ং শীক্ষাধ্যায় ইতি এবম্ উক্তঃ উদিতঃ । উক্ত ইতুপসংহারার্থঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয় ; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণ সমূহই শিক্ষা । শিক্ষা ও শীক্ষা একই ; ছন্দোহনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে (১) । সেই শীক্ষার ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ

মুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চাক্ষুর্মাত্রকম্ ॥” অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বর এক মাত্রা, দীর্ঘ স্বর দ্বিমাত্রা, মূত স্বর ত্রিমাত্রা, আর ব্যঞ্জন বর্ণ এক মাত্রা বলিয়া গণ্য । দূরবর্তী নোতকে আস্থান করিতে, গান করিতে এবং রোদন করিতে সাধারণতঃ মূত স্বর প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥

(১) তাৎপর্য—ভাষ্যের ছান্দস কথাটির দুই অর্থ—(১) বৈদিক নিয়ম ; (২) ব্রহ্ম দীর্ঘাদি মাত্রার নিয়ম । তন্মধ্যে বৈদিক ব্যাকরণানুসারে অনেক স্থলে লৌকিক ভাবার সঙ্গে বৈদিক ভাবার পার্থক্য ঘটে ; ইহা সকলেই জানে । ইহা ছাড়া বেশে স্বরাদির নিয়মক বিত্তিম

স্পষ্টরূপে সর্বতোভাবে বর্ণনা করিব। “ব্যাখ্যাগামঃ” পদটী বি+আঙ্, পূর্বক চঙ্কিঙ্, ধাতুর স্থানে খ্যাঙ্, আদেশে নিপ্পন্ন হইয়াছে। এবং উহার অর্থ—ব্যক্ত শব্দোচ্চারণ। [শিক্ষণীয় বিষয় এই কয়টি—] (১) অকার প্রভৃতি বর্ণ (অক্ষর); (২) উদাত্তাদি—স্বর; (৩) হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা; (৪) শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন রূপ—বল; (৫) সাম—সমতা—অর্থাৎ নাতি দ্রুত ও নাতি মৃদুভাবে উচ্চারণ, (৬) এবং সন্তান—সন্ততি অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমে সরিবিষ্ট পদ বা বাক্য; এইজাতীয় বিষয়গুলিই শিক্ষণীয় (*)। যে অধ্যায়ে শিক্ষার কথা আছে, তাহা শিক্ষাধ্যায়। এই প্রকারে এইখানে শিক্ষাধ্যায় কথিত হইল। পরশ্রুতিতে প্রয়োজন জ্ঞাপনায় এখানে এ কথার উপসংহার করা হইল ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয় অমুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥

চন্দ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ছন্দেতে হ্রস্বদীর্ঘ ও প্লুতাদি মাত্রাগুলি বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত। সেহ ছন্দোন্নয়নের জন্য আবশ্যিক যে এক মাত্রাকে দ্বি মাত্রা অর্থাৎ দুই অথবা ত্রীর্ঘ স্বর করিয়া লইতে হয়, শুভরাস্ত্র দ্বিতীয় অর্ধটীও এখানে সুসঙ্গত হইতেছে।

(১) ভাষ্যার্থ—যদিও একবিজ্ঞায়ক উপনিষদের অর্থই প্রধান, এবং শব্দার্থ অপ্রধান হউক তথাপি শব্দোচ্চারণে বিশেষ সাবধান হওয়া পাঠকের পক্ষে অন্তর্ভুক্ত আবশ্যিক; কাবল, মাত্রিক নিয়ম এখানেও প্রতিপালনীয়। কবিরাজ বলিয়াছেন—“মন্তো হীনঃ স্বরভো বর্ণভো বা নিখ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমতি।। স বা বজ্রো যজমানঃ হিনস্তি যথোক্তশব্দঃ স্বরভোতপরাধাৎ।” অর্থাৎ মন্ত যদি উদাত্তাদি স্বরভোত হয়, উহা কঠাদি বর্ণহীন, ও অযথা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত কখনও উগ্ৰযুক্ত ফলপ্রদান করে না। উহার উদাত্ত রূপ—‘ইন্দ্র-শব্দ’ এই শব্দটি স্বরহীন হওয়ায় কবিরাজ অভিপ্রেত ফলও তহলই না, বরং সেই শব্দই বজ্রের মায় যজমান অস্তবশব্দের ঘনিষ্ঠ করিয়াছিল। অতএব উপনিষদ পাঠেও উদাত্তাদি স্বরভেদ, উগ্ৰাদি বর্ণভেদ প্রভৃতি বাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়, তাহা বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক।

তৃতীয়োহ্নুবাকঃ।

সহ নো যশঃ। সহ নো ব্রহ্মবর্চসম্। অথাৎ: সং-
হিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যা স্তামঃ। পঞ্চম্বিকরণেষু। অধিলোক-
মধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা
ইত্যচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী। পূর্বরূপম্।
দ্যৌঃসত্ত্বরূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ, বায়ুঃ সন্ধানম্ ইত্যধি-
লোকম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সংস্কৃতার্থঃ। ইদানীং সংহিতোপনিষদকং গুরুশিষ্যয়োঃ সাধারণং
মঙ্গলং প্রার্থ্যতে—“সহ নো” ইত্যাদিনা। নো (আবয়োঃ গুরু-শিষ্যয়োঃ)
সহ (তুল্যং) যশঃ (অধ্যয়নাধ্যাপনাজনিতা কীর্তিঃ [ভূয়াং]; নো
(আবয়োঃ) সহ (তুল্যং) ব্রহ্মবর্চসম্ (ব্রহ্মণ্যতেঃ) [ভূয়াং] ॥

অথ (শিক্ষাধ্যায়কথনানন্তরম্), অতঃ (যতঃ গ্রহাধ্যয়নসংস্কৃতা বুদ্ধিঃ
সহসা পরমার্থবিষয়ে নাবতারয়িতুং শক্যতে, অতঃ কারণাৎ) অধিলোকং
(লোকেষু অধি), তথা অধিজ্যোতিষং (জ্যোতিষমধিকৃত্য প্রবৃত্তং), অধিবিদ্যং
(বিদ্যায় অধিকৃত্য), অধিপ্রজম্ (প্রজাং পুত্রাদিকম্ অধিকৃত্য), অধ্যাত্মং
(আত্মানং শরীরম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং), এবং পঞ্চম্ অধিকরণেষু বিষয়ে সংহি-
তায়ঃ উপনিষদং (সংহিতাবিষয়কং দর্শনং) ব্যাখ্যাস্তামঃ। তাঃ (এতাঃ
পঞ্চবিষয়াঃ উপনিষদঃ) [লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ]
মহাসংহিতাঃ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি, বেদজ্ঞাঃ)। অথ (অনন্তরং)
অধিলোকং (লোকবিষয়কং দর্শনম্) [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। তত্র পৃথিবী
পূর্বরূপং (সংহিতায়ঃ প্রথমেহঙ্করে পৃথিবীদৃষ্টিঃ করণীয়া); দ্যৌঃ
(অন্তরিক্ষলোকঃ) উত্তররূপং (সংহিতোত্তরাক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টিঃ কর্তব্য);
আকাশঃ সন্ধিঃ (সংহিতায় মধ্যমেহঙ্করে আকাশদৃষ্টিঃ করণীয়া); বায়ুঃ
(জগৎপ্রাণঃ) সন্ধানং সন্ধীয়তে পূর্বোত্তররূপে অনেনেতি সন্ধানং সম্বন্ধঃ,
পূর্বোত্তরয়োর্বর্ণয়োঃ সম্বন্ধে বায়ুদৃষ্টিঃ কর্তব্য), ইতি (এবংপ্রকারং)
অধিলোকং (লোকমধিকৃত্য দর্শনমুপদিষ্টমিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ৩ ॥

মূলানুসারে । [এখন সংহিতোপনিষদঃ অঙ্গীভূত গুরু শিষ্য উভয়সাধারণ মঙ্গল প্রার্থিত হইতেছে] । আমাদের উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের যশঃ—গুরুর অধ্যাপনাজনিত কাক্তি, এবং আমার অধ্যয়নজনিত কাক্তি তুল্যাকপে হউক, এবং আমাদের উভয়ের ব্রহ্ম-বর্চস অর্থাৎ ব্রহ্মণাতেজও তুল্যাকপে প্রতিভা হউক

[যেহেতু কেবল অধ্যয়ন দ্বারা পরিমার্জিত বুদ্ধি লোক ও পরমার্থ তত্ত্ব সহজে অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না,] সেই হেতু অতঃপর পৃথিব্যাঙ্কি লোক, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ, আকাশ প্রভৃতি বিজ্ঞা, মাতা প্রভৃতি প্রজা ও হু প্রভৃতি দেহাশয়, এই পাঁচটা বিষয়ে সংহিতাসম্বন্ধীয় উপনিষদ (দর্শন বা উপাসনা) বর্ণনা করিব । এই পাঁচটা বিষয়ে সম্মিলিত সংহিতাকে 'মহাসংহিতা' বলা হইয়া থাকে । তন্মধ্যে অগ্র লোকাধিকাবে উপনিষদ বলা হইতেছে । 'সংহিতা'র প্রথমাকরে পৃথিবীদৃষ্টি, শেষ অঙ্করে তালোদৃষ্টি, মধ্যমাকরে আকাশ দৃষ্টি এবং উতাদের পরস্পর সম্বন্ধে বায়ুদৃষ্টি করিতে হইবে । এই প্রকার উপাসনা লোকাধিকাবে বিহিত ॥ ১ ॥ ৩ ॥

শাক্তব্রাহ্মণ্যম্ । অথুনা সংহিতোপনিষদ্যতে । তত্র সংহিতা-
দ্যুপনিষৎপরিজ্ঞাননিমিত্তং যদ্ যশঃ প্রাপ্যতে, তৎ নো আবয়োঃ 'শয্যাচার্য্যয়োঃ
নৈবৈব অন্তঃ । তন্নিমিত্তঞ্চ যদ্ ব্রহ্মবচস' তেজঃ, তচ্চ সইবাস্ত, ইতি শিষ্য-
বচনম্ভাষীঃ । শিষ্যস্ত হি অরুতাপদ্বাং প্রার্থনোপ দ্বতে, নাচার্য্যস্ত রতার্থদ্বাং;
কৃতার্থো হি আচার্য্যো নাম ভবত । ১

অর্থ—সনুদ্রম্, অধ্যয়নলক্ষণবিধানস্ত পূর্ববৃত্তান্ত, অতঃ—যতোহত্যাৰ্থং গ্রন্থ
ভাবিণা বুদ্ধিৰ্ণক্যতে সহসার্বজ্ঞাননিয়মেবগারয়িতু মতাতঃ, সংহিতায়া উপনিষদ
সংহিতাবিশেষঃ দর্শনমিত্যতঃ অর্থদ্রিক্ত্যোমেব বাধ্যস্তামঃ । পঞ্চমু অধিকরণেষু
আশ্রয়েণ, জানিবিশেষিতার্থঃ । কানি তানীতাহ - অধিলোকে—লোকৈবদ্বি
বৎ দর্শনম্, তদাধিলোকম্ ; তথা আধিক্যোত্তমম্ ; অধবিজ্ঞম্, অধিপ্রজম্,
অধ্যায়মিতি । তা এতাঃ পঞ্চবিধা উপনিষদঃ লোকাধিক্যঃ, আকাশবিষয়দ্বাং
সংহিতা বিষয়দ্বাং মহত্যাং তাঃ সংহিতা—মহাসংহিতা ইত্যাক্ষত
কথয়ন্ত বেদাবদঃ । অবত্যাঃ বোধোপকৃতানাং মধ্যে অধিলোকং দর্শন-

মুচ্যতে । দর্শনক্রমবিবক্ষার্থেইথশব্দঃ সর্বত্র । পৃথিবী পূর্বরূপং—পূর্বো
বর্ণঃ পূর্বরূপম্ ; সংহিতায়াঃ পূর্বে বর্ণে পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্তব্যোভ্যুজ্ঞঃ
ভবতি । তথা দ্যৌঃ উত্তররূপম্ । আকাশঃ অন্তরীক্ষলোকঃ, সন্ধিঃ মধ্যঃ
পূর্বোত্তরয়োঃ—সন্ধীয়েতেহস্মিন্ পূর্বোত্তররূপে ইতি । বায়ুঃ সন্ধানম্ ;
সন্ধীয়েতেহেনেনেতি সন্ধানমিত্যাধিলোপঃ দর্শনমুক্তম্ । অথাধিজ্যোতিষমিত্যাदि
সমানম্ ॥ ১-৫ ॥ ৩-৭ ॥

ভাষ্যানুলাভে । অথ-শব্দের অর্থ—অনন্তর—অধ্যয়নবিধির পর ;
যেহেতু অত্যধিকরূপে গ্রাহ্যধ্বন দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন বুদ্ধিকেও অর্থাবগতিবিষয়ে
সহজে পরিচালিত করিতে পারা যায় না ; সেইহেতু সংহিতাবিষয়ক উপনিষদ্
অর্থাৎ উপস্থিত তৈত্তিরীয় 'সংহিতা' শব্দ অব্যবহনপূর্বক উপাসনাত্মক দর্শন
বর্ণনা করিব । সেই এই উপাসনা পাঁচটা অধিকরণে অর্থাৎ পাঁচপ্রকার জ্ঞেয়
বিষয়ে [নিবদ্ধ] । সেই পাঁচটা বিষয় কি কি, তাহা বলিতেছেন—প্রথম
অধিলোক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোকাধিকারে যে দর্শন (উপাসনা), তাহাই
অধিলোক । সেইরূপ অধিজ্যোতিষ, অধিবিষ্ম, অধিপ্রজ্ঞ ও অধ্যাত্ম [উপা-
সনা বলা হইবে] । সেই এই লোকাদি পঞ্চবিষয়ক উপনিষদ্বই লোকপ্রভৃতি
মহৎ বস্তু ও সংহিতা বিষয়ে সম্বিবদ্ধ ; এই কারণে 'মহতী অথচ সংহিতা'
এইরূপ যোগার্থানুসারে ইহাকে বেদবিদ পণ্ডিতগণ 'মহাসংহিতা' বলিয়া
অভিহিত করিয়া থাকেন ।

উক্ত উপনিষদসমূহের মধ্যে এখন অধিলোক দর্শনের কথা বলা
হইতেছে । দর্শনের (উপাসনার) ক্রম বুঝাইবার জ্ঞাত্য ক্রতির সর্বত্র
'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । বুঝিতে হইবে, নির্দেশের ক্রমানুসারে পর পর
উপাসনা করিতে হইবে । পৃথিবী হইতেছে পূর্বরূপ—প্রথম বর্ণ, অর্থাৎ
'সংহিতা' শব্দের প্রথম অক্ষরকে পৃথিবী লোক বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে ।
সেইরূপ আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক হইতেছে সংহিতার উত্তর রূপ
অর্থাৎ সংহিতার শেষ অক্ষরে অন্তরীক্ষ-লোক দৃষ্টি করিতে হইবে আকাশ
হইতেছে সন্ধি অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তর রূপ-হইটী যে স্থানে সম্মিলিত হয়, সেই
মধ্যভাগ । বায়ু হইতেছে সন্ধান ; যাহা দ্বারা উভয় বস্তু সংযোজিত হয়,
তাহার নাম সন্ধান । এই প্রকারে অধিলোক দর্শন উক্ত হইল । অতঃপর
অধিজ্যোতিষ প্রভৃতি দর্শনের কথা বলা হইবে । স সমুদয়ের ব্যাখ্যাও এত-
দূরূপ ॥ ১—৫ ॥ ৩ ৭ ॥

অথাধিজ্যোতিষম্ । অগ্নিঃ পূর্বরূপম্ । আদিত্য উত্তর-
রূপম্ । আপঃ সন্ধিঃ । বৈদ্যাতঃ সন্ধানম্, ইত্যধি-
জ্যোতিষম্ ॥ ২ ॥ ৪

সঙ্কলনার্থঃ । অতঃপরম্ অধিজ্যোতিষঃ [দর্শনমুচ্যতে]— অগ্নিঃ
পূর্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেত্বাৎ অগ্নিদৃষ্টিঃ করণীয়া । আদিত্যঃ উত্তররূপম্ ;
আপঃ (জলং) সন্ধিঃ ; বৈদ্যাতঃ (বিদ্যাং দেব বৈদ্যাতঃ) সন্ধানম্, [ইত্যন্তঃ
সন্ধিং পূর্ববৎ] । • ইতি অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতিরক্ষিত্য প্রবৃত্ত-
উপাসনম্ ১ ॥ ২ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদঃ । অনন্তর অধিজ্যোতিষ উপাসনা কথিত
হইতেছে—সংহিতার প্রথম অঙ্কে অগ্নিদৃষ্টি, শেষাঙ্কে আদিত্যদৃষ্টি,
মধ্যমাঙ্কে অপদৃষ্টি আর উক্ত অঙ্কদ্বয়ের সংযোগে বিদ্যাৎ-দৃষ্টি
করিতে হইবে । ইহা অধিজ্যোতিষ দর্শন কথিত হইল ॥ ২ ॥ ৪ ॥

অথাধিবিদ্যম্ । আচার্য্যঃ পূর্বরূপম্ । অন্তেবাস্তত্তররূপম্ ।
বিদ্যা সন্ধিঃ ; প্রবচন-সন্ধানম্ । ইত্যধিবিদ্যম্ ॥ ৩ ॥ ৫

সঙ্কলনার্থঃ । অথ (অনন্তরং) অধিবিদ্যাঃ [দর্শনম্ উচ্যতে] । [অত্র]
আচার্য্যঃ (গুরুঃ) পূর্বরূপং, অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তররূপং, বিদ্যা
(আচার্য্যেণ কথ্যমানা) সন্ধিঃ (মধ্যমঃ) ; প্রবচনং (গুরুশিষ্যয়োঃ পাক্ষেণ
বিদ্যায়া উচ্চারণম্) সন্ধানম্—ইতি অধিবিদ্যম্ [উপাসনম্] ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদঃ । অনন্তর বিদ্যাবিশয়ে উপাসনা (দর্শন) কথিত
হইতেছে—সংহিতার প্রথম অঙ্কে আচার্য্য-দৃষ্টি করিতে হইবে । আচার্য্য
অর্থ (উপদেষ্টা গুরু) ; উত্তরাঙ্কে শিষ্যদৃষ্টি, মধ্যমাঙ্কে বিদ্যাদৃষ্টি এবং
অঙ্ক-সংযোগে প্রবচন-দৃষ্টি করিতে হইবে । [প্রবচন অর্থ—গুরু ও
শিষ্য কর্তৃক বিদ্যার উচ্চারণ] । ইহা অধিবিদ্যা দর্শন ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

অথাধিপ্রজম্ । মাতা পূর্বরূপম্ । পিতোত্তররূপম্ । প্রজা
সন্ধিঃ । প্রজনন-সন্ধানম্ । ইত্যধিপ্রজম্ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

সঙ্কলনার্থঃ । অথ অধিপ্রজা (প্রজাদিকারে) [উপাসনমুচ্যতে]—

[তত্র] যাতা পূৰ্ব্বরূপং, পিতা উত্তররূপম্, প্রজা (সন্ততিঃ) সন্ধিঃ, প্রজননং (প্রজোৎপত্তিঃ) সন্ধানম্ ; ইতি অধিপ্রজম্ । [সৰ্বং পূৰ্ব্ববৎ] ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদঃ । অতঃপর প্রজা-বিষয় উপাসনা কথিত হইতেছে—প্রথম অক্ষরে মা তৃদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে পিতৃদৃষ্টি, মধ্যমাঙ্কবে সন্ত নদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে সন্তানোৎপাদন দৃষ্টি করিবে। ইহা অধিপ্রজ দর্শন ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

অথাধ্যাত্মম্ । অধরা হনুঃ পূৰ্ব্বরূপম্ । উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্ । বাক্ সন্ধিঃ । জিহ্বা সন্ধানম্ । ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সঙ্কলোচ্চঃ । অথ অধ্যাত্মং (আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং) [দর্শনমুচ্যতে] । অধরা হনুঃ (নিষ্কীৰ্ণমারভ্য চিবুকপর্য্যন্তং) [সংহিতায়াঃ] পূৰ্ব্বরূপম্, উত্তরা হনুঃ (উৎকীৰ্ণমারভ্য নাসামূলপর্য্যন্তং) উত্তররূপম্ ; বাক্ (তালু প্রভৃতি শব্দোচ্চারণস্থানং) সন্ধিঃ ; জিহ্বা সন্ধানম্ । ইতি অধ্যাত্মম্ [দর্শনম্ । ব্যাখ্যা পূৰ্ব্ববৎ] ৫৭ ॥

মূলানুবাদঃ । অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাধিকারে উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতাব প্রথমাক্ষরে নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত অবয়ব-দৃষ্টি, উত্তরাঙ্কবে উর্দ্ধ ওষ্ঠ হইতে নাসিকার মূল পর্য্যন্ত স্থান-দৃষ্টি, মধ্যমাঙ্করে বাক্ অর্থাৎ শব্দোচ্চারণকক্ষ তালু আদি দেহাংশ দৃষ্টি এবং ইহাদের সংযোগে জিহ্বা-দৃষ্টি করিবে। ইহা আধ্যাত্ম দর্শন ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

ইতীমা মহানহিতাঃ । য এবমেতা মহানহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ । সঙ্কীয়তে প্রজয়া পশুভির্কাক্ষর্চসেনান্না-
ত্বেন স্ববর্গেণ লোকেন ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

[সন্ধিরার্থাঃ পূৰ্ব্বরূপমিত্যধিপ্রজং লোকেন ॥]

ইতি শীল্যধায়ে তৃতীয়োহনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সঙ্কলোচ্চঃ । ইতি (উক্তাঃ) ইমাঃ (সমুচ্চিনাঃ পঞ্চ উপনিষদঃ) মহাসংহিতাঃ [উচ্যন্তে] । যঃ (যঃ কন্দিমধিকারী) এবং ব্যাখ্যাতাঃ

(বর্ণিতঃ) মহাসংহিতাঃ বেদ (জানাতি) ; সঃ] প্রজয়া, পত্ততিঃ, ব্রহ্মবর্চসেন, অন্নাস্তেন (ভক্ষণেন অন্নেন) স্বর্গেন (স্বর্গেণ) লোকেন (কর্মফলেন চ সম্বীয়তে, সংযুজ্যতে) ইত্যর্থঃ ॥৭৮॥

মূলানুবাদ । ইতি এই পঞ্চপ্রকার উপাসনা সমষ্টিকপে মহাসংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে যে কোন অধিকারী পুরুষ যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনায়ুক্ত মহাসংহিতা অবগত হন, তিনি প্রজা, পত্ত, ব্রহ্মবর্চস, অন্ন ও স্বর্গলোকের সহিত সম্মিলিত হন, অর্থাৎ তিনি পুরোহিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৭৮॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোক-ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥

শাস্ত্রের ভাষ্যম্ । ইতিমাঃ ইতি উক্তা উপপ্রদর্শ্যন্তে । যঃ কশ্চ দেবম্ এতা মহাসংহিতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ বেদ উপাস্তে । বেদেত্বোপাসনং জ্ঞাৎ, বিজ্ঞানাদিকারাৎ, ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাসনোতি চ চনাৎ । উপাসনঞ্চ যথাশাস্ত্রং তুল্যপ্রণয়সম্বত্তিবসন্ধার্যঃ চ অতঃপ্রত্যয়েঃ, শাস্ত্রোক্তা-লঙ্ঘনবিষয়া চ । প্রসিদ্ধশোপাসনশকার্যো লোকে—‘গুরুমুদ্যন্তে’ ‘রাজান-মুদ্যন্তে’ ইতি । যো হি গুরুদানু সন্ততমুপচরতি, স উপাত্ত ইত্যুচ্যতে । স চ ফলমাপ্নোত্বোপাসনম্, অতোহত্রাপি য এবং বেদ, সম্বীয়তে প্রজাদিভিঃ স্বর্গাস্তৈঃ ; প্রজাদিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৭৮॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোক-ভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । এতিন্ন ‘ইতিমাঃ’ কথায় এই প্রকারে উক্ত পঞ্চ-বিধ উপনিষদ্ বা মহাসংহিতা উল্লেখিত হইয়াছে যে কোন লোক, যথোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার মহাসংহিতা জানে, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উপাসনা কবে । এখানে ‘বেদ’ (জানে) কাথার অর্থ উপাসনা করে ; কারণ, ইহা বিজ্ঞানেরই (উপাসনারই) প্রকরণ, এবং ‘হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এই প্রকার উপাসনা কর’ এই বাক্যেও সাক্ষাৎ উপাসনারই ইঙ্গিত রহিয়াছে । উপাসনা: অর্থ—ভিন্ন জাতীয় চিন্তার সহিত অসম্প্রতিভাবে প্রবৃত্ত একজাতীয় চিন্তাপ্রবাহ, অর্থাৎ একই বিষয় অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা-ধারা, এবং তদ্ব্যতীত কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না । অতএব এই প্রকার ‘চিন্তাচীও শাস্ত্রবিহিত আলম্বন অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক । লোক-ব্যবহারেও ‘গুরু উপাসনা করে’ ও ‘রাজার উপাসনা করে’ ইত্যাদি

প্রয়োগ প্রসিদ্ধ আছে ; যে লোক নিরন্তর গুরু প্রভৃতির পরিচর্যা করে, তাহাকেই 'উপাশ্তে' (উপাসনা করে) বলা হইয়া থাকে । [যে ব্যক্তি ঐরূপে পরিচর্যা করে,] সেই ব্যক্তিই উপাসনার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই জন্ত এখানেও বলা হইয়াছে যে, যে লোক এই প্রকারে জানে, সে লোক প্রজাপ্রভৃতি স্বর্গাস্ত্র ফলের সহিত সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রজাদি ফল লাভ করিয়া থাকে ॥৬৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়

অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহনুবাকঃ ।

যশ্চন্দ্রসাম্মযতো বিশ্বরূপঃ । ছন্দোভ্যোহিধ্যমৃতাং
সম্বভূব । স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃগোতু । অমৃতস্ত দেব
ধারণো ভূয়ানম্ । শরীরং মে বিচর্ষণম্ । জিহ্বা মে মধু-
মন্তমা । কর্ণাভ্যাং সুরি বিশ্রবম্ । ব্রহ্মণঃ কোশোহসি
মেধয়া পিহিতঃ । শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১ ॥ ৯ ॥

ইতি চতুর্থোহনুবাকঃ ।

সম্বলনার্থঃ । ইদানীং ব্রহ্মবোধোপযোগি-শ্রী-মেধাবৃদ্ধয়ে জপ্যান্
মন্ত্রানাহ—‘যঃ’ ইত্যাদিভিঃ । যঃ (ওঁকারঃ) ছন্দসাং (বেদানাং গায়ত্র্যাदीনাং
বা মধ্যে) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ, সারভূতভ্যাং), বিশ্বরূপঃ (সর্বরূপঃ, সর্ববাপ-
কভ্যাং), অমৃতাং (অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভ্যাং বেদেভ্যাং) অধিসম্বভূব, অধিক-
ত্বেন প্রাদুরভূব) । সঃ (ওঁকাররূপঃ) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বরঃ) মেধয়া (প্রজয়া)
মা (মাম্) স্পৃগোতু (সবলং করোতু) । হে দেব, অমৃতস্ত (অমৃতত্বহেতু-
কৃতস্ত ব্রহ্মজ্ঞানস্ত) ধারণঃ (ধারণ্যিতা আহারঃ) ভূয়ানং (ভবেয়ং) [অহমিতি
শেষঃ] । মে (মম) শরীরং বিচর্ষণং (বিচক্ষণং জ্ঞানলাভযোগ্যং) [ভূয়াং
ইতি শেষঃ] । মে জিহ্বা মধুমন্তমা (মধুরভাবিণী) [ভূয়াং] । কর্ণাভ্যাং

ভূরি (বহ) বিশ্ববৎ (ব্যাশ্ববৎ শৃণুয়াম্) । [হ ঔকার, ভঃ] মেধয়া
(লৌকিকপ্রজ্ঞা) পিহিতঃ (চারুতঃ) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মনঃ) কোশঃ
(উপলক্ষিহানঃ) অসি (ভবসি) । যে (মম) প্রত্যং (প্রত্যর্থ-বিজ্ঞানঃ)
গোপায় (রক্ষ) [ভূমি] ॥১০৯॥

মূলানুবাদ । যিনি সর্ববৈদের প্রধান ও বিশ্বরূপ অর্থাৎ যাহা
সমস্ত শব্দেতে ব্যাপ্ত, এবং মুক্তিসাধন বেদ হইতে প্রাপ্তভূত, ইন্দ্র
(সর্বকামপ্রদ) সেই ঔকার আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন । হে দেব
(প্রকাশময়), আমি যেন অমৃতের আধার হই, অর্থাৎ আমি যেন
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই । আমার শরীর [বিজ্ঞা গ্রহণের]
উপযুক্ত হউক ; জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক ; এবং আমার কর্ণদ্বয় যেন
প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞাশ্রবণে সহায় হয় । 'ভূমি সাধারণ' লোক-বুদ্ধি
দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মকোশস্বরূপ অর্থাৎ ভূমিই যে, ব্রহ্মোপলক্ষিত স্থান -
প্রতীকস্বরূপ, সাধারণ বুদ্ধিতে গ্রাহ্য জানিতে পারা যায় না । ভূমি
আমার অর্ধাৎ বিজ্ঞা সংরক্ষণ কর ॥১১০॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ । যচ্ছন্দসামিতি মেধাকামস্ত্রীকামস্ত্র চ তৎ-
প্রাপ্তিসাধনং জপহোমাবুচ্যেতে, স মেধো মেধয়া 'স্পৃগোতু' 'ততো মে বিশ্ব-
মাবহ' ইতি চ লিঙ্গদর্শনাৎ । বঃ চন্দসং বেদানং স্বভঃ ইব স্বভঃ, প্রাজ্ঞাত্বং ;
বিশ্বরূপঃ সর্বরূপঃ, সর্ববাপ্যাপ্তেঃ, "ওদ্ যথা শঙ্কনা স্ফাপি পর্ণানি সংতৃপ্তানি,
এবমোক্তাবেণ সন্ধ্যা বাক্ সংতৃপ্তা ; ঔকার এবৈদং সন্ধ্যম্" ইত্যাদিসংক্রান্তাৎ ।
অতএব স্বভঃস্বমোক্তারস্ত্র । ঔকারো হঃপ্রোপ্যস্ত্রঃ, ইতি স্বভঃাদিশব্দৈঃ স্ততি-
ন্যায়ৈব ঔকারস্ত্র । ছন্দোভ্যঃ বেদোভ্যঃ, বেদা হমৃতম্, তস্মাদমৃত্যং অধিসম্ব-
ভূবঃ, লোক-দেব-বেদ-ব্যাক্তিত্যঃ সারিষ্ঠং জিহ্বাকোঃ প্রজাপতেঃ পত্ন্যতঃ ঔকারঃ
সারিষ্ঠেন প্রত্যভাদিত্যর্থঃ ন 'হ' নিত্যস্তোক্তারস্ত্র অঙ্গটসংগোৎপত্তিবৎ-
কল্পতে ।

সঃ এবভূতঃ ঔকারঃ ইন্দ্রঃ সন্ধ্যাকামেশঃ পরমেশ্বরঃ বা মাং মেধয়া প্রজ্ঞয়া
স্পৃগোতু প্রীণয়তু বলয়তু বা ; প্রজ্ঞা-বলং হি প্রার্থ্যতে । অমৃতস্ত্রামৃতত্বহেতুভূতস্ত্র
ব্রহ্মজ্ঞানস্ত্র, তদধিকারত্বং ; হে দেব, ধারণঃ পার্জিত্য ভূয়াসং ভবেয়ম্ ।
কিন, শরীরং মে মম বিচরণং বিচক্ষণং যোগ্যমিত্যেতৎ, ভূয়াদিত্য প্রথমপুরুষ-

পরিণামঃ । জিহ্বা মে মম মধুমত্তমা মধুমতী অতিশয়েন মধুরভাবিত্যর্থঃ ।
কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং ভূরি বহু বিক্রমং ব্যগ্রমং শ্রোত্রা ভূতাসমিত্যর্থঃ ।
অনুজ্ঞানযোগ্যঃ কার্য্যকরণসজ্জাহোহুত্বিতি বাক্যার্থঃ । মেধা চ তদর্থমেব
হি প্রার্থ্যতে—ব্রহ্মণঃ পরমাশ্রয়নঃ কোশঃ অসি অসেরিব ; উপলদ্ধাবিষ্টঃ নহাৎ ।
স্বং হি ব্রহ্মণঃ প্রতীকম্, ত্বয়ি ব্রহ্মোপলভ্যতে । মেধয়া লৌকিকপ্রজ্ঞয়া পিহিতঃ
আচ্ছাদিতঃ, স স্বং সামান্যপ্রজ্ঞেরবিদিততত্ত্ব চৈত্যর্থঃ । অতং শ্রবণপূর্ব্বকমায়-
জ্ঞানাদিকং বিজ্ঞানং মে গোপায় রক্ষ ; তৎপ্রাপ্ত্যবিস্মরণাদিকং কুর্ন্বিত্যর্থঃ ।
জপার্থী এতে মন্ত্রা মেধাকানন্ত ॥ ১ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ । যাহারা মেধা ও শ্রীকামী, তাহাদের সেই মেধা
ও শ্রী প্রাপ্তির হেতুভূত জপ ও হোম ‘মঃ ছন্দসাম্’ ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত
হইতেছে ; কেন না, ‘সেই ইচ্ছা আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন’ এই বাক্যে
মেধাপ্রাপ্তির প্রার্থনা, এবং ‘সেই হেতু আমার শ্রী আনয়ন করুন’ এই বাক্যে
শ্রী-লাভের কামনা দৃষ্ট হইতেছে ।

যিনি ছন্দঃসমূহের (বেদ সমূহের) ঋষভ (দ্রব্য) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন ঋষভের
তুল্য । বিশ্বরূপ—সমস্ত বর্ণকে পবিব্যাপ্ত থাকায় সর্বাঙ্কর স্বরূপ ; কারণ, অপর
প্রতিভে আছে—‘শব্দ (শলাকা) দ্বারা ষেক্ষণ সমস্ত পত্র বিদ্ধ বা গ্রথিত
হয়, তজ্জপ ওঁকার দ্বারাও সমস্ত বাক্ (বর্ণ) ব্যাপ্ত আছে ; ‘এই সমস্তই ওঁকার
স্বরূপা’ এই কারণে ওঁকারই উপাস্তরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং
ঋষভ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাহার স্তুতি করা সমাচীন হইয়াছে । ছন্দঃ অর্থ
বেদ ; বেদই অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভের উপায় ; সেই অমৃত বেদ হইতে
অর্থাৎ ত্রিলোক, দেবতা চতুর্কৈদ ও সপ্তবাহর্জিত হইতে সার সংগ্রহের ইচ্ছায়
তপোনিষ্ঠ প্রজ্ঞাপতির নিকট সারবস্তুরূপে ওঁকার প্রতিভাত হইয়াছিল ।
[এখানে ‘সংবভূব’ অর্থ উৎপত্তি নহে] ; কারণ, নিত্য ওঁকারের মূখ্য
উৎপত্তি সম্ভব হয় না ।

ঈদৃশ গুণসম্পন্ন ইচ্ছা—পরমেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত কাম্যফলের অধীশ্বর সেই
ওঁকার আমাকে মেধাদ্বারা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা প্রীত করুক, অথবা বলশালী
করুক ; এখানে প্রজ্ঞা-বল প্রার্থিত হইতেছে । হে দেব, আমি যেন
অমৃতের ধারণ-সমর্থ হইতে পারি । এখানে ‘অমৃত’ অর্থ অমৃতত্বের হেতু—
ব্রহ্মজ্ঞান ; কেননা, এটা ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রসঙ্গ বা প্রস্তাব । আপিচ, আমার
শরীর বিচর্ষণ বিচক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনে সমর্থ হউক ; আমার জিহ্বা

মধুবিষিষ্ট অর্থাৎ মধুরভাষিণী হউক, কর্ণধার প্রচুর পরিমাণে যেন শ্রবণ করি অর্থাৎ আমি যেন উত্তম বেন-শ্রোতা হই। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হউক। অসির (খড়্গ বা তরবারের) কোশ যেমন [অসির স্থান;] তেমনি তুমিও পরমাত্মার উপলব্ধি-স্থান; এই কারণে তুমিই পরমাত্মার কোশ স্বরূপ, অর্থাৎ তুমিই (প্রণবই) ব্রহ্মের প্রতীক; তোমাতেই সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মোপলব্ধি উদ্দেশ্যেই এখানে মেধা লাভে প্রার্থনা। তুমি মেধা দ্বারা—সাধারণ লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আবৃত; অর্থাৎ তুমি এবিধ মহিমা সম্পন্ন হইলেও, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তোমার সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারেনা। তুমি আমার প্রত্য অর্থাৎ শ্রবণশাস্ত্রক লক্ষ আত্মজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানকে গোপন কর—বক্ষ কর, অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবার বিপুল বিস্মৃতি দোষ নিবারণ কর। মেধাকামী পুরুষের পক্ষে এই মন্ত্রগুলি জপা ॥১০॥

আবহন্তী বিতথানা কুর্বাণা চীরমায়নঃ ।

বাসাংসি মম গাবশ্চ অন্নপানে চ সর্ব্বদা ।

ততো মে শ্রিয়মাবৎ । লোমশাং পশুভিঃ সহ যাহা ॥২॥১০॥

সব্জন্যার্থঃ । [এবং মেধাবিষয়ে তপ্যমদ্ব্যাক্ত্য সম্পত্তি প্রাকামস্ত হোমার্থং ত্রীকরান্ মন্ত্রানহ—আবহন্তা গাদান্ । হে ওঙ্কার,] আয়নঃ (প্রাকামস্ত)মম চারং (অচিরং) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) গাবঃ (গাঃ) চ, অন্নপানে চ (অন্নং চ পানে চ) সর্ব্বদা আবহন্তী (সমস্তাং প্রাপযজ্ঞা), বিতথানা (বিবিসং বিস্তার ত্রী) কুর্বাণ (সম্পাদয়ন্তী) । [যা ত্রীঃ, তাং] লোমশাং (অক্ষমেঘাদিনোমশুভাং) পশুভিঃ (অনৈশ্চ অশ্বাদিভিঃ) সহ (সাহিত্যং) শ্রিয় (বর্দ্ধনং) ততঃ (মেধাসম্পাদনান্তরং) মে (মম সম্বন্ধে) আবঃ (আনব প্রাপদেভ্যর্থঃ) । যাহা (বাহা-বাক্যে হোমার্থ-মন্ত্রসমাপ্তিচ্চনার্থঃ) ; যথা, মদাং বা বাক্য 'শ্রিয়মাবৎ' ইতি অ অাহ—যাহা ইতি নিপাতন্য সাধুরিতি কেচিৎ ॥২১০॥

হে ওঙ্কার, যে ত্রী আমাব সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র, গো, অন্ন ও পানীয় বস্তু আনয়ন করে, বর্দ্ধিত করে, এবং অবিলম্বে সম্পাদন করে, সাধারণ পশু ও লোমশ পশুগণের সহিত সেই শীল্যকে তুমি

আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর। ‘স্বাহা’ শব্দটী মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক এবং হবিঃসমর্পণ জ্ঞাপক ॥২॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । শ্রীকামস্ত হোমার্থী মন্ত্রাঙ্কধূনা উচ্যন্তে ।-
আবহন্তী আনয়ন্তী, বিতথানা বিস্তারয়ন্তী, তনোতেত্তৎকৰ্ণকহাং ; কুর্স্যাণা
নির্কৰ্ণয়ন্তী, অচীং ক্ষিপ্রেমেব ; ছান্দসো দীৰ্ঘঃ ; চিরং বা ; কুর্স্যাণা আত্মনঃ
মম । কিমিত্যাহ—বাসাসি বস্ত্রাণি, মম গাবশ্চ গাশ্চৈচি যাবৎ ; অন্ন-পানৈ-
চ ; সৰ্বদা এবমাদীনি কুর্স্যাণা শ্রীৰ্বা, তাং—ততঃ মেদানির্কৰ্ণনাং পরম্ ।
আবহ আনয়, অমেধসো হি শ্রীরনর্থায়ৈবেতি । কিংবিশিষ্টাম্ ? লোমশাং
অজাবাদিযুক্তাম্, অষ্টোশ্চ পশুভিঃ সহ যুক্তাম্ আবহেতি । অধিকারাদোক্ষা-
এবাভিসম্বধ্যতে । স্বাহা, স্বাহাকারো হোমার্থমন্ত্রান্তজ্ঞাপনার্থঃ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ । অতঃপর শ্রীকামী পুরুষের পক্ষে হোমার্থ প্রযোজ্য
মন্ত্র সকল কথিত হইতেছে—আত্মার—আমার সম্বন্ধে ; [আমার সম্বন্ধে] কি ?
তাহা বলিতেছেন—যে শ্রী প্রভূত বাস—বদসমূহ, প্রভূত গো এবং সৰ্বকালিক
অন্ন ও পানীয়, ইত্যাদি ভোগ্য বস্তুর আবহনকারিণী—আনয়নকারিণী ; বিস্তার-
সাধিনী এবং সম্পাদিকা বা সাধিকা ; আমার মেধা-সম্পাদনের পর, অচীরে
(শীঘ্র) সেই শ্রী আনয়ন কর । নিকোঁধের ধনসম্পদ অনর্থকরই হইয়া থাকে ; এই
জন্ত মেধা লাভের পর শ্রীলাভের প্রার্থনা] । প্রাণনীয় শ্রীকে বিশেষিত করিয়া
বলিতেছেন যে, লোমশা অর্থাৎ অশ্বমেবাদিযুক্ত এবং অপণাপর পশুগণ
সমন্বিত শ্রীকে আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর । প্রজাবাদীন ওঙ্কারই এখানে
‘আবহ’ ক্রিয়ার কত্ররূপে অভিহিত হইবাছে । এখানেই যে, হোম মন্ত্র সমাপ্ত
হইল, তাহা জ্ঞাপনার্থ অন্তে ‘স্বাহা’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥১০॥

অা মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা । বি মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ
স্বাহা । প্র মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা । দমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ
স্বাহা । শমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ ।—মন্ত্রান্তরাগ্ৰাহ—‘আ মা’ ইত্যাদীনী । ব্রহ্মচারিণঃ (অধ্যয়না-
র্থিনঃ) মা (মাং) মায়ন্ত (অধ্যয়নার্থমাগচ্ছন্ত) স্বাহা । [চতুর্দ্বিগুর্ভিনামধ্যয়না-
র্থিনামাগমনসূচনার্থঃ [ব্যায়ন্ত, প্রায়ন্ত, দমায়ন্ত, শমায়ন্ত ইতি চতুর্ধোঁলেখঃ ॥]

[হে ওঙ্কার,] ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আগমন করুক ।

ব্রহ্মচারিণ্য চতুর্দিক্ হইতে আমাৰ নিকট আসুক, এই অভিপ্রায়-
জ্ঞাপনার্থ 'বিমায়ন্ত' প্রভৃতি অপর চারিটি মন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩৥১১॥

শাস্ত্রের ভাষ্যম্ । আ ম'য'ন্ত' । আয়ন্ত, মামতি বাবহিতেন
সম্বন্ধঃ, ব্রহ্মচারিণঃ । বি মায়ন্ত প মায়ন্ত দমায়ন্ত শমায়ন্ত ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদে । 'আ মায়ন্ত' ইত্যাদি । ব্রহ্মচারিণঃ আমাকে প্রাপ্ত
হউক । এখানে 'আ' ও 'যন্ত' বাবহিত থাকিলেও অব্যয় মিলিত হইয়া 'আয়ন্ত'
হইবে । 'বিমায়ন্ত', 'প্রমায়ন্ত', 'দমায়ন্ত', 'শমায়ন্ত' ইত্যাদিও ঐক্য ॥৩৥১১॥

যশো জনৈঃশানি দ্বাহা প্রেয়ান্ বস্তুমোহানি
স্বাহা । তং ভগা ভগ প্রবিশানি স্বাহা । স মা ভগ প্রবিশ
স্বাহা । তস্মিন্ মহতশাখো । নিভগাহং ত্বয়ি যুজে স্বাহা ।
যথাপঃ প্রবতা যন্তি । যথা মাসা অহর্জরম্ । এবং মাঃ
ব্রহ্মচারিণঃ । দাতরায়ন্ত মর্কতঃ । স্বাহা । প্রাতবেশৌহমি
প্র মা ভাহি প্র মা পতন্ত ॥ ৪ ॥ ১২

। বিতম্বানা শমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ দ্বাহা দাতরায়ন্ত মর্কতঃ
স্বাহিকং চ ॥ ।

ইতি শীকারীধায়ে চতুর্থোহষ্টবাকঃ ॥ ৪ ॥

অনুব্রতীভটি ।—[ব্রহ্মচারিণ্যনাগমনপ্রয়োজনমাহ—'যশঃ' ইত্যাদিভিঃ] ।
কনে (কনসমূহে) যশঃ (যশস্বী) অশানি (ভবানি [স্বহঃ] । এতা শেদ' (প্রশস্ত-
তরঃ) বস্তুসঃ (বস্তুমন্তমঃ অতিশয়েন ধনদান্) । অহম্ অশানি । হে ভগ,
(ভগবান্), তং (ব্রহ্মকোশভূত' হ. (মাঃ) প্রবিশানি (তদায়কো ভবানি) ।
হে ভগ, সঃ (ব্রহ্মকোশভূতঃ) [হঃ] মা (মাঃ) প্র'বিশ (আবয়োকৈকতমম
ইতি প্রবঃ) । হে ভগ, অহং মহতশাখো (বহুভেদে 'তস্মিন্' (এবাভূতে
ত্বয়ি) নিমুজে (নিঃশেষেণ পাগক্রিয়া' শৌদযামি) । আপঃ (জলানি)
যথা প্রবতা (নিম্নেন দেশেন, যন্তি (গচ্ছান্ত), যথা চ মাসাঃ অহর্জরঃ
(অহোহঃ লোকান্ অবয়তি—জীবীকরোতি ইত্য অহর্জরঃ স-বৎসরঃ, তং
যান্ত, হে দাতঃ, এবং (তথ) ব্রহ্মচারিণঃ মাঃ আয়ন্ত (প্রাপ্তবন্ত) ।
প্রাতবেশঃ (বিশ্রামস্থানং) অসি 'ব্রম্', [অতঃ] মা (মাঃ) প্রাতি প্রভাহি
(আত্মানং প্রকাশ্য) ; মা (মাঃ) দাত প্রপতন্ত । মাঃকারবঃ মতপম
আগচ্ছ ইত্যর্থঃ । মন্ত্রভাবজ্ঞাতনার্থং সর্বত্র 'স্বাহা' শব্দপ্রয়োগঃ ॥৪॥১২॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর হোমের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেছেন।]
 আমি যেন জনসমাজে যশস্বী হই ; আমি যেন ধনসমাজে প্রধানতম
 হই। হে ভগবন্, আমি যেন ব্রহ্মকোশরূপী তোমাতে প্রবেশ করি। হে
 ভগবন্, সেই তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। হে ভগবন্, বহুভেদসম্পন্ন
 সেই তোমাতে আমি আমার পাপক্রিয়া বিশোধিত করিতেছি। জল যেমন
 নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাস সমূহ যেমন অহর্জর—সংবৎসরের
 অন্তর্ভুক্ত হয়, হে বিধাতঃ, তেমনি ব্রহ্মচারিগণ সর্বদিক্ হইতে আমার
 নিকট আসুক। তুমি হইতেছ প্রতিবেশ অর্থাৎ আশ্রিতগণের বিশ্রাম-
 নিকেতন ; অতএব তুমি [শব্দগাত] আমার নিকট প্রতিভাত হও (আত্ম-
 প্রকাশ কর), এবং সর্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হও ॥৪॥১২॥

• ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাদ ব্যাখ্যা ॥৪॥

শীক্ষকভাষ্যম্। যশোদনে যশস্বিনেষ্ অসানি ভবানি।
 শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ, বস্তুসো বসীয়সৌ বস্তুতরাৎশ্রুতপাৰা ধনবজ্জাতীয়পুরুষাৎ
 বিশেষবানহং অসানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তং ব্রহ্মণঃ কোশভূতং বা বাং হে
 ভগ ভগবন্ পূজাহ্, প্রবিশানি—প্রবিষ্টা চ অনন্ততদাশ্রয়ৈব ভবানীত্যর্থঃ। স
 ত্বমপি মা মাং ভগ ভগবন্, প্রবিণ ; আবয়োরেকাত্মত্বমেবাপ্ত। তস্মিন্ ত্বয়ি
 সহস্রাধৈ বহুশাধাতেদে, হে ভগবন্, নিম্নজ্ঞে শোধয়ামাহং পাপকৃত্যাম্।
 যথা লোকে আপঃ প্রবতা প্রবণবতা নিম্নবতা দেশেন যন্তি পচ্ছন্তি, যথা বা
 মাসা অহর্জরং—সংবৎসরোহহর্জরঃ—অহোভিঃ পরিবর্তমানো লোকান্ জরয়-
 তীতি ; অহানি বা অশ্বিন্ জাগ্যন্তি অন্তর্ভবদ্বীত্যহর্জরঃ ; তঞ্চ যথা মাসা
 যন্তি। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ, হে ধাতঃ সর্বস্ত বিধাতঃ, মাম্ আয়ন্ত আগচ্ছন্ত
 সর্বতঃ সর্বদিক্ভ্যঃ। প্রতিবেশঃ অমাপনয়নস্থানম্ আসন্নং গৃহমিত্যর্থঃ। এবং ত্বং
 প্রতিবেশ ইব প্রতিবেশঃ—তচ্ছীলিনাং সর্বপাপহঃপাপনয়নস্থানমসি। অতো মা
 মাং প্রতি প্রভাহি প্রকাশয়াদ্বানম্, প্র মা পদাশ্ব প্রপদ্যস্ব চ মাম্ ; রসবিক্রমিব
 লোহং ত্বময়ং ত্বদাদ্বানং কুস্তিত্যর্থঃ। শ্রীকামোহশ্বিন্ বিভাপ্রকরণেহন্তি-
 ধীয়মানো ধন্যর্থঃ ; ধনঞ্চ কন্দ্যার্থম্ ; কন্দ্য চোপান্তহ্রিতক্ক্যার্থম্ ; তৎকয়ে
 হি বিভা প্রকাশতে। তথাচ স্তুতিঃ—

“জ্ঞানমুৎপত্ততে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্ত কর্মণঃ।

যদাৎশতলে প্রথো পশুত্যাছানমাস্বিন” ইতি ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাক-শ্রাৱ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । [এখন প্রকারান্তরে প্রার্থনা কর! হইতেছে যে,]
 আমি যেন যশস্বী লোকের মধ্যে থাকি, অর্থাৎ আমি যেন যশস্বী হই ; এবং
 আমি যেন অপর ধনী অপেক্ষা প্রকান্ত ধনশালী হই । আরও এক কথা ; হে
 ভগবন্—পূজনীয়, ব্রহ্ম-কোশরূপী তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি ; প্রবেশ
 করিয়া অভিন্ন ভাবে যেন তোমারই স্বাক্ষর লাভ করিতে পারি । হে
 ভগবন্, তুমিও আমাতে প্রবেশ কর ; এইরূপে তোমাতে ও আমাতে
 একাত্মত্ব (অদ্বিত্যত্ব) হউক । হে ভগবন্, বহু শাখায় বিভক্ত সেই
 তোমাতে আমি আমার পাপকন্ড দার্জনা—শোধন করিতেছি । হে
 ধাতঃ—সকলের ভাগ্যবিধাতাঃ, তুমিও কলসমূহ যেরূপ নিম্নপ্রদানে গমন
 করে, এবং মাসগুলি যেকা অহঙ্কর—সংবৎসরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ
 মাসগুলি যেমন বৎসরের অন্তর্ভুক্তি বা অধীন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচারিগণ
 সর্বাদিক হইতে আমার নিকট আগমন বরুণ । দিন সমূহ দ্বারা পরিবর্ত্তমান
 হইয়া সমস্ত লোকের চরণা (জীর্ণতা) সম্পাদন করে, এইজ্ঞা, অথবা
 দিনগুলি ইহাও মধ্যে জাগ (ক্ষয়) হয়, এইজ্ঞা ‘অহঙ্কর’ শব্দে সংবৎসর
 অর্থ বুঝায় ।

‘প্রতিবেশ’ অর্থ প্রাপনোদনস্থান অর্থাৎ সন্নিহিত গৃহ । তুমিও প্রতি-
 বেশ—প্রতিবেশের দ্বারা রসবকগণের সর্বাদিক পাপজ ছঃপ্রাপনোদনের স্থান ।
 অতএব তুমি আমার প্রতি আশ্রয়প্রকাশ কর, এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও,
 অর্থাৎ রসবিন (পারদসংযুক্ত ?) লোকের দ্বারা আমাকেও তোমার
 দ্বারাভূত কর ।

এই প্রকরণে শ্রীকাম (ধনান্ধায়া) পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে ধনদার্জনের
 কৃত্য-জ্ঞাপনার্থ ; ধনের উদ্দেশ্য কর্মসম্পাদন, কর্মের উদ্দেশ্য—সংকীর্ণ পাপরাশি
 রক্ষা ; কেন না, সংকীর্ণ পাপনিবৃত্তি হইলেই বিজ্ঞা (যথার্থ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়া
 থাকে । স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—‘দর্শনতল (দর্শনের মধ্যস্থল) নিম্নল
 হইলে, লোকভাষাতে যেরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কণ্ঠের
 বাহ্যে পাপ বিদ্রুত হইবে, সেই শুদ্ধচিত্ত পুরুষেরও আত্মবিষয়ক জ্ঞান
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে’ ॥৪॥২২॥

ইতি তৈত্তিরীয়া শ্রীক্ষণ্যায় চতুর্থ অশ্রবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

পঞ্চমোহনুবাকঃ ।

ভূভুবঃ স্তবরিতি বা এতাস্তিশ্রো ব্যাহৃতয়ঃ । তাসামু
হ সৈতাং চতুর্থীম্ । মহাচমস্তঃ প্রবেদয়তে । মহ ইতি তদ্রক্ষ ।
স আত্মা অঙ্গান্য়ান্য দেবতাঃ । ভুরিতি বা অয়ং লোকঃ । ভুব-
ইত্যন্তরীক্ষম্ । স্তবরিত্যসৌ লোকঃ ॥ ১ ॥ ১০ ॥

সম্বলানুবাদঃ । [ইদানীং ব্যাহৃত্যান্না ব্রহ্মণঃ স্বারাজ্যফলবমুপাসনমুচ্যতে
—“ভূভুবঃ” ইত্যাদিভিঃ ।] ভূঃ (ভূলোকঃ) ; ভুবঃ (ভুবলোকঃ) , সুবঃ
(স্বঃ, দ্বালোকঃ) ইতি (এবংপ্রকারেণ) এতাঃ (উক্তাঃ) তিস্রঃ
(ত্রিসংখ্যাকাঃ) ব্যাহৃতয়ঃ (বিবিধং সাধকাতীষ্টং, আ—সমস্তাং আহরন্তি
প্রবক্ষন্তীতি ব্যাহৃতয়ঃ) বৈ (স্বর্ঘ্যাপ্তে ইত্যর্থঃ) । তাসাং (পূর্বোক্তানাং
ব্যাহৃতীনাং) চতুর্থীং ‘মহঃ’ ইতি এতাং (ব্যাহৃতিং) মহাচমস্তঃ (মহাচমসস্ত
ঋষেরপত্যং পুমান্) উ (অপি) হ (প্রসিদ্ধৌ) বেদয়তে স্ব (দদর্শ ইত্যর্থঃ) ।
[কীদৃশীমেতাং দদর্শ, ইত্যাহ—] তৎ (স্বপ্রকাশং মহঃ) ব্রহ্ম (দেশ-
কালান্জনবচ্ছিন্নং) ; সঃ আত্মা (অস্বৎপ্রত্যয়ান্বয়নম্) । অত্যাঃ (ভূরাভ্যাঃ)
দেবতাঃ (ব্যাহৃত্যধিষ্ঠাত্ৰ্যঃ) অঙ্গানি (এতস্থা এব গুণীভূতাঃ, [অহঃ
মহো-ব্রহ্মরূপমগ্নি, ভূরাভ্যাস্ত ব্যাহৃতিদেবতাঃ—মমাহভূতা ইতি দৃষ্টিঃ
করণীয়েত্যাশয়ঃ]) । ইদানীং ভূরাদিষু লোকদৃষ্টীরাহ—ভুরিত্যানিভিঃ ।]
অয়ং (প্রত্যক্ষগোচরঃ) লোকঃ (ভূঃ) ভুরিতি বৈ (ভুলোকহেন প্রসিদ্ধঃ ;
অন্তরিক্ষং (জ্বাপৃথিব্যোর্মধ্যস্থো লোকঃ) ভুবইতি প্রসিদ্ধঃ ; অসৌ লোকঃ
(দ্বালোকঃ) স্তবরিতি (স্বরিতি প্রসিদ্ধঃ) ॥ ১ ॥ ১০ ॥

শূলানুবাদঃ । ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ (স্বঃ) এই তিনটি সুপ্রসিদ্ধ
ব্যাহৃতি । মহাচমস ঋষির পুত্র মহাচমস্ত ঋষি উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের
চতুর্থ—‘মহঃ’ এই ব্যাহৃতিটিকে জানেন অর্থাৎ অবগত হন । এই
‘মহঃ’ই ব্রহ্ম (বৃহৎ—অসীম), এবং প্রসিদ্ধ আত্মা । অপর ‘ভূঃ’
প্রভৃতি (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) ইহাব অঙ্গস্বরূপ । অভিপ্রায়
এই যে, মহাচমস্ত ঋষি এই স্বপ্রকাশ মহাকে ব্রহ্মায়রূপে এবং অপব

বাহুতিত্রয়কে ইহার অন্তরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী-
লোক ভূঃ, অন্তরিক্ষ (স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী) লোক 'ভুবঃ', আর ঐ
দ্ব্যলোক 'স্ববঃ' (স্বঃ) বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২॥১৩॥

মহ ইত্যাদিত্যঃ । আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে ।
ভূরিতি বা অগ্নিঃ । ভুব ইতি বায়ুঃ । স্ববরিত্যাদিত্যঃ । মহ
ইতি চন্দ্রমাঃ । চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীষি মহীয়ন্তে ।
ভূরিতি বা ঋচঃ । ভুব ইতি সামানি । স্ববরিতি
যজুংষি ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

সম্বলানুনাৎ । [ইদানীমুপাসনোপযোগিতয়া ব্যাক্তীনাং দেবতা
উচ্যন্তে]—মহঃ ইতি আদিত্যঃ (জগৎপ্রাণঃ) ; বাব (যতঃ) আদিত্যেন
(আদিত্যেনৈব) সর্বে লোকাঃ (ভূবাদয়ঃ) মহীয়ন্তে (বিবর্তন্তে) । 'ভূঃ'
ইতি বৈ অগ্নিঃ, 'ভুবঃ' ইতি বায়ুঃ, 'স্ববঃ' ইতি আদিত্যঃ । 'মহঃ' ইতি চন্দ্রমাঃ ;
বাব (যতঃ) চন্দ্রমসা [এব] সর্বাণি জ্যোতীষি মহীয়ন্তে (বর্তন্তে) ; 'ভূঃ'
ইতি বৈ ঋচঃ (ঋগ্বেদঃ) ; 'ভুবঃ' ইতি সামানি ; 'স্ববঃ' ইতি যজুংষি ॥২॥১৫॥

শূলানুনাৎ । [এখন উপাসনাব উপযোগী ব্যাক্তিগণের
দৈবতরূপ বলা হইতেছে ---] 'মহঃ' এইটি আদিত্য (জগৎপ্রাণ) ; কেননা,
আদিত্য দ্বারাষ্ট ভূরাদি সমস্ত লোক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 'ভূঃ' এইটি
প্রসিদ্ধ অগ্নি ; 'ভুবঃ' এইটি বায়ু ; এবং 'স্ববঃ' এইটি আদিত্যরূপে
প্রসিদ্ধ । 'মহঃ' এইটি চন্দ্রমা ; কারণ, চন্দ্রের সাহায্যেই অপর সমস্ত
জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 'ভূঃ' এইটি প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ ; 'ভুবঃ'
এইটি সামবেদ ; 'স্ববঃ' এইটি যজুর্বেদ ॥২॥১৬॥

মহ ইতি বদ্ধ । ব্রহ্মণা বাব সর্বে বেদা মহীয়ন্তে ।
ভূরিতি বৈ প্রাণঃ । ভুব ইত্যপানঃ । স্ববরিতি ব্যানঃ । মহ
ইত্যন্নম্ । অমেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে । তা বা এতান্চ-

তত্রশচতুর্ক।। চতত্রশচতত্রো ব্যাহতয়ঃ । তা যো.বেদ ।
বেদ ব্রহ্ম । সর্বেষ্যৈ দেবা বলিমা বহন্তি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

[অসৌ লোকো যজুর্ষি বেদ স্বে চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোহ্নুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সম্বলার্থঃ । ‘মহঃ’ ইতি ব্রহ্ম (ঔকারাধিকারঃ ব্রহ্মা ঔকারঃ) ।
বাব (যতঃ) ব্রহ্মণা (ঔকারেণ) সর্বে বেদাঃ (ঋগাদয়ঃ শব্দরাশয়ঃ)
মহীয়ন্তে । [এতদন্তঃ ব্যাহতীনাং শব্দায়কত্বযুক্তম্ ; অথোদানীং ক্রিয়াক্রপতা
উচ্যতে] ‘ভূঃ’ ইতি বৈ প্রাণঃ ; ভুব ইতি অপানঃ ; ‘স্ববঃ’ ইতি ব্যানঃ । পুনশ্চ,
‘মহঃ’ ইতি অন্নম্ ; অন্নেন বৈ সর্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে । তাঃ এতাঃ বৈ
চতত্রঃ ব্যাহতয়ঃ চতুর্ধা (একৈকশঃ (চতুঃপ্রকারাঃ সত্যঃ) চতত্রঃ চতত্রঃ
ব্যাহাতাঃ (বর্ণিতাঃ)) । যঃ তাঃ (ব্যাহতীঃ) বেদ, সঃ ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি) ।
সর্বে দেবাঃ অসৌ (ব্যাহতিবিহ্ষে) বলিঃ (ভোগোপহারঃ) আবহন্তি
(উপানয়ন্তীত্যর্থঃ) । [অত্র প্রথম ব্যাহতিঃ—ইদংলোকঃ অগ্নিঃ ঋচঃ প্রাণ
ইতি, দ্বিতীয়া ব্যাহতিঃ অন্তরীক্ষঃ বায়ুঃ সামানি অপান ইতি, তৃতীয়া ব্যাহতিঃ
অসৌলোকঃ আদিত্যঃ যজুর্ষি ব্যান ইতি, চতুর্থী তু আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্মা-
মিতোবং চতত্রঃ ব্যাহতয়ঃ চতুঃপ্রকারা ভবন্তীতিভাবঃ] ॥৩৥১৫॥

মূলানুবাদ । ‘মহঃ’ এইটী ব্রহ্ম অর্থাৎ ঔকার স্বরূপ ; কেন
না, উক্ত ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ (শব্দরাশি) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ‘ভূঃ’
এইটী প্রসিদ্ধ প্রাণ ; ‘ভুবঃ’ এইটী প্রসিদ্ধ অপান বায়ু ; এবং ‘স্ববঃ’ (স্বঃ)
এইটী ব্যান স্বরূপ । পুনশ্চ, মহ এইটী অন্ন স্বরূপ ; কেন না, অন্ন দ্বারাই
সমস্ত প্রাণ পুষ্টলাভ করিয়া থাকে । সেই যে, এই চারিটী ব্যাহতি,
তাহারা প্রত্যেকে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি প্রকার হইয়া থাকে ।
[যেমন প্রথম (ভূ) ব্যাহতিটী পৃথিবী, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণরূপে
চতুঃপ্রকার, দ্বিতীয় ‘ভুবঃ’ ব্যাহতিটী অন্তরীক্ষ, বায়ু, সাম ও অপান-
রূপে চতুর্বিধ ; তৃতীয় ‘স্ববঃ’ ব্যাহতিটীও ছালোক, আদিত্য, যজুর্বেদ ও
ব্যান বায়ুরূপে চতুর্বিধ ; এবং চতুর্থ ব্যাহতি ‘মহঃ’ ও আদিত্য, চন্দ্র,
ব্রহ্ম ও অন্নরূপে চতুর্বিধ] । চারি প্রকার এই চারিটী ব্যাহতি এই-

কপে বাখ্যাত হইল । যিনি সেই চারি প্রকার ব্যাক্তিতত্ত্ব জানেন, তিনি ব্রহ্মকেই জানেন । সমস্ত দেবতা তাঁহার উদ্দেশ্যে উপহার আহরণ করেন ॥৩৥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমামুবাকবাখ্য ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যান্ । সংহিতাবিষয়মুপাসনযুক্তম্ । তদহু মেধাকামস্ত্রীকামস্ত চাহুক্রান্ত মন্তাঃ ; তে চ পাবম্পর্ষণে বিজ্ঞোপযোগার্থা এব । অনন্তরং ব্যাক্ত্যায়নো ব্রহ্মণঃ অন্তরুপাসনং স্বারাধ্যক্ষসং প্রযুক্তে—ভূত্বৈবঃ সুবরি'ত । ইত্যুক্তোপপ্রদর্শনার্থঃ । এতাস্তিহ ইতি চ প্রদর্শিতানাং পরামর্শার্থঃ—পরামৃষ্টাঃ স্বর্ঘ্যস্তে বৈ ইত্যনেন । তিস্র এতাঃ প্রসিদ্ধা ব্যাক্ততয়ঃ স্বর্ঘ্যস্তে ই-বাবৎ । তাসামিহ চতুর্থী ব্যাক্ত্যতঃ মহত ত তামেতাং চতুর্থী মহাচমসস্ত্র-পত্যং মহাচমস্ত্রঃ প্রবেদয়তে, উ হ স্ব ইত্যেতেষাং বৃত্তান্তকপনার্থবাৎ বিদিত-বান্ দর্শ ইত্যর্থঃ । মহাচমস্ত্র-গ্রহণমার্থীহুসরণার্থম্ । অজ্ঞানুসরণমপি উপাসনাক্রমিতি গম্যতে, ইহোপদেশাৎ । ১

যেহুং মহাচমস্ত্রেন দৃষ্টা ব্যাক্তিত্ত্বহ ইতি, তদ্বাক্ত : মহচ্চি ব্রহ্ম ; মহচ্চি ব্রহ্মচ ব্যাক্তিঃ । কিং পুনত্বং ? স আত্মা আপ্রোতেনাস্তিক্রমণঃ আত্মা ; ইতরাশ্চ ব্যাক্ততয়ে লোকা দেবা বেদাঃ প্রাশ্চ মহ ইত্যনেন ব্যাক্ত্যায়নো আদিত্য-চন্দ্র-ব্রহ্মানভুতেন ব্যাপ্যস্তে যত, ততঃ অজ্ঞান অবয়বা অজ্ঞা দেবতাঃ । দেবতাগ্রহণমুপলক্ষনার্থঃ লোকাদীনান্ । মহ ইত্যস্ত ব্যাক্ত্যায়নো দেবো লোকাদযশ্চ সঙ্কেতবয়বভূতা যতঃ ; অত আহ—আদিত্যাদিভিল্লোকাদয়ো মহীয়ন্ত ইতি । আয়না অজ্ঞান মহীয়ন্তে মহন' রক্ষিকপচয়ঃ ; মহীয়ন্তে বর্জন্ত ইত্যর্থঃ । ২

অয়ং লোকঃ অগ্নিঃ অগ্নিবেদঃ প্রাণ ইতি প্রথমা ব্যাক্তিঃ ভূঃ ; অন্তরিক্ষং বায়ুঃ সামানি অপা' ইতি দ্বিতীয়া ব্যাক্তিঃ ভুবঃ ; অসৌ লোকঃ আদিত্যঃ ষড়্ভূমি ব্যান ইতি তৃতীয়া ব্যাক্তিঃ সুবঃ, আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্ম অগ্নম্ ইতি চতুর্থী ব্যাক্তিঃ মহঃ, ইত্যেবম্ একৈক্যশ্চতুর্ধা ভবত্য । মহ ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্মৈত্যোক্তারঃ, শব্দাধিকারেহন্ত্যাসম্বাৎ । উক্তার্থমন্তঃ । তা বা এতাস্চতস্র-শ্চতুর্কেতি । তা বৈ এতাঃ ভূভুবঃ সুবর্গ ইতি চতস্রঃ একৈক্যশ্চতুর্ধা চতুঃ-প্রকারাঃ । দ্বাদশকঃ প্রকারবচনঃ । চতস্রশ্চতস্রঃ সত্যশ্চতুর্ধা ভবত্যীত্যর্থঃ । তাসাং যথাক্রান্তানাং পুনরুপদেশস্তথৈবোপাসননিয়মার্থঃ । ৩

তাঃ যথোক্তা ব্যাক্তীঃ যো বেদ, স বেদ বিজ্ঞানাতি । কিং তৎ ?
 ব্রহ্ম । নহু 'তদ্বাক্ত স আত্মা' ইতি জ্ঞাতে ব্রহ্মণি, ন বক্তব্যমবিজ্ঞাতবৎ 'স
 বেদ ব্রহ্মইতি ? ন ; তদ্বিশেষবিবক্ষুহাদদোষঃ । সত্যং বিজ্ঞাতং চতুর্থব্যাখ্যাত্য
 আত্মা ব্রহ্মেতি ; ন তু তদ্বিশেষঃ—হৃদয়াস্তরূপলভ্যং মনোময়ত্বাদিশ্চ ।
 'শান্তিসমৃদ্ধম্' ইত্যেবমন্তো বিশেষণবিশেষ্যরূপে ধর্ম্যপুণো ন বিজ্ঞায়তে ইতি
 তদ্বিবক্ষু হি শান্তিমবিজ্ঞাতমিব ব্রহ্ম মত্বা 'স বেদ ব্রহ্ম' ইত্যাহ ; অতো ন দোষঃ ।
 যো হি বক্ষ্যমাণেন ধর্ম্যপুণেন বিশিষ্টং ব্রহ্ম বেদ, স বেদ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ ।
 অতো বক্ষ্যমাণানুবাক্যেনৈকবাক্যত্যা অস্ত্রাভিপ্রায়োহি অনুবাক্যোরেকমুপাসনম্ ।
 লিঙ্গাক্ষ ; "ভুরিত্র্যয়ো প্রতিষ্ঠিতি" ইত্যাদিকং লিঙ্গমুপাসনকথ্যে । বিধায়কা-
 ভাবাচ্চ ; ন হি বেদ উপাস্যত বেতি বিধায়কঃ দৃশ্যচ্ছন্দোহি । ব্যাক্তি-
 যুবাকে "তায়ো বেদ" ইতি তু বক্ষ্যমাণার্থত্বানোপাসনভেদকঃ । বক্ষ্যমাণার্থক
 তদ্বিশেষবিবক্ষুহাদিত্যাদনোক্তম্ । .সর্ব্বো দেবা অশ্ব এবং বিদুষে অঙ্গভূতাঃ
 আবহতি আনয়ন্তি বলিম্, স্বাবাজ্যপ্রাপ্তৌ সত্যামিত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥ ১০—১৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাক ভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ । প্রথমতঃ সংহিতাবিষয়ক উপাসনা কথিত হইয়াছে ।
 তাহার পর মেধাকামী ও গ্রীকামীর জ্ঞাত ও কতকগুলি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে ।
 সেই সমুদয় মন্ত্র ও পরম্পরাসম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিচারও উপযোগী । অতঃপর
 স্বরাজ্যফলপ্রাপ্তির জন্ত হৃদয়মধ্যে ব্যাক্তিতরুণী ব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে
 —'ভূভূবঃ স্ববঃ' ইত্যাদি । 'শ্রুতির ইতি' শব্দটা উক্ত বিষয়ের স্বরূপ-প্রদর্শন-
 হৃদক । 'এতাঃ তিস্রঃ (এই তিনটি) এত' কথাটিও পূর্ব্বোক্ত ব্যাক্তি
 সমূহেরই পরামর্শজ্ঞাপক । 'তৈ' শব্দও সেই পদ্যমুঠ ব্যাক্তিত্রয়েবই আরক ।
 অভিপ্রায় এই যে, এই তিনটি প্রসিদ্ধ ব্যাক্তি উহারারা স্মরণ করা হইতেছে ।
 এই 'মহঃ' ব্যাক্তিটি উক্ত ব্যাক্তিপ্রয় অপেক্ষা চতুর্থী । সেই এই চতুর্থী
 ব্যাক্তিটিকে মহাচমসের পুত্র মহাচমস্ত্রাণি অবগত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ
 প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । ঐহীকৃত 'ঐ হ ও স্ব' এত তিনটি শব্দের অর্থ অতীত
 ঘটনার অমুকখন (পশ্চাত্তকখন) ; [কাজেই এখানে 'প্রোদয়তে' পদে বর্ত্তমান
 কাল থাকিলেও অতীতকাল বুঝিতে হইবে] । এখানে মন্ত্রদ্বষ্টা ঋষির উল্লেখ
 থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কস্মৈর ত্রায় উপাসনাতোও ঋষিস্মরণ করা একটা
 বিশেষ অঙ্গ । ১

এই যে, মাহাচমস কঙ্ক দৃষ্ট ব্যাক্তি—‘মহঃ’ ; ইহাই সেই ব্রহ্ম । কেন না, ব্রহ্মও মহৎ (দেশকালাদি-পারমেশ্বর) ; এই ব্যাক্তিটীও ‘মহঃ’ ; [এইরূপ সামান্যবিক্রম ‘মহঃ’এ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে] । তাহা আবার ককণ ? তাহাই আত্মা (ব্যাপী) ; ব্যা-নাথক ‘আত্ম’ বাতু হইতে ‘আত্ম’ পদটী [নিম্পন্ন হইয়াছে] । আর ব্যাক্তি সকল ‘ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ’—লোক, দেব, বেদ ও প্রাণ সমূহ আদিগা চক্ষুঃ প্রস ও অঙ্গ স্বরূপ এই ‘মহঃ’ ব্যাক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত । যেহেতু অপর ব্যাক্তিরূপ মহঃ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই হেতুই অপর দেবতা—ব্যাক্তি সকল ইহার অঙ্গ (অঙ্গপ্রাণ) । ইহাণে ‘দেবতা’ শব্দটী লোক প্রভৃতিরও উপলক্ষণ (আপেক্ষা) । যেহেতু দেবতাগণ ও লোকসমূহ সবলেই এই ব্যাক্তিরূপী মহের অবয়বস্বরূপ, সেই হেতুই ঐহিক বাল্যেন যে, লোক প্রভৃতি অসামান্য দ্বারা মনিত থাকে ; কেন না, আত্মা দ্বারাইত অঙ্গসমূহ মনিত হইয়া থাকে । ‘মহন’ (মহীভূ) ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—উপচয়, সুতরাং ‘মহাযন্তে’ অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত । প্রথমা ব্যাক্তি ‘ভূঃ’ হইতে—পৃথিবীলোক, অগ্নি, অগ্নিদেব ও প্রাণস্বরূপ, দ্বিতীয় ব্যাক্তি ভুবঃ হইতে—অস্তরিক, বায়ু, সাম ও অপান স্বরূপ ; তৃতীয় ব্যাক্তি ‘স্বঃ’ (স্বঃ) হইতে—জুলোক, আদিত্য, যজুঃ ও ব্যানস্বরূপ ; চতুর্থ ব্যাক্তি ‘মহঃ’ হইতে—আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্নস্বরূপ । এইরূপে এক একটী ব্যাক্তিই চারিপ্রকার । পুনশ্চ ‘মহঃ’ এই ব্যাক্তিটী ব্রহ্মস্বরূপ ; ব্রহ্ম অপর ও ব্রহ্ম ; কেন না, শব্দবিষয়ক কথা প্রসঙ্গে উক্তাভিন্ন অন্য কোন অর্থ হইতে পারেনা । অন্য অংশের অর্থ পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ‘ত’ বা এতাদৃশ ব্রহ্মভূত’ ইত্যাদি । সেই এই ‘ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ও মহঃ’ এই চারটী ব্যাক্তিগণ প্রত্যেকটী ব্রহ্ম-চারি প্রকার । ‘বা’ শব্দটী ‘প্রকার’ অববোধক । ইহার অর্থ এই যে, চারটী ব্যাক্তির প্রত্যেকেই চারি-প্রকার হইয়া থাকে । পৃথকভাবে ব্যাক্তি সমূহের যে, পুনরার উদ্দেশ্য, ঐরূপে উপাসনা প্রাপন করাই তাহার প্রয়োজন ।

যে ব্যক্তি পূর্বেই ব্যাক্তি সমূহ জানেন, সে জানেন—কি জানে ? ব্রহ্মকে [জানে] । ভাল, ‘তাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা’ ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে জানা সত্ত্বেও, ‘স বেদ ব্রহ্ম’ এইরূপে অবজ্ঞাত-প্রাপনের দ্বারা কথা বলা ত উচিত হয় নাই । না, ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ । জানাতপ্রায়ে এই কথা আভিহিত হওয়ায় ইহা দোষাবহ হয় নাই । [তাহাও এই যে,] চতুর্থ ব্যাক্তি দ্বারা সাধারণ-ভাবে ব্রহ্ম ‘ব্রহ্ম’ হইয়াছে মত, তাহার সদযাও ‘উপাসনা’ ও মনোমগ্নতাদি

হইতে আরম্ভ করিয়া ‘শান্তিসমুদ্র’পর্যন্ত যে বিশেষ বিশেষ ধর্মসমূহ কথিত হই-
 য়াছে, সে সমুদয় ত বিজ্ঞাত হয় নাই । এষ্ট শাস্ত্র সেই বিশেষ ধর্মসমূহ বলিতে
 ইচ্ছুক হইয়াই ‘স বেদ ব্রহ্ম’ এইরূপে অবিজ্ঞাতের জায় ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়াছে,
 অতএব এইরূপ উক্তি কখন দোষ ঘটে নাই । বক্ষ্যমাণ ধর্মসমূহ সহকারে
 যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে মথার্ব জানেন । অতএব পরবর্তী অমু-
 বাকের (পরিচ্ছেদের) সহিত এই বাক্যের একবাক্যতা অর্থাৎ একই অর্থ-
 প্রতিপাদনে ত্র্যংপর্য্য বুদ্ধিতে হইবে । এ কথার সমর্থক বাক্যও আছে ।
 ‘ভূঃ’ এই মন্ত্রে ‘অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা করে’ ইত্যাদি বাক্য উপাসনার একত্বেরই
 গ্রাহক । সতন্ত্র উপাসনাবিধায়ক বাক্যের অভাবও ইহা অত্র কারণ,
 কেন না, [পরবর্তী অমুবাকে] উপাসনাবিষয়ক ‘বেদ’ বা ‘উপাসীত’ ইত্যাদি
 কোনও শব্দ বিদ্যমান নাই । এই ব্যাখ্যাত প্রকরণে যে, ‘তৎ যো বেদ’ বাক্য
 আছে, তাহাও পরবর্তী অমুবাকের সহিতই সম্বন্ধ ; সুতরাং কখনই উপাসনার
 ভেদপ্রতিপাদক নহে । বক্ষ্যমাণ উপাসনাগত বিশেষ ধর্ম প্রতিপাদনার্থ
 প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা যে, বক্ষ্যমাণার্থ, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । এবম্বিধ
 জানী স্বারাজ্য লাভ করিলে পর, অঙ্গভূত বা অধীন অপর দেবতাগণ তাহার
 উদ্দেশে বলি (উপহাৰ) আনয়ন করেন । ১—৩ । ১৩—১৫ ॥

৫। তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষার্থ্যায় পঞ্চমামুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥

অষ্টোহনুবাকঃ ।

আভাষভাষ্যম্ । ভূভুবঃস্বরূপা মহ ইত্যেতন্ত হিরণ্য-
 গর্ভস্ত ব্যাহত্যাননো একগোহজাতীয়া দেবতা ইত্যুক্তম্ । যন্ত তা অঙ্গভূতাঃ,
 তস্মৈতন্ত একগঃ সাক্ষাদ্হপলকার্ধ্যমুপাসনার্ধ্যক হৃদয়াকাশঃ স্থানমুচ্যতে—শালগ্রাম
 ইব বিষ্ণোঃ । তস্মিন্ হি তদ্ব্যস্কোপাস্তমানং মনোময়তাদিধর্মবিশিষ্টং সাক্ষাদ্হ-
 পলভ্যতে, পাণ্যবিবামলকম্ । মার্গশ্চ সর্বাশ্চভাবপ্রতিপত্তয়ে বক্তব্য ইত্যমু-
 দাক আরভ্যতে ॥

আভাষ ভাষ্যানুবাদ । পূর্বে কথিত হইয়াছে যে ; ভূঃ ভুবঃ
 ও স্ববঃ স্বরূপ সত্যাত্ম দেবতারা ‘মহঃ’ ব্যাহতিক্রমী হিরণ্যগর্ভনামক একেরই

অঙ্গ বা অবয়ব । এখন, উক্ত দেবতাগণ হীতার অঙ্গ বা অবয়ব, সেই এই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিবার ও উপাসনা করিবার উপযুক্ত স্থান—হৃদয়াকাশের কথা বলা হইতেছে । 'বিকুর সম্বন্ধে শালগ্রাম শিলা যেরূপ স্থান, ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহাও ঠিক সেইরূপ ; কারণ, 'মনোময়ত্ব' প্রকৃতি গুণ সহকারে হৃদয়াকাশে উপাসনা করিলেই করামলকের স্থায় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কার হইয়া থাকে । এখন সন্ধ্যাভাব বা ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত উপায় নির্দেশ করা আবশ্যিক ; সেইজন্য পদবস্তী অথবা ক আরম্ভ হইতেছে—

স য এষোহন্তুহৃদয় আকাশঃ । তস্মিন্ময়ং পুরুষো
মনোময়ঃ । অমৃতো হিরণ্ময়ঃ । অন্তরেণ তাল্লুকে । য এষ
স্তন ইবাবলম্বতে । সেন্দ্রয়োনিঃ । যত্রাসৌ কেশান্তো
বিবর্ততে । ব্যাপোহু শীর্ষকপালে । ভূরিভাগ্যৌ প্রতিতিষ্ঠতি ।
ভুব ইতি বায়ো ॥১॥১৬॥

সন্ধ্যাভাবঃ । যঃ এষঃ (অমৃতবগোচরঃ) অন্তুহৃদয়ে (হৃদয়পুণ্ডরীক-
মধ্যে) আকাশঃ (অবকাশঃ) [অস্ত্ৰ], তস্মিন্ (অবকাশে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ)
অমৃতঃ । অমৃতায়মানঃ) মনোময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) অমৃতঃ হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ময়ঃ
স্বপ্রকাশঃ) পুরুষঃ (পূর্ন হৃদয়ে শেতে, ইতি পুরুষঃ, পুণো বা) [অভি-
বাস্যতে] । যন্ত এষঃ (মাংসখণ্ডঃ) অন্তবেণ তাল্লুকে (তাল্লুকায়ামধ্যে)
স্তন এব অবলম্বতে (লম্বমানঃ সন্ প্রতিতি) ; সা (সঃ মাংসখণ্ডঃ)
ইন্দ্রয়োনিঃ (ইন্দ্রস্ত পরমায়নঃ) যোনিঃ (উপলব্ধিধারম্) । যত্র (ইন্দ্রয়োনি-
মাংসখণ্ডে) অসৌ কেশান্তঃ কেশানাং অংশঃ মূৰ্ধন্যে শীর্ষকপালে (শিরসঃ
কপালপঞ্চদশমঃ) ব্যাপোহু (ত্রিহা—বিদাগ্য) বিবর্ততে [যথা, তথা মনো-
ময়াদ্ভ্যদর্শী বিজ্ঞান মূর্ত্তিবিবর্ত্তম্য এতন্মোকাদিষ্টিতা সঃ ইত্যেবংরূপঃ
মোহনিঃ, তস্মিন্] অর্থো প্রতিতিষ্ঠতি । ভুবঠাত (বধ্যমব্যাক্তিরূপো
যো বায়ুঃ, তস্মিন্ বায়ো (প্রতিতিষ্ঠতি) ॥১১১॥

মূলানুলাদ । সেই যে এই হৃদয়মধ্যস্থিত আকাশ, তন্মধ্যে
এই অমৃত স্বরূপ হিরণ্ময় মনোময় পুরুষ অবস্থান করেন । তাল্লুকের
মধ্যে যে, স্তনের স্থায় মাংসখণ্ড লম্বমান আছে, যেনানে কেশমূল

(প্রস্তাবিত) গুরুদেব যেরূপে কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
ভূপ্রভৃতি সমস্ত নৌক ইত্যাদি যেরূপে কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
মনোময়; মন অর্থাৎ কল্পনা যেরূপে কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
মনোময় অর্থাৎ প্রেরণ যেরূপে কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
তাহার নাম মন—মন যেরূপে কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
মনোজ্ঞাপা। অতঃপর তাই মানসে রাখিবে অথবা
অতঃপর এবিধ সকল কথাই মানসে রাখিবে অথবা
ঈশ-কে উদ্ধৃতি করিয়া কহিলেন—

হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়া যাইতে পারে ইত্যাদি আছে, ইহা
যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ইহা কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
হইবে যে, ইহা কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
বর্তমান আছে। ইহা কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
বেশনে পরবর্তিত হইয়া যাইতে পারে ইত্যাদি আছে। ইহা কহিলেন
হইয়াছে; সেই প্রকারে কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
বিদারণপূর্বক যেরূপে কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
তাহার যোনি—ইহা কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
আত্মদর্শী হইয়া যাইতে পারে ইত্যাদি আছে। ইহা কহিলেন
অধিষ্ঠান স্বরূপে ইহা কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
সেই অগ্রে পাত্ৰ হইয়া যাইতে পারে ইত্যাদি আছে। ইহা কহিলেন
ব্যক্তিগণ যেরূপে কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
করেন। ইহা কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
আছে ॥১॥১১

সর্ববিধ কামাদি ইত্যাদি ইহা কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
আরোহিত মনসে ইহা কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
কিঞ্জনপাত্রে ইহা কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
প্রাণারামঃ মনঃ ইহা কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা
যোগোপাস্মি ॥২॥১২

ইতি শিখাবলী সমাপ্ত ॥ ১ ॥

সর্বলোকান্তঃ। অতঃপর ইহা কহিলেন তাই মানসে রাখিবে অথবা

(চতুর্থ-ব্যাহৃত্যায়কে) ব্রহ্মণি [প্রতিষ্ঠিত] । [সঃ] স্বারাজ্য (স্বরাড্ভাবং ব্রহ্মভাবং) আপ্নোতি; তথা মনসঃ পতিঃ (মনোবৃত্তি প্রবর্তকতয়া সর্বেশ্বরং ব্রহ্ম) আপ্নোতি । ততঃ (তত্তত্তাবাপ্তেরেব) বাক্পতিঃ, চক্ষুষঃ পতিঃ, শ্রোত্রপতিঃ, বিজ্ঞানপতিঃ [চ ভবতি, সর্বাশ্রকত্বাৎ, সর্বপ্রাণিকরণৈঃ তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ] । পুনশ্চ, ততঃ এতৎ ভবতি—আকাশ-শরীরং (আকাশবৎ নির্লেপং শরীরমস্ম্য তৎ), ব্রহ্ম; সত্যায় (সত্যং—অবিতত্বাৎ আত্মা স্বরূপং যস্ম্য, তৎ), প্রাণারামং (প্রাণেষু আরামঃ ক্রীড়া যস্ম্য, তৎ), আনন্দং (আনন্দকরণং) মনঃ (সদানন্দপূর্ণং মনোহস্তেত্যর্থঃ); শাস্তিসমৃদ্ধং (শান্তিঃ সর্বায়াসনিবৃত্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধং পূর্ণং), অমৃতং (মরণরহিতং) [এবম্, তং ব্রহ্ম] হে প্রাচীনযোগ্য, [ত্বন্] উপাস্ব ॥২॥১৭॥

মূলানুবাদঃ । যুব এই ব্যাহতিক্রমী আদিত্যে এবং মহ এই ব্যাহতিক্রমী ব্রহ্মে অবস্থানপূর্বক তিনি স্বারাজ্য (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন, এবং মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন । এইরূপ বিজ্ঞানের ফলে তিনি বাক্পতি (সমস্ত বাগেন্দ্রিয়ের অধিপতি), চক্ষুর পতি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং সমস্ত বুদ্ধি-বিজ্ঞানের পতি হন । আকাশতুল্য, সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, এবং আনন্দ, শাস্তি-সমৃদ্ধ ও অমৃত স্বরূপ যে ব্রহ্ম; হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি সেই ব্রহ্মের উপাসনা কর ॥২॥১৭॥

ইতি শীফাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাক ব্যাখ্যা ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । সুবরিত্তি তৃতীয়ব্যাহৃত্যায়নি আদিত্যে । মহ ইত্যঙ্গিনি চতুর্থব্যাহৃত্যায়নি ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতীতি । তেষাং যদ্বাভবেন স্তিত্বা, আপ্নোতি ব্রহ্মভূতং স্বারাজ্যং স্বরাড্ভাবং, স্বয়মেব রাজা অধিপতিভবতি চক্ষু-ভূতানাং দেবতানাং, যথা ব্রহ্ম । দেবাশ্চ সর্বে অস্মৈ অঙ্গনে বসিষ্ণু আবহাস্ত অঙ্গভূতাঃ, যথা ব্রহ্মণে । আপ্নোতি মনস্পতিম্, সর্বেষাং হি মনসাং পতিঃ, সর্বাশ্রকত্বাদ্বক্ষণঃ সর্বেহি মনোভিস্তম্যহুতে । এদাপ্নোত্যেবং বিদ্বান্ । কিঞ্চ, বাক্পতিঃ সর্বাণাং বাচাং পতিভবতি । তদৈব চক্ষুস্পতিঃ চক্ষুসাং পতিঃ । শ্রোত্রপতিঃ শ্রোত্রাণাং পতিঃ । বিজ্ঞানপতিঃ বিজ্ঞানানাং চ পতিঃ । সর্বাশ্রকত্বাৎ সর্বপ্রাণিনাং করণৈস্তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ । কিঞ্চ,

ততোহপ্যধিকতরমেতদ্ব্যবতি । কিং তৎ ১ উচ্যতে—আকাশশরীরম্, আকাশঃ
শরীরমস্ত, আকাশবহা হৃদয়ঃ শরীরমস্ত—ই-আকাশশরীরম্ । কিং তৎ ১ প্রকৃতং
ব্রহ্ম । সত্যায়, সত্যং মূর্ত্যামৃতম্ অবততং স্বরূপং বা সত্যায় স্বভাবোহস্ত, ভদ্রিদং
সত্যায় । প্রাণারামম্, প্রাণেশ্বরদণ্ডকৌড়া যস্ত তৎ প্রাণারামম্ ; াণানাং
বা আরামো যস্মিন্, তৎ প্রাণারামম্ । মন-আনন্দম্, আনন্দভূতং সুখরূপেব যস্ত
মনঃ, তন্ময় আনন্দম্ । শান্তিসমৃদ্ধম্, শান্তিরূপময়ঃ, শান্তিচ্চ তৎ সমৃদ্ধং চ শান্তি-
সমৃদ্ধম্ ; শান্ত্য' বা সমৃদ্ধবৎ তদুপলভাত ইতি শান্তিসমৃদ্ধম্ । 'মৃতম্ অমরণ-
দীর্ঘম্ ; এতচ্ছাধিকং বর্ণনশেষং তজ্জৈব মনোদয় ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যমিহ । এবং
মনোময়ত্বাদিনৈকিশিষ্টং যথৌক্তং ব্রহ্ম . ৫ প্রাচীনযোগা, উপাস্থ ইত্যচাৰ্য্য-
বচনোক্তিরাদরার্থা ॥২ ১৭॥

হ্যতি শীকাধ্যায়ে ষষ্ঠাঙ্কবাক্যম্ ।

ভাষ্যানুবাদঃ । 'মনসুর' শব্দঃ (স্বঃ) এই তৃতীয় ব্যাখ্যতি
স্বরূপ আদিত্যে [প্রতিষ্ঠালাভ করেন] । তাহার পর প্রধানভূত মহ এই
চতুর্থ ব্যাখ্যতিস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন । অভিপ্রায় এই যে-
পূৰ্ব্বোক্ত ৩য় প্রভৃতিভাবে অবস্থিত করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মস্বরূপ স্বরাড্ভাব
প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা তিনিও তখন অঙ্গদেবতাগণের অধিপতি
হন । তখন অধীন দেবতার সকলে এই অঙ্গী বা প্রধানের উদ্দেশ্যে বাগ বা
উপহার আহরণ করিয়া থাকেন—যেমন ব্রহ্মে উদ্দেশ্যে করেন । যথোক্তপ্রকার
'বিজ্ঞানবান্ পুরুষ তখন 'মনসঃপতি কে সমস্ত মনের প'তকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ
তিনি সৰ্ব্বাঙ্গব ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় সমস্ত মনের দ্বারা সপা পকার অধিপত্য
অর্হুতব করেন—প্রাপ্ত হন ।

অপিচ, তিনি বাক্যপতি—সমস্ত বাক্যের প্রভু হন । সেই প্রকার চতুঃ
সমূহের পতি, প্রোক্ত সমূহের পতি, বিজ্ঞান সমূহেরও পতি হন, অর্থাৎ
সৰ্ব্বাঙ্গভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সৰ্ব্বপ্রাণীর করণসমূহ দ্বারা সেই সেই
করণবান্ হইয়া থাকেন । 'তৎপর তদপেক্ষা আরও অধিক এত বল হয় ;
ভাষ্য কি ? বলা হইতেছে—আকাশ-শরীর আকাশ বাহ্যিক শরীর, অথবা
আকাশের দ্বারা সৃষ্ট বাহ্যিক শরীর, এই অর্থে—আকাশশরীর । সেই আকাশ-
শরীর বস্তুটি কি ? না, প্রত্যাহত ব্রহ্ম ব্রহ্মই আকাশ-শরীর । সত্যায়—
মূর্ত্যামৃত (পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন, অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম—এ সমুদ্বয়) বাহ্যিক যথার্থ

স্বরূপ বা স্বভাব, তাহা সত্যাত্ম । ‘প্রাণারাম’—প্রাণেতে আরাম—সম্যক্ মন
 বা ক্রীড়া বাহার, তাহা প্রাণারাম, অথবা প্রাণের আরাম (শান্তি) হয় বাহাতে
 তাহার নাম প্রাণারাম । বাহার মন আনন্দভূত অর্থাৎ কেবলই সুখসম্পাদক
 তাহা মনআনন্দ । শান্তি-সমৃদ্ধ—শান্তি অর্থ উপশম অর্থাৎ উদ্বিগ্ননিবৃত্তি
 তৎস্বরূপ, এবং সমৃদ্ধ (পূর্ণ), অথবা শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ—পরিপূর্ণ । অমৃত অর্থ—
 মরণরহিত ; এই বিশেষণটা অধিকরণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে ; সুতরাং
 মনোময়াদি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুতেই উক্ত বিশেষণটা বৃকিতে হইবে ।
 হে প্রাচীনকৈশ্য, তুমি উক্ত মনোময়াদি ধর্মাবশিষ্ট যথোক্ত ব্রহ্মকে উপাসনা
 কর ; ইহা আচার্য্যের আদ্যোক্তি বৃকিতে হইবে । উপাসনা শব্দের যে,
 অর্থ কি, তাহা ত পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ; [সুতরাং এখানে তাহার বিবরণ
 অনাবশ্যক] ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠাঙ্কবাক্যের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহনুলাকঃ ।

আভ্যাসভাষ্যম্ । যদেহং ব্যাক্ত্যাত্মকং ব্রহ্মোপাস্তু যুক্তম্, তদৈশ-
 বদানীং পৃথিব্যাদিপাণ্ডক্তস্বরূপেণোপাসনমুচ্যতে—পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পণ্ডক্তি-
 ছন্দঃসম্পত্তিঃ ; ততঃ পাণ্ডক্তং সর্গম্ । পাণ্ডক্তং যজ্ঞঃ, “পঞ্চপদা পণ্ডক্তিঃ ;
 পাণ্ডক্তো যজ্ঞঃ” ইতি প্রোক্তে । তেন যৎ সর্গং লোকাভ্যাত্মকং পাণ্ডক্তং
 পরিকল্পয়তি, যজ্ঞমেব তৎ পরিকল্পয়তি । তেন যজ্ঞেন পরিকল্পিতেন
 পাণ্ডক্তাত্মকং প্রজাপতিম্ ভস্মদ্যতে । তৎ কথং পাণ্ডক্তং বা ইদং সর্গমিত্যত
 আহ—

আভ্যাস-ভাষ্যানুবাদ । পূর্বে বাহ্যতিস্বরূপ যে ব্রহ্মের
 উপাসনা উক্ত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার পৃথিবী প্রভৃতি পাণ্ডক্ত
 স্বরূপেও উপাসনা দেখিত হইতেছে—[পৃথিবী প্রভৃতিও পঞ্চ সংখ্যায়ুক্ত, পণ্ডক্তি
 ছন্দটীও পঞ্চাক্ষরযুক্ত] । এইরূপে পঞ্চ সংখ্যার মান্য থাকায় পৃথিবী
 প্রভৃতিতে ‘পণ্ডক্তি’ ছন্দঃ সম্পাদিত হইতেছে ; এবং তদনুসারেই নিম্নলিখিত
 পৃথিব্যাতির পাণ্ডক্ত্যাব কথিত হইতেছে । ‘পণ্ডক্তি’ ছন্দটি পঞ্চপদা (পঞ্চাক্ষ-

রাশ্বক) ; যজ্ঞও পাণ্ডু—পঞ্চাশ্বক' এই প্রতি অনুসারে যজ্ঞও পাণ্ডু ; [সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতিতে যজ্ঞভাও সম্পাদিত হইতেছে , (১) । অতএব পৃথিবী প্রভৃতি লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্যন্ত বিভিন্ন পদার্থে যে, পাণ্ডু কল্পনা করা হইয়া থাকে, বস্তুঃ তাতাতে যজ্ঞভাবই কল্পনা করা হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে । সেই পাণ্ডুরূপে বিরক্তিত যজ্ঞ দ্বারা উপাসক পাণ্ডুরূপী প্রজাপতিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এ সমস্ত যে, কিরূপে হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এখন বলিতেছেন—

পৃথিব্যন্তরীক্ষং ত্রৌর্দিশোহিবাস্তুরদিশঃ । * অগ্নির্বায়ু-
রাদিত্যশচন্দ্রমা নক্ষত্রাণি । আপ ওষধয়ো বনস্পত্যয়ঃ ।
আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্ । অথাধ্যাত্মম্—প্রাণোহপানো
বান উদানঃ সমানঃ । চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্ । চর্ম্ম
মাংসং স্নাবাস্তি মজ্জা । এতদমিবিধায় ঋষিরবোচৎ । পাণ্ডুরং
বা ইদংসর্বম্ । পাণ্ডুরনৈব পাণ্ডুরম্প্ণোতীতি ॥১।১৮ ॥
[সর্বমেকঞ্চ ॥]

ইতি সপ্তমোহনুবাচঃ ॥ ৭ ॥

সন্ননাং । [যদেতদ্ ব্যাক্তিরূপং ত্র্যক্ষোপাস্তমুক্তম্, অধুনা তৈশ্চৈব
পংক্তি-পৃথিব্যাদিষক্লপেণাপি উপাসনমুচ্যতে—পৃথিবীত্যাदिभिः ।] [তত্রাদৌ

(১) ভাষ্যে—‘পণ্ডিত’ নামে একটি বৈদিক ছন্দ আছে । পণ্ডিত ছন্দের প্রত্যেক
চরণে পাঁচটি করিয়া অক্ষর থাকে । এবাৎ পাঁচ পাঁচটি পদার্থে এক একটা ভাগ দিয়া
লোকপঞ্চক, দেবতাপঞ্চক, ভূতপঞ্চক, প্রাণপঞ্চক, ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও দাতৃপঞ্চক, এই ছয়টি বিভাগ
কল্পনা করা হইয়াছে । পণ্ডিত ছন্দের সহিত ত্রৈলোক্য পঞ্চমংখ্যার মানা থাকায় পৃথিবী প্রভৃতি
প্রত্যেক ভাগে পাণ্ডুত্ব কল্পনা করিয়া তদ্রূপে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে । ‘পাণ্ডু’ অর্থ
পণ্ডিত ছন্দঃস্বরূপ । এ বিবরণে টীকাকার বলিয়াছেন -

‘‘পৃথিব্যাং কথং পাণ্ডুত্বম্ ? ইত্যাকাঙ্ক্ষ্যতাং পণ্ডিত্যন্ত্যন্ত ছন্দঃ সম্পাদনাদিত্যাহ
পঞ্চসংখ্যোতি । ন কেবলং পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পণ্ডিত্যন্তঃসম্পাদনং, যজ্ঞঃ সম্পাদনমপি কল্পং
শক্যেত, ইত্যাহ—পাণ্ডুত্বং যজ্ঞ ইতি । পত্নীযজ্ঞমান-পুত্র-দেব-নাশ্চবিষ্টৈঃ পঞ্চভিঃ সম্পাদ্য
ইতি যজ্ঞঃ পাণ্ডুত্ব ইত্যর্থঃ । (আনন্দসিংহ) । অন্তবাদ অনাবশ্যক ॥

অধিদৈবতযুক্ত্যে—] পৃথিবী, অন্তরীক্ষম্ (ভুবলোকঃ ' , জ্যোঃ (হ্যালোকঃ স্বর্গঃ), দিশঃ (পূর্বাদিভ্যঃ), অবাস্তবদিশঃ (আগ্নেয়াস্তাঃ), [এতৎ দৈবতপাণ্ডুলম্]; তথা অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ), চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রাণি; তথা আপঃ, ওষধিঃ (তৃণলতাভ্যঃ), বনস্পতিয়ঃ (অপুষ্পাঃ ফলিনো বৃক্ষাঃ), আকাশঃ, আত্মা (দেহঃ), ' এতৎ পঞ্চ ' ; ইতি (এতাবৎপর্য্যন্তং) অধিভূতং (ভূতানি পঞ্চ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং পাণ্ডুলম্ উপাসনমিত্যর্থঃ) । [দেবানামপি ভূত পিকারহাৎ অধিভূতম্ভোক্তিঃ] । অ. এ চ পৃথিব্যাভবাস্তরদিগন্তং লোকপাণ্ডুলম্ অগ্ন্যাণি নবদ্বারঃ দৈবতপাণ্ডুলম্, অবাগ্ন্যাগ্নাভং ভূতপাণ্ডুলং বেদিতব্যম্] ।

অতঃ (অনন্তরঃ) অব্যায়ং (আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রবৃত্তমুপাসনম্) [উচ্যতে—] প্রাণঃ (উরুগামী বায়ুঃ), বানঃ (প্রাণা পানয়োঃ সন্ধিঃ), অপানঃ, উদানঃ (উৎক্রমণবায়ুঃ), সমানঃ (বসক্রধিরাদিপরিণমনকারী), [এতৎ বায়ুপাণ্ডুলম্] । তথা চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, মনঃ, বাক্, বৃক্, [এতদিন্দ্রিয়পাণ্ডুলম্] । তথা চর্য, মাসম্, মায়, (শিরঃ) অস্থি, মজ্জা, [এতৎ বাতুপাণ্ডুলম্] । ঋষিঃ (বেদপুরুষঃ, বেদার্থদ্রষ্টা বা) এতৎ (পৃথিব্যাদিমজ্জান্তং পাণ্ডুলম্) অধি-
বিধায় (অধিকৃত্য) অবোচৎ (উক্তবান্)—ইদং (পৃথিব্যাদিকং) সর্বং বৈ (প্রাসিদ্ধৌ) [পঞ্চদশংখ্যাযোগাৎ] পাণ্ডুলং (পঞ্চাক্ষরপাণ্ডুলিচ্ছন্দোরূপং—
পঞ্চসংখ্যাক্রান্তবাৎ পাণ্ডুলম্ ইত্যর্থঃ) । [অতঃ] পাণ্ডুলেন (পঞ্চাঙ্কেন)
এব পাণ্ডুলং স্পৃণোতি (প্রাপ্নোতি—পোষাৎ পোষকং চৈতৎ ঋষমপি পাণ্ডুলমে-
বোতি ভাবঃ) ইতি ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

মুহ্যনানুবাদ । [পূর্ব্বে বাহ্যতিরূপে যে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে, এখন গ্রাহ্যরই আবার 'পাণ্ডুল'রূপে (পৃথিব্যাদি পাঁচ পাঁচটি বস্তুরূপে) উপাসনা কথিত হইতেছে]

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ (ভুবলোক), দ্যৌঃ (স্বর্গ), পূর্বাদি চারি দিক্ ও আগ্নেয়ী (অগ্নিকোণ) প্রভৃতি চারিটি অবাস্তর দিক্, [এই পাঁচটি লোকপাণ্ডুল] । অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই পাঁচটি [দেবতাপাণ্ডুল] । আর জন, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি (বিনা পুষ্প ফলপ্রসূ বৃক্ষ), আকাশ ও আত্মা (দেহ), এই পাঁচটি ভূতপাণ্ডুল] । উক্ত তিনপ্রকার পাণ্ডুল উপাসনা অধ্যায় উপাসনা ।

প্রাণ (উর্দ্ধগামী বায়ু), ব্যান (প্রাণ ও অগ্নানের সন্ধি), অপান (অধোগামী বায়ু), উদান (উৎক্রমণ বায়ু) ও সমান (ভুক্ত অন্ন-পানাদির রস-রুধিরাদিরূপে পরিণতিসাধন বায়ু), এই পাঁচটি প্রাণ-পাণ্ডুক্ত ; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ও শ্রব্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়পাণ্ডুক্ত ; চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই পাঁচটি ধাতুপাণ্ডুক্ত । ঋষি (বেদপুরুষ বা বেদার্থপ্রস্তুত কোন লোক) এইরূপে পাণ্ডুক্ত উপাসনার বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সমস্তই পাণ্ডুক্ত অর্থাৎ পঞ্চাত্মক ; পাণ্ডুক্ত দ্বারাই পাণ্ডুক্ত তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে ॥১॥১৮ ।

ইতি শীকাধ্যায়ে সপ্তমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । পৃথিব্যন্তরীক্ষং জ্যোতিশোঃবাস্তুরাদিশ ইতি লোকপাণ্ডুক্তম্ । অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণীতি দেবতাপাণ্ডুক্তম্ । আপ ওষধয়ো বনস্পত্য আকাশ আশ্রয়িত্ব ভূতপাণ্ডুক্তম্ । আশ্রয়িত্ববরাট, ভূতাদিকারাৎ ইত্যভিভূতমিতি অধিঃকাধিদেবত-পাণ্ডুক্তয়োপলক্ষণার্থম্, লোকদেবতাপাণ্ডুক্তয়োঃশোচ্যভিত্ত্যৎ । অথ অনন্তবম্, অধ্যাত্মং পাণ্ডুক্তত্রয়মুচ্যতে -- পাণাদি বায়ুপাণ্ডুক্তম্ । চক্ষুর্বাদি ইন্দ্রিয়পাণ্ডুক্তম্ । চর্ম্মাদি ধাতুপাণ্ডুক্তম্ । এতাদৃশাদং সর্বমধ্যায়ম্ বাহক পাণ্ডুক্তমেব । ইতি এতদেবং অধিবিধায় পরিকল্প্য স্বায়র্শেবঃ, এতদর্শনসম্পন্নো বা কশিচদৃষিঃ, অথো-চক্ষুস্তবান্ কামত্যাং পাণ্ডুক্তং বা ইদং পাণ্ডুক্তেনৈব আধ্যাত্মিকেন, সন্ধ্যাসামান্যং, পাণ্ডুক্তং বাহ্যং স্পৃণোতি বলয়তি পূরয়তি একাত্মতয়াপলভ্যত ইত্যেতৎ । এবং পাণ্ডুক্তমিদং সর্গমাত যো বেদ, স প্রজাপত্য্যৈশ্বর্য ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইতি শীকাধ্যায়ে সপ্তমানুবাক ভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যশুবাদ্ । পৃথিবী অস্তরীক্ষ (ভূলোক) স্বর্গ, পুণ্যাদি দিক্ ও অবাস্তর দিক্ সমূহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি), ইহারাই হইতেছে লোকপাণ্ডুক্ত, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহ, ইহাদি দেবতাপাণ্ডুক্ত ; জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পত্য, বিনা পুষ্পে যে সমুদয় বৃক্ষে ফল ভয়ে), আকাশ (ভূতাকাশ) ও আশ্রা, ইহারাই ভূতপাণ্ডুক্ত । এখানে পুণ্যের প্রস্তাবে

পঠিত হওয়ার আত্মা অর্থ—বিরাট। এখানে যে ‘অধিভূত’ শব্দ আছে, তাহা অধিলোক ও অধিদৈবত পাণ্ডক্ত্ব দ্বয়েরও উপলক্ষণ ; কারণ, লোকপাণ্ডক্ত্ব ও দেবতাপাণ্ডক্ত্ব, এই দুইটী পাণ্ডক্ত্বেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

অনন্তর তিনপ্রকার অধ্যাত্ম পাণ্ডক্ত্ব কথিত হইতেছে—প্রাণ অগ্নি প্রভৃতি বায়ু পাণ্ডক্ত্ব, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়পাণ্ডক্ত্ব এবং চর্মা প্রভৃতি দাতৃ পাণ্ডক্ত্ব। এ পর্য্যন্ত বাহ ও অধ্যাত্ম যাহা বলা হইল, সেই সমস্তই পাণ্ডক্ত্ব বস্তু। ঋষি অর্থাৎ স্বয়ং বেদ কিংবা বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন কোন ঋষি উক্ত প্রকারে এইরূপ পাণ্ডক্ত্ব পরিকল্পনা করিয়া বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—এ সমস্তই পাণ্ডক্ত্ব ; আধ্যাত্মিক পাণ্ডক্ত্ব অল্পসারে বাহ পাণ্ডক্ত্বও পূর্ণ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়কে এক অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। যে লোক যথোক্তপ্রকারে এই সমুদয় পাণ্ডক্ত্ব অবগত হন, তিনি সেই অবগতির ফলে নিম্নেও প্রজাপতির লাত করিয়া থাকেন ॥১১৮॥

ইতি শীকাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৭॥

অষ্টমোহনুবাকঃ ।

আভ্যাসভাষ্যান্ । ব্যাহত্যাশ্বনো ব্রহ্মণ উপাসনমুক্তম্ । অনন্তরং চ পাণ্ডক্ত্বরূপেণ তসৌবোপাসনমুক্তম্ । ইদানীং সর্বোপাসনান্-ভূতস্তোকারস্তোপাসনং বিধিৎসতে । পরাপরব্রহ্মদৃষ্ট্যা হি উপাস্তমান ওঁকারঃ শব্দমাত্রেইপি পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি ; স হি আলম্বনং ব্রহ্মণঃ পরস্তা-পরস্ত চ প্রতিমেব বিষ্ণোঃ “এতেনৈবায়তনেনৈকতরমম্বেতি” ইতি শ্রুতেঃ ।

আভ্যাসভাষ্যানুবাদে । ইতঃপূর্বে ব্যাহতিক্রমী ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। তাহার পর পাণ্ডক্ত্বরূপেও তাহারই উপাসনা উক্ত হইয়াছে। এখন সমস্ত উপাসনার অঙ্গীভূত ওঁকারোপাসনার বিধান করা হইতেছে। ওঁকার একটী শব্দ হইলেও পরব্রহ্ম ও অপর-ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, ঐ ওঁকারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন হইয়া থাকে ; কেননা, ওঁকার হইতেছে পরব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের আলম্বন অর্থাৎ উপাসনার বিষয়—যমন বিষ্ণুর আলম্বন প্রতিমা (শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি)। শ্রুতি বাঁলায়ছেন—‘এই ওঁকার রূপ আলম্বনের সাহায্যেই পর ও অপর ব্রহ্মের একটিকে প্রাপ্ত হয়’ ইতি :

ওঁমিতি ব্রহ্ম । ওমিতৌদন্তসর্বম্ । ওঁমিত্যেদনুকৃতির্ অ
 ৷ অপ্যো আবেত্যাশ্রাবয়ন্তি । ওমিতি সামানি গায়ন্তি ।
 ওঁমিতি শব্দাণি শব্দান্ত । ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতি-
 গুণাতি । ওঁমিতি ব্রহ্ম প্রসৌত । ওমিত্যগ্ৰহোত্রমনুজানাতি ।
 ওঁমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যামাহ ব্রহ্মোপাপবানীতি । ব্রহ্মো-
 বোপাপ্রোতি ॥ ১ ॥ ১৯ ॥ [ওঁম্ দশ ॥]

ইতি শীকারায়েহফটমোহনুবকঃ ॥ ৮ ॥

সংলক্ষ্যঃ । ওঁম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ আলম্বনম্) । ওঁম্ ইতি
 (এষ শব্দঃ) ইদং সর্বম্ (সমস্তং জগৎ) ; এবং চিস্তনীয়মিতিভাবঃ । অপিচ, ওঁম্
 ইতি অনুকৃতিঃ (অনুকরণম্, 'ইদং কুরু' ইত্যেবমতিহিতঃ পুরুষঃ 'ওঁম্' ইত্যুক্তা
 স্বীকারং প্রকাশয়তি ইতিভাবঃ) । তথা 'ওঁ-শ্রাবয়' (হবিষ্ঠাগার্ধং মন্ত্রং দেবান্
 শ্রাবয় ইতি কৃত্বা প্রেয়াজনেন) আশ্রাবয়ন্তি (সমস্তাং দেবান্ মন্ত্রশ্রবণং কারয়ন্তি)
 [স্বাধ্বিজঃ] ; [ওঁম্ ইতি নিপাতাঃ প্রসিদ্ধাঃ] । ওঁম্ ইতি [কৃত্বা]
 সামানি গায়ন্তি । ওঁম্, শোম্ (ওঁম্ সুখং, তদেব ওঁম্ ইতি শোম্, ইত্যনু-
 করণাৎ) ইতি [কৃত্বা] শব্দাণি (গীতিরহিতা ঋচঃ) শব্দান্তি (পঠন্তি) ।
 অধ্বর্যুঃ (যাজুঃ) ওঁম্ ইতি প্রতিগরং (বাওঁম্নঃ কায়ানাং বিহিতো
 ব্যাপারঃ গবঃ—কর্ম্ম, যজুর্বিশেষো বা, তং প্রতি, প্রতিকর্ম্মণীত্যর্থঃ, প্রতিগুণাতি
 (উচ্চারয়তি) । ব্রহ্ম স্বাধ্বিশেষঃ । ওঁম্ ইতি প্রসৌত (কর্ম্ম অনু-
 জানাতি) । ওঁম্-ইতি অগ্নিহোত্রং অনুজানাতি । ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যাম্—ব্রহ্ম
 (বেদং) উপাপবানি (সান্নিধ্যেন লভেয়ম্ ইতি কৃত্বা) ওঁম্-ইতি আহ (জ্ঞেতে) ।
 (এবং কৃত্বা) ব্রহ্ম এব উপাপ্রোতি (সাম্যোপোন পাপ্রোতীত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদঃ । ওঁম্ এই পদটাই ব্রহ্ম ; কারণ, ওঁম্ই সর্বস্বক ।
 ওঁম্ এই পদই অনুকৃতি, অর্থাৎ সম্মতিসূচক, (বেহ কোন কাজের
 কথা বলিলে, লোকে ওঁম্ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে) ।
 যাজ্ঞিকগণও ওঁ শ্রবণ করিও (ওঁ শ্রাবয়) বলিয়া দেবতাগণকে মন্ত্র
 শ্রবণ করাইয়া থাকেন । ওঁম্ উচ্চারণপূর্ব্বক সামগান করেন ;
 [স্তোত্রপাঠকগণ] ওঁম্-শোম্ বলিয়া শব্দনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ

করিয়া থাকেন ; যজুর্বেদগণ শ্রুতোক কস্মৈ ওঁম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; অগ্নিহোত্রীরা ওঁম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দিয়া থাকেন ; লাক্ষণজাতি বেদবিদ্যা অধিগত হইবার আশায় অধ্যয়নের পূর্বেও ওঁম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং তাহার কলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ । ওঁমিতি, ইতিশব্দঃ স্বরূপপরিচ্ছেদার্থঃ ; ওঁ-মিত্যেতচ্ছবরূপং ব্রহ্মেতি মনসা ধারয়েদুপাসীত ; যতঃ ওঁমিতি ইদং সর্বং হি শব্দস্বরূপমোক্ষায়েণ ব্যাপ্তম্, “তদগথা শব্দনা” ইতি শ্রুত্যানুসারেণ । “অভিধান-তত্ত্বং হ্যভিধেয়ম্” ইত্যত ইদং সর্বমোক্ষার ইত্যুচ্যতে । ওঁকারস্ত্যর্থ উত্তরো গাথঃ, উপাস্ত্বাহং তস্মৈ ।

ওঁমিত্যেতৎ প্ৰত্যক্ষতঃ অঙ্ককরণম্ । কস্মৈমি যাস্তামি চোতি কৃতমুক্ত ওঁমিত্যঙ্করোগাথঃ, অতঃ প্রকারোহঙ্করুতিঃ । ই অ বৈ ইতি প্রসিদ্ধার্থস্তাত্কাঃ । প্রসিদ্ধং হি ওঁকারস্তাত্ত্বকৃতিত্বম্ । অপিচ, ওঁপ্রাবয়েতি প্রৈষপূর্বমাত্রাবয়ন্তি প্রতিপ্রাবয়ন্তি । তথা ওঁমিতি সামানি গায়ন্তি সামগাঃ । ওঁমশোমিতি শব্দাণাং শব্দান্তঃ শব্দশব্দিতারোহপি । তথা ওঁমিতি অধ্বযুগ্মঃ প্রাণগরঃ প্রাণগুণাতি । ওঁমিতি ব্রহ্মা প্রমোক্ত অঙ্কজানাতি । ওঁমিতি অগ্নয়োজম্, অঙ্কজানাতি, জুহোমান্ত্যুক্ত ওঁমত্যেবান্ধুজাং প্রযচ্ছাত । ওঁমিত্যেব ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ প্রবচনং করিষ্যন্ অধ্যোষ্যমাণঃ ওঁমত্যাহ ওঁমিত্যেব প্রাতঃপাত্রে অধ্যোভূমিত্যর্থঃ ; ব্রহ্ম বেদম্ উপাস্ত্বাহানি ইতি প্রাপ্নুধ্যাং গ্রহীত্বামিতি উপাপ্নোত্যেব ব্রহ্ম । “তথা, ব্রহ্ম পবমানান্ উপাপ্নানীত্যান্নানং প্রবক্ষ্যন্ প্রাপয়িষ্যন্ ওঁমিত্যোহি । স চ তেনোক্ষায়েণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যেব । ওঁকারপূর্ণং প্রবৃত্তানাং ক্রিয়ানাং কল্যাণং যস্মৈ, তস্মাদোক্ষাং ব্রহ্মেদুপা-সীতেনিতি বাচ্যার্থঃ ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

ইতি নীক্ষাধায়েহষ্টমাস্ত্রাণকভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্-ন্যায়ম্ । শ্রুতিতে ওঁম্ শব্দেণ পর য়ে ইতি শব্দটা আছে, উহা স্বরূপানন্দশব্দক । ওঁম্ এই শব্দরূপটা এককে মনে মনে ধারণ করবে—উপাসনা কখনেব ; [কারণ ? যেহেতু ওঁম্ই হইতেছে এই সমুদয় অর্থাৎ, এই সমস্ত শব্দবগ্গই ওঁকার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; কারণ, অতঃপ্রতিতে আঃ যে, [অথথপত্র] যেক্ষণ শিরাজালে ব্যাপ্ত হইতাদি । অভিধেয় বা বাচ্যার্থ মাত্রই

অভিধানের অর্থাৎ তথ্যোধক শব্দের অধীন ; এই কারণে সর্বার্থবোধক ওঁকার শব্দকে সর্বস্বরূপ বলা হইয়া থাকে । ওঁকারই এই প্রকরণে উপাস্ত ; এই জন্ত তাহার স্তুতি প্রকাশ করাই পরবর্ত্তি ঋত্যাংশের অর্থ বা উদ্দেশ্য । ওঁম্ এই শব্দটি হইতেছে অমুক্তি—অমুকরণ (অঙ্গীকারসূচক) ; কেহ কোন কাণ্ডের আদেশ করিলে পর, আদিষ্ট ব্যক্তি ওম্ বলিয়া তাহার অমুকরণ করিয়া থাকে ; ততএব ওঁকার পদটি অমুক্তি । ঋতির হ স্ব ও বৈ এই তিনটি পদ প্রসিদ্ধি-সূচক অর্থাৎ ওঁকারের যে, অমুক্তিরূপ স্ব প্রসিদ্ধ, তাহা জানাইতেছে ।

অপিচ, ঋত্বিকগণ ‘ও শ্রাবয়’ (শ্রবণ করাও) বলিয়া কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন (১) । এইরূপ সামগগণ (বাহাণ সামগান করেন) ; তাহারা ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বকই সামগান করিয়া থাকেন । শত্ৰুনাশক শোত্রপাঠকগণও ‘ওম্ শোম্’ বলিয়াই শত্ৰুসমূহ (শোত্রবিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন । এইরূপ অধ্বর্ষাগণ প্রতিকর্ষে ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক, যজুর্মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন ; ব্রহ্মাও ওম্ বলিয়াই অমুমতি দিয়া থাকেন ; ওম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্র হোমের অমুক্তি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ‘আমি হোম করি’ এইরূপ জিজ্ঞাসার পর, ওম্ বলিয়াই হোমের অমুমতি দিয়া থাকেন । এইরূপ ব্রাহ্মণজাতি বেদ অধ্যয়নের পূর্বে ‘আমি বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হইব—বেদার্থ গ্রহণ করিব’ এইরূপ ভাবনার পর, ওম্ বলিয়াই বেদ গ্রহণ করিয়া থাকেন । অথবা ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা ; পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে ‘ওম্’ এইপ্রকারই উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং সেই বক্তা উক্ত ওঁকারোচ্চারণের ফলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । যেহেতু ওঁকারেণ উচ্চারণপূর্ব্বক আরক্ত ত্রিগুনমূহ অবশ্যই সফল হইয়া থাকে ; সেই হেতু ওঁকারকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে ; ইহাই উক্ত বাণ্যের তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১ ১ ১৯ ॥

ইতি শীকাধ্যায়ে অষ্টমাত্মবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

স্বতন্ত্র স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । তপশ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । শমশ্চ

(১) তাৎপর্য্য—একজন যাজ্ঞিক অপর যাজ্ঞিককে বলিবেন, তুমি, ‘ও শ্রাবয়’ অর্থাৎ অমুক অমুক মন্ত্র দেবগণকে শ্রবণ করাও । এই কথার পর সেই আদেশপ্রাপ্ত যাজ্ঞিক দেবতা-গণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ দেবতাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন । ‘ও শ্রাবয়’ ও ‘আশ্রাবয়ন্তি’ কথার এইরূপই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে ।

স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রশ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাধীতরঃ। তপইতি
তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো
মৌদগল্যঃ। তদ্বি তপস্তদ্বি তপঃ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

[প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ষট্ চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমোহনুর্বাচঃ ॥ ৯ ॥

অব্রল্লাপ্রতিঃ। [যন্ত পুনত্রন্ধজিজ্ঞাসোকুপাসনৈরপি নান্তমুখতা স্তাৎ,
তেন তু তদর্থং পথমং কর্তব্যং করণীয়মিত্যাহ—‘ঋতং চ’ ইত্যাদি]। ঋতং
(যথাশাস্ত্রং কথ্যবিষয়কং জ্ঞানং) চ (চকারঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সমুচ্চয়ার্থঃ)।
স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (স্বাধ্যায়ঃ অধ্যয়নং—গুরুমুখাদকরগ্রহণং, তদর্থবিজ্ঞানং
চ; প্রবচনং চ অধ্যাপনং, নিত্যপাঠরূপো ব্রহ্মযজ্ঞো বা), সত্যং (যথার্থভাষণং,
কায়মনোবাক্‌ভিরনুজীয়মানং কৰ্ম বা) চ, স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (উক্তার্থে)। দমঃ
(বহির্বিদ্রিয়সংযমঃ) চ, শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ) চ, [এতানি স্বাধ্যায়-
প্রবচনাভ্যাং সহ কথ্যবানি ইতি ভাবঃ]। অগ্নয়ঃ (দক্ষিণাশ্রাঃ ত্রয়ঃ পঞ্চ
বা) [আধাতব্যঃ]। অগ্নিহোত্রং চ [হোতব্যং]। অতিথয়ঃ চ [পূজ্যঃ]।
মানুষ্যং (লোকব্যবহারঃ) চ [অপনীয়ম্]। প্রজা (সন্ততিঃ) চ [উৎ-
পাদা]। প্রজনঃ চ (গোত্রোৎপত্তিঃ—পুত্রশ্চ বিবাহনীয় ইত্যর্থঃ)।
[সর্করৈনৈতঃ কৰ্মভিষুৎস্বাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে ন কথমপি হাতব্যে, এত-
দর্থং স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সর্করোন্মেষঃ, যতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োরেব পরং
শ্রেয়ঃ সন্নিহিতামতি ভাবঃ]।

[অত্র চ ঋষ্যণাং মতভেদ উপলব্ধতে—] সত্যবচাঃ (সত্যবাদী, তন্মামকো
বা) রাধীতরঃ (রখীতরগোত্রীঃ ঋষিঃ) সত্যং (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব)
[অনুর্তেয়ং মতভেদে]। তপোনিত্যঃ (তপোনীষ্টং, তন্মামকো বা) পৌরুশিষ্টিঃ
(পুরুশিষ্টৈরপত্যং ঋষিঃ) তপঃ (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব) [অনুর্তেয়ং
মতভেদে]। তপা নাকঃ (তন্মামকঃ) মৌদগল্যঃ (মুদগলস্যাপত্যং ঋষিঃ)

স্বাধ্যায়-প্রবচনে এব (যথোক্তলক্ষণে) অমুষ্ঠেয়ে ইতি মন্ততে] । [কৃতঃ ?]
হি (যস্মাৎ) তৎ (স্বাধ্যায়ঃ প্রবচনং চ) [এব] তপঃ ; [তস্মাৎ তে
এবামুষ্ঠেয়ে ইতি ভাবঃ । আদরার্থঃ দ্বিকচনম্] ॥১১২০॥

মূলানুবাদি । [ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির যদি উপাসনা দ্বারাও
একাগ্রতা না হয়, তবে অগ্রে তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানই আবশ্যক ; এই অভি
প্রায়ে বলিতেছেন—] ঋত অর্থ শাস্ত্রানুসাবে কর্ম্মবিধি বিষয়ে জ্ঞান ,
স্বাধ্যায় অর্থ গুরুর নিকট বিদ্যাগ্রহণ ও তদর্থবিজ্ঞান ; প্রবচন অর্থ—
অধ্যাপনা, অথবা প্রতাহ কর্তব্য পাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ । সত্য অর্থ যথার্থ কথন,
অথবা দেহ মন ও বাক্যদ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম । তপঃ অর্থ - প্রাজাপত্য ও
চান্দায়ণ ব্রত প্রভৃতি । দান অর্থ - বহিরিন্দ্রিয়-সংযম । শম অর্থ—
অন্তঃকরণের সংযম । ‘অগ্নয়ঃ’ অর্থ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়
অগ্নি । অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে । অতিথির পূজা করিবে ।
মনুষ্টোচিত ব্যবহার করিবে । সন্তানোৎপাদন কর্তব্য । পৌত্র উৎপাদন
অর্থাৎ পুত্রের বিবাহ করান আবশ্যক । [বুদ্ধিতে হইবে যে, এ সমস্ত
কার্য যেমন কর্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং প্রবচনও যত্নসহকারে
কর্তব্য । এই অভিপ্রায়েই সত্য প্রভৃতি সকলের সহিত স্বাধ্যায় ও
প্রবচন শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে] ।

[এ বিষয়ে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শন করা হইতেছে ।] সত্যবাদী
অথবা সত্যবচন নামক রাখীতর (রাখীতরের পুত্র) ঋষি [মনে করেন যে,
সত্যই অমুষ্ঠেয় । মুদগলপুত্র (মৌদগল্য) নাকনামক ঋষি স্বাধ্যায়
ও প্রবচনকেই মুখ্য অমুষ্ঠেয় বিবেচনা করেন ; কারণ, উহাই (স্বাধ্যায়
ও প্রবচনই) যথার্থ তপস্তা । [এবিষয়ে আদরপ্রদর্শনার্থ ‘তদ্ধি তপঃ’
কথার দ্বিকৃতি করা হইয়াছে] ॥ ১ ॥ ২০ ॥

শাস্ত্রানুসারিত্বম্ । বিজ্ঞানাদেবাপ্রোতি স্বারাজ্যমিত্যুক্তত্বাৎ প্রৌ-
স্বর্তানং কর্ম্মণামানর্থক্যং প্রাপ্তম্ । ইত্যন্তস্তস্মা প্রাপদিতি কর্ম্মণাঃ পুরুষার্থং প্রতি
সাধনত্বপ্রদর্শনার্থমিহোপলভ্যসং—ঋতমিতি ব্যাখ্যাতম্ । স্বাধ্যায়োহধ্যয়নম্ ।
প্রবচনমধ্যাপনং, ব্রহ্মযজ্ঞো বা । এতানি ঋতাদীনি অমুষ্ঠেয়ানীতি বাক্যশেষঃ ।

সত্যং সত্যবচনং স্বধাব্যাখ্যাতার্থং বা । তপঃ কৃচ্ছাদি । দমঃ বাহকরণোপশমঃ ।
শমঃ অন্তঃকরণোপশমঃ । অগ্নয়শ্চ আধাতব্যাঃ । অগ্নিহোত্ৰং চ হোতব্যম্ ।
অতিথয়শ্চ পূজ্যঃ । মানুস্বমিতি লৌকিকঃ সংব্যবহারঃ ; তচ্চ স্বধাপ্রাপ্ত-
মহুষ্ঠেয়ম্ । প্রজা চোৎপাতা । প্রজনশ্চ প্রজননম্ স্বতো ভাৰ্য্যাগমন-
মিত্যর্থঃ । প্রজাঃ পৌত্রোৎপত্তিঃ ; পুত্রো নিবেশয়িতব্য ইত্যোতৎ ।
সর্কৈরেতৈঃ কৰ্ম্মভিযুক্তস্তাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে যত্নতোহহুষ্ঠেয়ে, ইত্যেবমর্থঃ
সর্কৈণ স্বাধ্যায়-প্রবচনগ্রহণম্ । স্বাধ্যায়াধীনং হি অৰ্ধজ্ঞানম্ । অৰ্ধজ্ঞানাদীনং
চ পরং শ্রেয়ঃ । প্রবচনঞ্চ তদবিস্মরণার্থং ধৰ্ম্মবুদ্ধ্যর্থঞ্চ ; অতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়ো-
রাদরঃ কাৰ্য্যঃ ।

সত্যমিতি সত্যমেবাহুষ্ঠেয়মিতি সত্যবচাঃ সত্যমেব বচো যন্ত, সোহয়ং
সত্যবচাঃ, নাম ণা তন্ত্ৰ । রাধীতরঃ পথীতরসগোত্রঃ, রাধীতর আচার্য্যো মন্ততে ।
তপ ইতি তপ এব কৰ্ত্তব্যমিতি তপোনিত্যঃ তপসি নিত্যঃ তপঃপরঃ, তপোনিত্য
ইতি বা নাম ; পৌরুশিষ্টিঃ পুরুশিষ্টস্তাপত্যং পৌরুশিষ্টিরাচার্য্যো মন্ততে ।
স্বাধ্যায়প্রবচনে এবাহুষ্ঠেয়ে ইতি নাকো নামতঃ যুগলস্তাপত্যং মৌলগ্য
আচার্য্যো মন্ততে । তচ্চ তপস্তচ্চ তপঃ । যস্মাৎ স্বাধ্যায়প্রবচনে এব
তপঃ, তস্মাস্তে এবাহুষ্ঠেয়ে ইতি । উক্তানামপি সত্যতপঃস্বাধ্যায়প্রবচনানাং
পুনর্গ্রহণমাদিভ্যর্থম্ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীক্যাধ্যায়ে নবমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । কেবল বিজ্ঞান হইতেই (উক্ত বিজ্ঞান হইতেই)
স্বারাজ্য ণা যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথা পূর্বে কথিত হওয়ায়, প্রতিশ্রুতি-
বিহিত কৰ্ম্মরশ্মির অনর্থক্য-আশঙ্কা উপস্থিত হয় ; সেই আশঙ্কা নিবারণের
উদ্দেশ্যে, এখন কৰ্ম্ম সমূহের পুরুষাথ- (যুক্তি) সাধনে সামর্থ্য জ্ঞাপনের জন্ত
পরবর্তী প্রতিবাক্যের উল্লেখ করা হইতেছে ।

ঋত শব্দের অর্থ—পূর্বেই (ঋতং বদিত্যমি বাক্যে) উক্ত হইয়াছে ।
স্বাধ্যায় অর্থ—অধ্যয়ন (গুরুর নিকট বিস্তা গ্রহণ) । প্রবচন অর্থ—অধ্যাপনা,
অথবা ব্রহ্মবজ্জ (নিত্য পাঠ) । এই ঋত প্রকৃতি বিষয়গুলি—‘অনুষ্ঠান করিবে,’
এই বাক্যাংশ পূরণ করিয়া লইতে হইবে । সত্য অর্থ সত্য কথা বলা, অথবা
প্রথম প্রতিতে বৈষ্ণব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপ । তপঃ অর্থ কৃচ্ছ ও

চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি (১) । দম অর্থ--বহিরিচ্ছিন্ন সমূহের সংযম । শম অর্থ--
অন্তঃকরণের সংযম । 'অগ্নয়ঃ' অগ্নিত্রয় [সেই অগ্নিত্রয় আধান—গ্রহণ করিতে
হইবে], অগ্নিহোত্র হোম করিতে হইবে । অতিথিগণের পূজা করা কত্তব্য ।
মানুষ অর্থ—সাংসারিক লোক-ব্যবহার ; তাহাও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর্তব্য ।
এজা (সজ্ঞান) উৎপাদন কর্তব্য । প্রজন অর্থ—প্রজনন অর্থাৎ গর্ভকালে
ভাষ্যতে উপগত হওয়া । প্রজাতি অর্থ—পৌত্রোৎপত্তি, অর্থাৎ পুত্রকে
দারপরিগ্রহ করান । এই সমুদয় কয়ে লিপ্ত ব্যক্তিরও বহুসংস্কারে স্বাধ্যায় ও
প্রবচন অবশ্যমুঠেয় ; এই অতিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ ঋত প্রভৃতি সকলবিষয়ের
সহিতই স্বাধ্যায় ও প্রবচনের উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে,
স্বাধ্যায়ের অধীন হইতেছে অর্থ-জ্ঞান ; অর্থ-জ্ঞানের অধীন হইতেছে পরম
শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) । আর প্রবচন হইতেছে অদীত বিস্তার বিশ্বাস-নিবারণক এবং
ধনবৃদ্ধি-কারক ; এইজন্ত স্বাধ্যায় ও প্রবচনে আদর করা আবশ্যক ।

[এখন এ সম্বন্ধে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—] সত্যবচাঃ
—স্বাহার বচন সত্য ভিন্ন মিথ্যা হয় না, তিনি সত্যবচাঃ, অথবা তাহার নামই
সত্যবচাঃ ; সেই রথীতরগোত্রীয়—রথীতর আচার্য্য সত্যকেই মুখ্য অমুঠেয়
বলিয়া মনে করেন । তপোনিত্য অর্থাৎ যিনি সর্বদা তপস্তায় তৎপর, অথবা
তাহার নামই তপোনিত্য ; সেই পুরুশিষ্টের পুত্র পৌরুশিষ্ট আচার্য্য মনে
করেন যে, উক্ত তপস্বী একমাত্র কর্তব্য । নাকনামক মুদগ্গলপুত্র—মৌদগল্য
আচার্য্য মনে করেন যে, স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কেবল অমুঠেয় ; কেন না,
যেহেতু স্বাধ্যায় ও প্রবচনই মুখ্য তপস্তা সেই হেতু ঐ দুইটাই অমুঠেয় । অগ্রে
কথিত থাকে সবেও যে, সত্য, তপঃ, স্বাধ্যায় ও প্রবচনের পুনঃ কথন, তাহা
কেবল আদরাতিশয় প্রদর্শনার্থ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

ইতি শীকাধ্যায়ে নবম অমুবাকের ত্রায়াশ্রুতি ॥ ২ ॥

(১) ত্রাণপথ্য—কৃচ্ছ্র অর্থ দ্বাদশ দিনস্বাধ্য আত্মপত্য নামক ব্রত । আত্মপত্যের
লক্ষণ এইরূপ—“ত্রাহং আত্মত্বাহং সায়ং ত্রাহমন্ত্রাদ্ব্যচিৎ । ত্রাহং পরং চান্দ্রায়ণং
প্রাজ্ঞাপত্যং চরন্ বিজঃ ॥” অর্থাৎ তিনদিন ত্রাতে, ও তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে ।
তিনদিন দ্ব্যচিৎ লভ্য ভক্ষণ করিবে । আর তিনদিন কিছুমাত্র ভক্ষণ করিবে না । ইহাই
প্রাজ্ঞাপত্যের নিয়ম । চান্দ্রায়ণ ব্রত একমাস-স্বাধ্য । চান্দ্রায়ণ ব্রত অনেক প্রকার । কৃষ্ণ
প্রতিপদে প্রথম ১৬ গ্রাস ভক্ষণ করিবে, চন্দ্রকলা-স্বরেব সঙ্গে সঙ্গে এক এক গ্রাস কমাইবে ।

দশমোহনুবাকঃ ।

অহং বৃক্ষস্ত রেরিবা । কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিবা । উর্দ্ধপবিত্রো
বাজিনীব সমুতমস্মি । দ্রবিশংসবর্চসম্ । স্নমেধা অমৃতোক্ষিতঃ ।
ইতি ত্রিশঙ্কোর্বৈদানুবচনম্ ॥ ১ ॥২১॥ [অহংষট্ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোহনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ । পূর্বোক্ত সকলসাধনানুষ্ঠানাসমুদয়ে হি নিত্যমবশ্য-
পঠনীয়ো মন্ত্র উচ্যতে—“অহং বৃক্ষস্ত” ইত্যাদিঃ । অহং বৃক্ষস্ত (সংসারতরোঃ)
রেরিবা (প্রেরয়িতা, কৰ্ম্মণা সম্পাদয়িতা) [অস্মি] । (মম) গিরেঃ
(পর্বতস্ত) পৃষ্ঠং (শৃঙ্গং) ইব কীর্তিঃ [উন্নতা ভবতু] । বাজিনি (বাজম্
অন্নং, তদ্বাত সবিতরি) সমুতং (স্ন—উদ্ধং, অমৃতং, যুক্তিঃ—তৎসাধনম্
আত্ম-তত্ত্বং বা) [প্রতিষ্ঠিতং] । [অহম্] উর্দ্ধপবিত্রঃ (উর্দ্ধং—কারণম্, পবিত্রং
জ্ঞানপ্রকাশং পরং ব্রহ্ম যন্ত, তাদৃশঃ) অস্মি (ভবামি) । তৎ, দ্রবিশং
(ধনমিব) [প্রিয়ং], সবর্চসং (দীপ্তিমং ব্রহ্ম), স্নমেধা (শোভন-মেধাসম্পন্নঃ)
অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) অক্ষীতঃ (অক্ষীণঃ নির্বিকারশ্চ) [অস্মীতি শেষঃ] ।
ইতি (এবং যথাক্তপ্রকারং) ত্রিশঙ্কোঃ (তন্মামকস্ত ঋষেঃ) বৈদানুবচনং
(বৈদঃ—বৈদনং, তদনু বচনম্ উক্তিরিত্যর্থঃ) ॥১॥২১॥

মূলানুবাদ । আমিই এই সংসার বৃক্ষের প্রেরক বা কৰ্ম্মদ্বারা
প্রবর্তক । গিরিশৃঙ্গের আয় আমার সমুন্নত কীর্তি হউক ; এবং বাজিতে
অন্নপ্রদাতা সূর্য্যেতে যেমন উত্তম অমৃত (জল) আছে, আমিও তেমনি
উর্দ্ধপবিত্র, উর্দ্ধ অর্থ—কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম ; তিনি আমার জ্ঞানে প্রকাশ-
মান আছেন । আমিই ধনের আয় প্রিয়, জ্যোতির্শ্রয় ব্রহ্মস্বরূপ ; উত্তম
মেধাসম্পন্ন, মরণভয়রহিত এবং অক্ষীত অর্থাৎ বিকারাদি ক্ষয়দোষ
বর্জিত । ত্রিশঙ্কুনামক ঋষি আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার পর (অনু)
এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক ব্যাখ্যা ॥১০॥

আবার শুদ্ধা প্রতিপদ্য হইতে এক এক গ্রাম ক্রমে বাড়িয়া পূর্ণিমাতে ১৬ গ্রাম পূর্ণ করিবে ।
ইহাই চান্দ্রায়ণব্রতের নিয়ম ।

শাক্তভাষ্যম্ । অহং বৃক্ষস্ত রেরিবেতি স্বাধ্যায়ার্থো মন্ত্রান্বায়ঃ ।
স্বাধ্যায়শ্চ বিজ্ঞোৎপত্তয়ে, প্রকরণাৎ । বিজ্ঞার্থঃ হি ইদং প্রকরণম্ ; নচান্যার্থ-
মবগম্যতে । স্বাধ্যায়েন চ বিজ্ঞস্বস্ত বিজ্ঞোৎপত্তিরবকল্পতে । অহং বৃক্ষস্ত
উদ্ভেদাত্মকস্ত সংসার-বৃক্ষস্ত রেরিবা প্রেরয়িতা অণুমাত্মান্না । কীর্তিঃ খ্যাতিঃ
গিরেঃ পৃষ্ঠমিবোচ্ছিতা মম । উৰ্দ্ধপবিত্রঃ উৰ্দ্ধং কারণং পবিত্রং পাবনং
জ্ঞান-প্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম যন্ত সৰ্ব্বাত্মনো মম । সোহহং উৰ্দ্ধপবিত্রঃ ; বাজিনি
ইব বাজবতীব, বাজমগ্নম্, তদ্বতি সবিতরীত্যর্থঃ ; যথা সবিতরি প্রসিদ্ধঃ
অমৃতমাত্মত্বং বিজ্ঞং প্রতিস্থতিশক্তেভ্যঃ, এবং স্ম অমৃতং শোভনং বিজ্ঞ-
মাত্মত্বম্ অস্মি ভবামি । ১

দ্রবিণং ধনং সূবৰ্জসং দীপ্তিমদোদাত্মত্বম্, অস্মীত্যুবৰ্জতে । ব্রহ্মজ্ঞানং বা
আত্মত্বপ্রকাশকত্বাৎ সূবৰ্জমম্, দ্রবিণমিব দ্রবিণম্, মোক্ষ-সুখহেতুত্বাৎ । অস্মিন্
পক্ষে, প্রাপ্তং ময়েতাধ্যাহারঃ কর্তব্যঃ । সূমেধাঃ—শোনা মেধা সৰ্বভোগক্ষণা
যন্ত মম, সোহহং সূমেধাঃ ; সংসারস্থিত্যুৎপত্ত্যুপসংহারণৌলম্যোগাৎ
সূমেধম্ ; অত এব অমৃতঃ অমরগুণম্, অক্ষিতঃ অক্ষীণঃ অব্যয়ঃ অক্ষতো বা ;
অমুতেন বা উক্ষিতঃ সিক্তঃ “অমৃতোক্ষিতোহম্” ইত্যাদি ব্রাহ্মণম্ । ই- এবং
ত্রিশঙ্কোঃ ঋষেত্রীভূতস্ত ব্রহ্মবিদঃ বেদানুবচনম্ ; বেদঃ বেদনম্ শাস্ত্রিক-
বিজ্ঞানম্, তন্ত প্রাপ্তিমম্ বচনং বেদানুবচনম্, আত্মনঃ কৃতকৃত্যতাপ্রাধ্যাপনাপং
বামদেবদং ত্রিশঙ্কুনা আর্ষণে দর্শনে দৃষ্টো মন্ত্রান্বায় আত্মবিজ্ঞাপ্রকাশক
ইত্যর্থঃ । ২

অন্ত চ জপো বিজ্ঞোৎপত্ত্যর্থোহিবগম্যতে । ‘স্মাতক’ইতি ধর্মোপক্ৰাসাদনভরণ
বেদানুবচনপাঠাদেতদবগম্যতে । এবং শ্রোতস্মার্তেন নিত্যেন কৰ্ম্মসু
যুক্তস্ত নিষ্কামস্ত পবং ব্রহ্ম বিবিদিশোরার্ধাণি দর্শনানি প্রার্ছভবন্ত্যাদি-
বিষয়গীতি ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । ‘অহং বৃক্ষস্ত রেরিবা’ এই মন্ত্রটি এখানে পাঠ্যরূপে
পঠিত হইয়াছে । বিজ্ঞাপ্রকরণে থাকার বুঝা যাউতেছে যে, বিজ্ঞা-স্বয়ংপত্তির
জন্তই এই স্বাধ্যায়ের (মন্ত্রপাঠের) ব্যবস্থা । বিজ্ঞালাভের উপায় প্রদর্শনই এই
প্রকরণের উদ্দেশ্য, তজ্জন্য অত্ৰ কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না ।
স্বাধ্যায় (মন্ত্রপাঠ) দ্বারা চিত্ত বিজ্ঞ হইলেই বিজ্ঞার উৎপত্তি স্বত্বপর হয় ।

আমিই অন্তর্গ্যামিরূপে বৃক্ষের ত্রায় ছেদনীয় এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরক বা প্রবর্তক। আমার কীর্তি—খ্যাতি বা মহিমা পরমতত্ত্বের ত্রায় উদ্ভিত বা সমুন্নত। আমিই উর্দ্ধপবিত্র অর্থাৎ উর্দ্ধে—পরম কারণ পর ব্রহ্মে, বাহ্যে—সর্বাঙ্গ-ভাবাপন্ন যে আমার, পবিত্র—পবিত্রতাম্বনক অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ আত্মতত্ত্ব বিদ্যমান, সেই আমি হইতেছি—উর্দ্ধপবিত্র; বাস্তিতে—বাজ অর্থ—অন্ন, তদ্বিশিষ্ট স্বর্ঘ্যেতে ধেরূপ; অর্থাৎ শত শত ঋতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, স্বর্ঘ্যেতে ধেরূপ অমৃত অর্থাৎ বিত্ত আত্মতত্ত্ব প্রসিদ্ধ, সেইরূপ আমিও স্ম অমৃত—উত্তম বিত্ত আত্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত আছি।

আত্মতত্ত্বই দীপ্তিযুক্ত ধন, আমিই তৎস্বরূপ। এখানেও 'আমি' পদটির অল্পবৃদ্ধি হইয়াছে। অথবা দ্রবীণ অর্থ—দ্রবণের ত্রায়; ধনে (দ্রবণে) ভোগসুখ জন্মায়, আর ব্রহ্মজ্ঞানেও মোক্ষ-সুখ পাওয়া যায়; এই কারণে উহা দ্রবণের ত্রায়; এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়া সর্বসমুৎপত্তে। দ্বিতীয় অর্থের কালে দ্রবণতুল্য ব্রহ্মজ্ঞান—'আমি প্রাপ্ত হইয়াছি' এই পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। হ্রমেধা অর্থ—গাহার (আমার) মেধা—ব্রহ্মজ্ঞান স্ম—শোভন অর্থাৎ উত্তম, সেই আয়ি—হ্রমেধা; কেন না, সংসারের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার-কৌশল পরিজ্ঞাত থাকায় আমার মেধা স্ম (উত্তম)। এই কারণেই আমি অমৃত—মরণরহিত, অক্ষিত অর্থ—অক্ষীণ অর্থাৎ অব্যয় বা ক্ষয়-রহিত; অথবা ['অমৃতোক্ষিত' এই পদটির অমৃত + উক্ষিত, এইরূপ সন্ধি-বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হয় যে, অমৃতে সদানন্দরসে সিক্ত। এতদমুরূপ 'ব্রাহ্মণ'-বাক্যও আছে 'আমি অমৃতদ্বারা সিক্ত'। ত্রিশচু নামক ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্রহ্মবিদু ঋষির এই প্রকারই বেদামুখবচন,—বেদ অর্থ—বেদন (জানা) অর্থাৎ আত্ম-কল্প বিজ্ঞান; সেই বিজ্ঞান লাভের (অমৃত) পশ্চাৎ যে, বচন (উপদেশ), তাহাই বেদামুখবচন। বামদেবের ত্রায় ত্রিশঙ্কু ঋষিও আত্মদর্শনে, আত্মতত্ত্ব প্রকাশক যে বেদ মন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আপনার কৃতার্থতা-জ্ঞাপনের নিমিত্ত তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমতঃ 'ঋতম্' ইত্যাদি বাক্যে ধর্মোপদেশ করিয়া, তাহার পর এই বেদামুখবচনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা সমুৎপত্তির জন্য এই মন্ত্রটির জপ করিতে হয়। এই প্রকারে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য, ঋতিস্মৃতিবিহিত নীত্যাকর্ম সমূহে নিষ্কামভাবে নিয়ত থাকে অর্থাৎ নিয়মিত

ভাবে অনুষ্ঠান করে, সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরও ব্রহ্মাদি বিষয়ে আৰ্য বিজ্ঞান প্রাপ্তকৃত হইয়া থাকে ॥১১২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমাস্ত্রবাক্যেভ্যে ভাষ্যাস্ত্রবাদ ॥১০॥

বেদমনুচ্যাচার্যোহন্তেবাসিনমনুশাস্তি ।—সত্যং বদ ।
ধর্ম্মং চর । স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ । আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহুত্যা
প্রজাতস্তং মা বাবচ্ছেৎসীঃ । সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ । ধন্যান্ন
প্রমদিতব্যম্ । কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্ । ভূতৈ ন প্রমদিতব্যম্ ।
স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১ ॥১২২॥

সরলার্থঃ । সম্প্রতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরাণ্যে গ্রন্থে নিয়মেন কৰ্ত্তব্যানামুপ-
দেশার্থমঃস্মারন্তঃ—‘বেদম্’ ইত্যাদিঃ । আচার্য্যঃ অগ্নেবাসিনঃ (শিষ্যম্) বেদং
অনুচ্য (অধ্যাপ্য) অহু শাস্তি (উপদিশতি) । [উপদেশপকারানাহ—] সত্যং
বদ (প্রমাণাবগতমেব তৎ ত্বং ত্বয়ঃ বক্তব্যমিত্যর্থঃ) । ধর্ম্মং (শাস্ত্রোপদিষ্টং
কর্ম্ম) চর (আচর) । স্বাধ্যায়াৎ (অধ্যয়নাৎ) মা প্রমদঃ (প্রমাদং মা
কার্য্যঃ) । আচার্য্যায় (বেদাধ্যাপকায়, তদর্থে) প্রিয়ং (অভীষ্টং) ধনং আহুত্যা
(আনীয়, বিজ্ঞানক্রমার্থং দত্ত্বা) [আচায়েণ অহুজাতঃ সন্] প্রজাতস্তং (পুত্রাদি-
সন্তানং) মা বাবচ্ছেৎসীঃ (সন্তানবিক্ষেপং মা কার্য্যঃ—পত্নীমুপাদায় সন্তান-
নুৎপাদয়েত্যর্থঃ) । সত্যং (বথোক্তলক্ষণং) ন প্রমদিতব্যম্ (প্রমাদো ন
কার্য্য ইতি ভাবঃ) । ধর্ম্মং ন প্রমদিতব্যম্ (ধর্ম্মানুষ্ঠানং ন বিরক্তব্যমিত্য-
র্থঃ) । কুশলাৎ (আয়ত্তলক্ষণায়াং কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্ । ভূতৈ
(ভূতেঃ মঙ্গলার্থং কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্ । তথা, স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং
ন প্রমদিতব্যম্ (সাবধানেন স্বাধ্যায়-প্রবচনে কৰ্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ) ॥১২২॥

মূলানুবাদ । [ব্রহ্মজিজ্ঞাসন লাভেব পূর্বে শিষ্যকে যে সমস্ত
কর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, এখন তদুপদেশার্থ পরবর্তী
শ্রুতি আরম্ভ হইতেছে ।] আচার্য্য (মাণিত্রীদাতা গুরু)
শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দিয়া পরে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন—তুমি
সত্য বলিবে, অর্থাৎ তুমি প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় যেক্রমে অবগত হইবে ;
ঠিক তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবে । ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ
শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিবে । স্বাধ্যায় অর্থ বেদপাঠ, তাহাতে প্রমাদগ্রস্ত

(অনবহিত) হইবে না । আচার্য্যের উদ্দেশ্যে মনোরম ধন আহরণ করিয়া অর্থাৎ আচার্য্যকে উত্তম ধন প্রদান করিয়া [পত্নী গ্রহণ করিবে] ; সম্ভান ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে । সত্যনিষ্ঠায় প্রমত্ত হইবে না । ধর্ম্মামুষ্ঠানে অনবহিত হইও না । আত্মরক্ষার উপযোগী কর্ম্মে উদাসীন থাকিও না । মাতুলিক কর্ম্মে প্রমাদগ্রস্ত হইও না, এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচনে (যাহার লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে), প্রমত্ত হইও না । অভিপ্রায় এই যে, সাবধানে ঐ সকল বিষয় সম্পাদন করিবে ॥ ১১ ২২ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ । বেদমন্যুচেত্যেবমাদিকর্তব্যতোপদেশারম্ভঃ—প্রাপ্তব্রহ্মাণ্ডবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্তব্যানি শ্রোতস্বার্থানি কর্ম্মাণীত্যেবমর্থঃ; অমুশাসন-প্রভেদে পুরুষসংস্কারার্থাৎ । সংস্কৃতস্তু হি বিদ্বৎসংস্কারজ্ঞানমঙ্গলৈবোপজায়তে । “তপসা কল্যাণং হস্তি বিজ্ঞানামৃতমমৃতং” ইতি হি স্মৃতিঃ । বস্তুতঃ চ “তপসা ব্রহ্ম বিজিগ্যাসস্ব” ইতি । অতো বিজ্ঞোৎপত্ত্যর্থমমুষ্ঠেয়ানি কর্ম্মাণি । অমুশাস্তীত্যমুশাসনশব্দাদ্ অমুশাসনাতিক্রমে হি দোষোৎপত্তিঃ । প্রাপ্তপত্তাসাচ্চ কর্ম্মণাম্, কেবলব্রহ্মবিজ্ঞারম্ভাচ্চ পূর্ব্বং কর্ম্মাণ্যুপত্তন্তানি । উদিতায়াঞ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানাম্ “অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে ।” “ন বিভেতি কুতশ্চন ।” “কিমহং সাধু নাকরবম্”—ইত্যাদিনা কর্ম্ম-নৈক্কিঞ্চনং দর্শয়িষ্যতি । অতোহবগম্যতে—পূর্ব্বোপচিতহরিত-কল্পদ্বারেণ বিজ্ঞোৎপত্ত্যর্থানি কর্ম্মাণীতি । মন্ত্রবর্ণাচ্চ—“অবিজ্ঞয়া মৃত্যুং তীত্বা বিজ্ঞয়ামৃতমমৃতং” ইতি । ঋতাদীনাং পূর্ব্বজ্ঞোপদেশ আনর্থক্যপরিহারার্থঃ, ইহ তু জ্ঞানোৎপত্ত্যপত্ত্যং কর্তব্যতানিয়মার্থঃ ।

বেদম্ অনূচ্য অধ্যাপ্য আচার্য্যঃ অস্তেবাসিনম্ শিষ্যম্ অমুশাস্তি—গ্রন্থগ্রহণাৎ অমু পশ্চাৎ শাস্তি তদর্থং গ্রাহয়তীত্যর্থঃ । অতোহবগম্যতে—অধীতবেদস্ত ধর্ম্মজিগ্যাসামকরা গুরুকুলান্ন সমাবহিতব্যমিতি । “বুদ্ধা কর্ম্মাণি চারম্ভেৎ” ইতি স্মৃতেশ্চ । কথমমুশাস্তীত্যত আহ—সত্যং বদ যথাপ্রমাণ-বগতং বক্তব্যং চ বদ । তদ্বৎ ধর্ম্মং চর ; ধর্ম্ম ইত্যমুষ্ঠেয়ানাং সামান্ত্রবচনম্, সত্যাদিবেশবনির্দেশাৎ । স্বাধ্যায়াৎ অধ্যয়নাৎ বা প্রমদঃ প্রমাদং বা কার্য্যঃ । আচার্য্যায় আচার্য্যার্থং প্রিয়ম্ ইষ্টং ধনম্ আহৃত্য আনীয় দদা বিজ্ঞা-নিজ্ঞয়ার্থম্, আচার্য্যোণ চাহুজাতঃ অমুরূপান্ দারান্ আহৃত্য, প্রকৃতভক্তঃ

প্রজ্ঞা-সন্তানং বা ব্যবচ্ছেৎসীঃ ; প্রজ্ঞাসম্বতের্কিচ্ছিত্ত্বিনং কৰ্ত্তব্য। অমৃতংপত্ন-
মানেহপি পুত্র, পুত্রকামাদিকাম্যা তদ্বৎপত্তৌ যত্নঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ;
প্রজ্ঞা-প্রজন-প্রজ্ঞাতিত্বনির্দেশসামর্থ্যাৎ ; অথবা প্রজনশেচেত্যতদেকমেবাব-
ক্ষ্যৎ । সত্যং ন প্রমদিতবাং প্রমাদো ন কৰ্ত্তব্যঃ ; সত্যচ্চ প্রমদনম্নত-
প্রসঙ্গঃ ; প্রমাদশব্দসামর্থ্যাৎ ; বিশ্বতাপানুতং ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ ; অথবা
অসত্যবচনপ্রতিবেদ এব স্যাৎ । ধৰ্ম্মাৎ ন প্রমদিতবাম্ ; ধৰ্ম্মশব্দস্তানুষ্ঠেয়বিশেষ-
বিষয়ত্বাদ্ অনমুষ্ঠানং প্রমাদঃ, স ন কৰ্ত্তব্যঃ, অমুষ্ঠাতব্য এব ধৰ্ম্ম ইতি যাবৎ ।
এবং কুশলাৎ আত্মরক্ষার্থং কৰ্ম্মণো ন প্রমদিতবাম্ । ভূতিঃ বিভৃতিঃ, তস্যৈ
ভূতৌ ভূত্যাগ্নাদ্ভগ্নযুক্তাৎ কৰ্ম্মণো ন প্রমদিত্যম্ । বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন
প্রমদিতবাম্, তে হি নিয়মেন কৰ্ত্তব্যো ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । বেদাধ্যয়নের পব ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত
ঐতিশ্ৰুতিবিহিত যে সমস্ত কার্য্য অবশ্য কৰ্ত্তব্য। সেই সমুদয়ের কৰ্ত্তব্যতা-
জ্ঞাপনার্থ “বেদম্ অনুচ্য” ইত্যাদি ঐতির আরম্ভ হইয়াছে ; কেন না, অদ্বীত-
বেদ পুরুষের সংস্কার-সাধনই এই অনুশাসন ঐতির প্রয়োজন । সংস্কার
দ্বারা বিত্ত্বজ্জিহিত পুরুষের আত্মবিষয়ক জ্ঞান ‘নশ্চয়ই যথাযথরূপে উৎপন্ন
হইয়া থাকে । কারণ, স্বতীশাগ বলিতেছেন যে, ‘তপস্তা দ্বারা পাপক্ষয় করে, এবং
বিজ্ঞা (উপাসনা বা জ্ঞান) দ্বারা অমৃত ভোগ করে’ । স্বয়ং এই উপনিষদও
বলিবেন—‘তপস্তা দ্বারা ব্রহ্মকে জ্ঞান’ । অতএব বিজ্ঞা-সমুৎপাদানের নিমিত্ত
কৰ্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কৰ্ত্তব্য । [এই ব্যাখ্যায় প্রতিতে অনুশাসনের নিত্যতা
বোধক] ‘অনুশাস্তি’ পদ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে—ঐত্যুক্ত অনুশাসন লক্ষণে
প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে । প্রথমে কৰ্ম্মোপদেশও ইহার অপরাধ কারণ,
অর্থাৎ এই জন্তই শুদ্ধ ব্রহ্ম বিজ্ঞারস্তের আগে অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মসমূহের উল্লেখ করা
হইয়াছে । ঐতি নিজেই ব্রহ্মবিজ্ঞা সমুৎপত্তির পর, ‘অভয় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি)
লাভ কবীয়া থাকে’, ‘ব্রহ্মবিত্ত পুরুষ কোথাও ভয় পান না’ ‘আমি কেন উত্তম
কৰ্ম্ম করি নাহ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা [তৎকালে] কৰ্ম্মের অনাবশ্যকতা
প্রদর্শন করিবেন । ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পূৰ্ব্বসংকিত পাপধ্বংস-
পূৰ্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি সাধনই কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য । ‘অবিজ্ঞা (নিত্যকৰ্ম্ম) দ্বারা
মৃত্যু (মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কৰ্ম্ম) অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞা
(উপাসনা) দ্বারা অমৃত লাভ করে’ (১) ইত্যাদি মন্তব্যক হইতেও

(১) তাৎপর্য্য—অবিজ্ঞার কৰ্ম্মণা অগ্নিহোত্ৰাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কৰ্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যু-

ইহা জানা যাইতেছে। কৰ্ম্মের আনৰ্ধক্যশক্তি পরিহারার্থ পূর্বে 'ঋত' প্রভৃতির উপদেশ করা হইয়াছে; আর জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া এখানে কৰ্ম্মের অবশ্যকর্তব্যতা জ্ঞাপনার্থ উপদেশ করা হইতেছে। ১

আচার্য্য (যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি) অস্তেবাসী শিষ্টকে বেদ অধ্যাপনা করিয়া অর্থাৎ বেদশিক্ষাদানের পর শিষ্যের প্রতি অমুশাসন করিয়া থাকেন—গ্রন্থ অধ্যয়নের 'অমু'—পশ্চাৎ, শাসন—উপদেশ করেন অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দেন। ইহা হইতে বুঝায় যে, অদ্বীতবেদ শিষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব না জানিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিবে না অর্থাৎ নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিবে না। 'অবগত হইয়া কন্ম করিবে' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও ইহাই বুঝা যায়। কি প্রকারে অমুশাসন করেন, তাহা বলিতেছেন। ২—

[হে সোম্য, তুমি] সত্য বলিবে, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় প্রমাণ দ্বারা যেরূপ অবগত হইবে, ঠিক সেই রূপই বলিবে; সেইরূপ, ধর্ম্মাচরণ করিবে। সত্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এখানে, ধর্ম্মশব্দে সামান্যতঃ অমুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম মাত্রেরই গ্রহণ। স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ অধ্যয়নে প্রমত্ত (অনবহিত) হইবে না; অধ্যয়ন বিষয়ে অনবধান করিবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রিয় ধন আহরণ করিয়া—বিছার প্রতিমূল্য স্বরূপ ধন দান করিয়া এবং আচার্য্যের অমুমতি প্রাপ্ত হইয়া, আত্মামুরূপা পত্নী গ্রহণপূর্বক প্রজা-তন্ত (সন্তানের ধারা বা বিস্তার) বিচ্ছিন্ন করিবে না, অর্থাৎ সন্তান বিস্তারের বিচ্ছেদ ঘটাইবে না। ঋতিতে প্রজা, প্রজনন ও প্রজাতি এই তিনটি কথার পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, পুত্র উৎপন্ন না হইলে, পুত্রকামনায় যে সমুদয় কার্য্য বিহিত আছে, সেই সমুদয় কার্য্যদ্বারাও পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত স্বত্বকরা আবশ্যক; নচেৎ কেবল 'প্রজনশ্চ' এই একটীমাত্রের নির্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইত। সত্য হইতেও প্রমত্ত হইবে না, অর্থাৎ সত্য-বিষয়েও প্রমাদা হওয়া কর্তব্য নহে। সত্য হইতে প্রমত্ত হওয়া অর্ধট মিত্যাতে অমুরাগ বা সম্পর্ক। 'প্রমাদ' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ভ্রুপেও মিথ্যা

শব্দবামুভয়ং তীর্ষা অতিক্রমা, বিছারা দেবতা-জ্ঞানেন অমৃতং দেবতায়ভাবম্ অমৃত্তে প্রাপ্যোতি। ইতি দশোপনিষদি শাকরভাষ্যম্। সম্ভার্থ এই যে, অবিচ্ছিন্ন অর্ধ অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি কন্ম। যত্ন অর্থ—অভাবজাত জ্ঞান ও কৰ্ম্ম। বিদ্যা অর্থ—দেবতাজ্ঞান বা দেবতার উপাসনা। অমৃত অর্থ—দেবতাব প্রাপ্তি।

বলিবে না ; নচেৎ অসত্য কথনের প্রতিবেদন করাই উচিত ছিল । ধর্ম্যবিষয়ে প্রমাদী হইবে না । ধর্ম্মশাস্ত্র সাধারণতঃ অমুঠেয় কর্ম্মবিশেষবোধক , তাহার অমুঠান না করাই প্রমাদ ; সেই প্রমাদ করিবে না, অর্থাৎ অবশ্যই ধর্ম্মামুঠান করিবে । এইরূপ, আত্ম রক্ষার্থে প্রযোজ্য—কুশল কর্ম্ম বিষয়েও প্রমাদ করিবে না । ভূতি অর্থ বিভূতি (সম্পদ) ; সেই ভূতিসাধন মঙ্গলকর কর্ম্মবিষয়েও প্রমাদ করিবে না । অধ্যয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যানের বিরত থাকিবে না ; অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক স্বাধ্যায় ও প্রবচন করিবে ॥ ১ ॥ ২২ ॥

দেবপিতৃকার্য্যভ্যাম্ ন প্রমদিত্যবম্ । মাতৃদেবো ভব ।
পিতৃদেবো ভব । অচার্য্যদেবো ভব । অতিথিদেবো ভব ।
যাত্ননবজ্ঞানি কর্ম্মাণি । তানি সেবিতব্যানি । নো ইতরাণি ।
যাত্নশ্রাকং সূচরিতানি । তানি ত্রয়োপাস্তানি । নো
ইতরাণি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

অন্নলানার্থঃ । কিঞ্চ দেব-পিতৃকার্য্যভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ । মাতৃদেবঃ
(মাতা দেবঃ দেববৎ পূজনীয় যন্ত, সঃ তথা) ভব । পিতৃদেবঃ (পিতা দেবঃ
যন্ত, স তথা) ভব । অচার্য্যদেবঃ ভব । অতিথিদেবঃ ভব । [সতাঃ] যানি
অনবজ্ঞানি (অনিন্দনীয়ানি) কর্ম্মাণি, তানি (কর্ম্মাণি) সেবিতব্যানি ; ইতরাণি
(অবজ্ঞানি কর্ম্মাণি) ন [সেবিতব্যানি] । অশ্রাকং (অচার্য্যপদবীতাজ্যং)
যানি সূচরিতানি (সদাচারঃ), তানি ত্রয়া (শিষ্টেণ) উপাস্তানি
(সেবিতব্যানি) । ইতরাণি (অ-সূচরিতানি—আচার্য্যগণাহুষ্টিভাজ্যপি) নো
(ন) [উপাস্তানি] ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

শাক্তভ্যাম্ । তথা দেবপিতৃকার্য্যভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্,
দৈবপিত্রে কর্ম্মণী কৰ্ত্তব্যে । মাতৃদেবঃ মাতা দেবো যন্ত সঃ, স্বঃ ভব স্তাঃ ।
এবং পিতৃদেবঃ ভব ; অচার্য্যদেবো ভব ; অতিথিদেবো ভব ; দেবতাবহুপাস্তা
এতে ইত্যর্থঃ । যাত্নপি চাত্নানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি শিষ্টোচারলক্ষণানি
কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি কৰ্ত্তব্যানি ত্রয়া । নো ন কৰ্ত্তব্যানি ইতরাণি
সাবদ্যানি শিষ্টকৃতান্তপি । যানি অশ্রাকমচার্য্যভ্যাং সূচরিতানি শৌভনচরিতানি
আত্মান্যাবিরুদ্ধানি, তাংলৈব ত্রয়োপাস্তানি অদৃষ্টার্থাহুষ্ঠেয়ানি নিয়মেন
কৰ্ত্তব্যানীভ্যেতৎ । নো ইতরাণি বিপরীতাজ্যচার্য্যকৃতান্তপি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । পূর্বের ঙ্গায় দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে প্রমাদ-
 প্রস্তুত হইবে না, অর্থাৎ দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য অবশ্য করিবে । তুমি মাতৃ-
 দেব—মাতা বাহার দেবতা, এরূপ হইবে । এইপ্রকার পিতৃদেব হও ;
 আচার্য্যদেব হও (১) ; অতিথিদেব হও ; অর্থাৎ মাতা, পিতা, আচার্য্য ও
 অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে । আরও যে সমুদয় অনবস্ত্র অর্থাৎ
 অনিন্দিত কর্ম্ম আছে, শিষ্ঠাচারসম্মত সেই সমুদয় কর্ম্ম তুমি অনুষ্ঠান করিবে,
 কিন্তু অপর যে সমুদয় কর্ম্ম সাবস্ত্র (নিন্দিত), সে সমুদয় কর্ম্ম শিষ্ঠানুষ্ঠিত হইলেও
 করিবে না । আমাদের—আচার্য্যগণের আচরিত—বেদাদির আবিরুদ্ধ যে সমু-
 দয় উত্তম আচরণ, পুণ্যের জন্ত সেই সমুদয় সদাচারেরই নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠান
 করিবে ; কিন্তু তদ্বিপরীত আচরণ যদি আচার্য্যকৃতও হয়, তথাপি তাহার
 অনুসরণ করিবে না ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

যে কে চান্সচ্ছেয়াংমো ব্রাহ্মণাঃ । তেবাং ত্রয়্যাসনেন
 প্রস্থসিতব্যম্ । অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্ । অশ্রদ্ধয়াহদেয়ম্ । শ্রিয়া
 দেয়ম্ । হ্রিয়া দেয়ম্ । ভিয়া দেয়ম্ । সংবিদা দেয়ম্ । অথ যদি
 তে কশ্ম-বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্মাৎ— ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

শাক্তর ভাষ্যম্ । যে কে চ বিশেষিতাঃ আচার্য্যাদিধর্ম্মৈঃ অশ্র-
 অন্তঃ শ্রেয়াংসঃ প্রশস্ততরাঃ, তে চ ব্রাহ্মণাঃ, ন কল্লিাদয়ঃ, তেবামাসনেন
 আসনদানাদিনা ত্রয়া প্রস্থসিতব্যম্, প্রস্থসনং প্রস্থাসঃ শ্রমাপনয়ঃ ; তেবাং
 শ্রমস্ত্রয়্যাপনেতব্য ইত্যর্থঃ । তেবাং বা আসনে গোষ্ঠীনমিত্তে সমুদিত্তে,
 তেষু ন প্রস্থসিতব্যম্, প্রস্থাসোহপি ন কর্তব্যঃ ; কেবলং তদ্বৃক্তসারগ্রাহিণা ভবি-
 তব্যম্ । যৎ কিস্কিন্দেরম্, তৎ শ্রদ্ধয়ৈব দাতব্যম্ । অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং, ন দাতব্যম্ ।
 শ্রিয়া বিভূত্যা দেয়ং দাতব্যম্ । হ্রিয়া লজ্জয়া চ দেয়ম্ । ভিয়া চ ভীত্যা চ দেয়ম্ ।
 সংবিদা চ মৈত্র্যাদিকারণেণ দেয়ম্ । অথ এবং বর্তমানস্থ যদি কদাচিত্তে তে

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ : “উপনীয় দদবেদ আচার্য্যঃ পরিকীর্তিতঃ ।”
 (মহু) । যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি ‘আচার্য্য’ নামে অভিহিত হন । অথবা,
 “আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাতারে স্থাপয়তাণি । স্বরমাচরতে যস্মাদাচার্য্যন্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥” অর্থাৎ
 যিনি স্বয়ং শাস্ত্রের সারসংগ্রহ করেন ; লোককে সদাচার শিখা দেন এবং নিজের তদনুসরণ
 আচরণ করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া কথিত হন ॥

তব শ্রোতে স্মার্তে বা কৰ্ম্মণি, বৃত্তে বা আচারলক্ষণে, বিচিকিৎসা সংশয়ঃ
স্তাৎ ভবেৎ — ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্মার্শিনঃ । যুক্তা আযুক্তাঃ । অলুক্ষা
ধৰ্ম্মকামাঃ স্ত্যঃ । যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্ । তথা তত্র
বর্ত্তেথাঃ । অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্মার্শিনঃ । যুক্তা
আযুক্তাঃ । অলুক্ষা ধৰ্ম্মকামাঃ স্ত্যঃ । যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্ ।
তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ । এষ আদেশঃ । এষ উপদেশঃ । এষা
বেদোপনিষদ্ । এতদনুশাসনম্ । এবমুপাসিতব্যম্ ।
এবম্ চৈতদুপাস্তম্ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

[স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তানি ত্রয়োপাস্তানি
বিচিকিৎসা বা স্মার্তেষু বর্ত্তেরন্ সপ্ত চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায় একাদশোহনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

সম্বল্লার্থঃ । তথা, যে কে চ (অপি) অশ্বচ্ছৈয়াংসঃ (অশ্বদ্ব্যোহপি প্রশস্ত-
তরাঃ) ব্রাহ্মণাঃ তত্র [সন্তি], ইয়া তেষাং (ব্রাহ্মণানাং) আসনেন (আসন-
দানাদিনা) প্রথাসিত্যস্ (প্রথাসঃ প্রমাপনয়ঃ) [কর্তব্যঃ] । অশ্বদ্বা দেয়ং, অশ্বদ্বয়া
অদেয়ং (ষৎকিকিৎ দাতব্যম্, তৎ অশ্বদ্বা এব দাতব্যম্, ন পুনরশ্বদ্বয়েত্যর্থঃ) ।
শ্রীণা (সম্পদা) দেয়ম্ ; ত্রিষা (লক্ষ্যচ) দেয়ম্ ; (দ্বা ন কৌষ্ঠনীয়মিতি ভাবঃ) ।
ভিরা (ভয়েন, নতু দধেন) দেয়ম্ । সংবিদা (যৈত্রাদিভাবনয়া) দেয়ম্ ।
অথ (এবং বর্ত্তমানস্ত) তে (তব) যদি [কদাচিৎ] কৰ্ম্মকিচিকিৎসা বা
(কৰ্ম্মণি কর্তব্যে বিষয়ে বা সংশয়ঃ), তথা বৃত্তবিচিকিৎসা বা (গ্ৰস্তে সদাচারে বা
সংশয়ঃ) স্তাৎ ; [তদা] তত্র (দেশে কালে বা) যে সন্মার্শিনঃ (বিচারক্ষমাঃ)
যুক্তাঃ (পণ্ডিতাঃ) আযুক্তাঃ (কৰ্ম্মণি বৃত্তে বা পরেণ অপ্রযুক্তাঃ), অলুক্ষাঃ
(অলুক্ষাঃ যদ্ব্যবভাবাঃ) ধৰ্ম্মকামাঃ (পুণ্যাভিলাষিণঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্ত্যঃ
(ভবেয়ুঃ), তে (তাদৃশাঃ) ব্রাহ্মণাঃ তেষু (কৰ্ম্মসু বৃত্তেষু বা) যথা (যেন
প্রকারেণ) বর্ত্তেরন্ (প্রবৃত্তা ভবেয়ুঃ), তস্মৈ অপি তথা (তেন প্রকারেণ)
বর্ত্তেথাঃ [ন পুনঃ অতথা] । এষঃ (যথোক্তসত্যবদনাদিৰূপঃ) আদেশঃ

(বিদিঃ), এবং উপদেশঃ (গুরুবচনস্থানীয়ঃ, অমূল্যজনীয় ইত্যর্থঃ), এবং (যথোক্তবাক্যসংহতিঃ) বেদোপনিষদ্‌ (বেদরহস্তম্), এতৎ (বচনজাতঃ) অমূল্যশাসনং (রাজশাসনভূতম্) । এবং (যথোক্তরূপেণ সত্যাদিকং) উপাসিতব্যং (উপাস্তমেব), এবম্ উ (এব) চ এতৎ (সত্যাদিকং) উপাস্তম্ (ন পুনঃ কদাপি হাতবাম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩-৪ ॥ ২৪—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশাঙ্কবাক্যার্থ্য ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। দেব-কার্য্য ও পিতৃ-কার্য্যে অমনোযোগী হইবে না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, এবং অতিথিদেব হও অর্থাৎ পিতা, মাতা, আচার্য্য (যিনি সান্নিধ্য দীক্ষা দিয়াছেন, তাহাদিগকে) ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যে সমুদয় কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সে সমুদয় কর্ম্মের সেবা করিবে। অপর নিন্দনীয় কর্ম্ম সমূহের সেবা করিবে না। আমাদের (আচার্য্যগণের) যে সমুদয় স্মৃতির (সদস্মৃতি), তুমি কেবল সেই সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অপর—অসদাচারের নহে। আমাদের মধ্যে যে কেহ প্রশস্ততর ব্রাহ্মণ আছেন, তুমি আসন প্রদান করিয়া তাহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে; অথবা তাহাদের উচ্চাসন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না। [যাহা কিছু দান করিবে], অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। বিভাবানুরূপ দান করিবে; অথবা প্রশস্ততার সহিত দিবে। যদি কখনও ঐ সমস্ত কর্ম্ম বা আচারে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, [তাহা হইলে,] সেই দেশে বা সেই সময়ে, সদসম্মিচারক্ষম, পণ্ডিত, কর্ম্ম ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত, সরলমতি ও ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকেন, তাহারা সেই সেই কর্ম্ম ও আচার যে প্রকারে অনুষ্ঠান করেন, তুমিও সেই প্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে। [আদরার্থ এই একই কথা বলিতেছেন—] তাহাব মধ্যেও যদি কোন প্রকার দোষবুদ্ধি বা সংশয় পুনরায় সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলেও, সেই দেশে বা সেই কালে, পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন যে সমুদয় ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহারা সেই সেই বিষয়ে যে প্রকার ব্যবহার করেন, তুমিও সেই সমুদয় বিষয় সেই প্রকারেই করিবে। ইহাই

আদেশ. অর্থাৎ কর্তব্যানিদ্ধারক বিধান ; ইহাই উপদেশ (গুরুর আজ্ঞা) ; ইহাই বেদোপনিষদ্. অর্থাৎ বেদের রহস্য ; ইহাই ঈশ্বরানুশাসন ; এই প্রকারই উপাসনা করিবে—এই প্রকারেই ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২—৪॥ ২৩—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধায়ে একাদশ অনুবাকের ব্যাখ্যা ॥১১॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । যে তত্র তস্মিন্ দেশে কালে বা ব্রাহ্মণাঃ, তত্র কর্ম্যাদৌ যুক্তা ইতি ব্যবহিতেন্ সম্বন্ধঃ কর্তব্যঃ ; সম্বর্শনো বিচারকর্ম্যঃ, যুক্তাঃ অভিযুক্তাঃ, কর্ম্মণি বৃত্তে বা আযুক্তাঃ অ-পবপ্রযুক্তাঃ অলক্ষাঃ অকক্ষা অকুরমতরঃ, দর্শ্যকামাঃ অদৃষ্টার্শিনঃ অকামহতা ইত্যোক্তং ; স্মৃতাঃ ভবেয়ুঃ, তে ব্রাহ্মণাঃ যথা যেন প্রকারেণ তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি বৃত্তে বা বৃত্তে'রন, তথা ত্বমপি বৃত্তে'থাঃ । অথ অভ্যাপ্যাতেন্, অভ্যাপ্যাতাঃ অভ্যুক্তাঃ দোষণে গম্ভীরমানেন সংযোজিতাঃ কেনচিত্, তেন্ চ যথোক্তং সর্বমুপনয়েৎ—যে তত্রোক্তাদি । এষ আদেশঃ বিধিঃ । এষ উপদেশঃ পুত্রাদিভ্যঃ পিত্রাদীনামপি । এষা বেদোপনিষদ্ বেদরহস্যং বেদার্থ ইত্যোক্তং । এতদেবাত্মশাসনম্ ঈশ্বরবচনম্ ; আদেশবাচাস্ত বিশেষরুক্তভাৎ । সপেবা বা প্রমাণভূতানামনুশাসনমেতৎ । যস্মাদেবং, তস্মাদেবং যথোকং সঙ্গমপাসিতবাং কৃত্বাম্ । এবম্ চ এতদুপাস্তম্ উপাস্তমেব তে'তৎ নানুপাস্তম্, ইত্যাদিগর্ভম্ পুনর্লচনম্ ॥১

অত্রৈতচ্চিহ্নাঃ—বিজ্ঞাকর্ম্মণোন্নিবেকার্থম্—কিং কর্ম্মভা এব কেবলোভ্যঃ পরং শ্রেয়ঃ ? উত বিজ্ঞা-সংব্যাপেকভাঃ ? বাহো'শ্বিধিভ্যাকর্ম্মভাঃ সংহত'ভ্যাম্ ? বিজ্ঞাথা বা কর্ম্মাপেক্ষায়াঃ ? উত কেবলোভ্য এব বিজ্ঞাথাঃ ? ইতি । তত্র কেবলোভ্য এব কর্ম্মভ্যঃ স্মৃতাঃ, সমগ্রবেদার্থজ্ঞানবৎ : কর্ম্মাধিকারাতঃ “বেদঃ কৃত্বেন্নো'ধিগন্তব্যঃ সরহস্তো'ধিগন্ত্যনা” ইতি স্মরণাৎ । অদিগমশ্চ সঙ্গোপনিষদর্শেনা'জ্ঞানাদিনা । “বদ্বান্ যজতে” “বিদ্বান্ ব্রাহ্মযতি” ইতি চ বিদ্বন্-এব কর্ম্মাধিকারঃ পদর্শ্যতে সর্কত্র, জ্ঞাত্বা চানুষ্ঠানমিতি চ । কৃত্বশ্চ বেদঃ কর্ম্মার্থ ইতি হি যজ্ঞস্তে কেচিৎ । কর্ম্মভ্যশ্চৈৎ পরং শ্রেয়ো'না'বাপ্যতে, বেদোহনর্থকঃ স্মৃতাঃ । ন ; নিত্য-জ্ঞানোক্তম্ । নিত্যো'হি মোক্ষ ইচ্ছতে । কর্ম্মকার্যজ্ঞানি'ভ্যং প্রসিদ্ধম্ লোকে । কর্ম্মভ্যশ্চৈৎ শ্রেয়ঃ, অনিত্য' স্মৃতাঃ ; তচ্চানি'ম্ । ননু কাম্যপ্রতিবিদ্ধয়ো'প্রনাশভাৎ আরক্যশ্চ কর্ম্মণ উপভোগেনৈব দিয়াং, 'নত্যাত্মানাচ্চ প্রত্যাবাপ্তমুপপত্তে: জ্ঞাননিরপেক্ষ এব মোক্ষ ইতি চেৎ ; তচ্চ ন, কর্ম্মশেষসত্ত্ববাং তন্নিমিত্তা

শরীরান্তরোৎপত্তিঃ প্রাপ্নোতীতি প্রত্যুক্তম্ । কৰ্ম্মশেষস্ত চ নিত্যানুষ্ঠানেনাবিরো-
ধাৎ ক্ষয়ানুপপত্তিরিতি চ । ২

যদ্বক্তং সমস্তবেদাদৰ্শজ্ঞানবতঃ কৰ্ম্মাধিকারাদিত্যাদি, তচ্চ ন ; ঐতজ্ঞান-
ব্যাতিরেকানুপাসনস্ত । ঐতজ্ঞানমাত্রেণ হি কৰ্ম্মণ্যধিক্রিয়তে, নোপাসনজ্ঞানম-
পেক্ষতে । উপাসনঞ্চ ঐতজ্ঞানাদৰ্শান্তরং বিধীয়তে মোক্ষকলম্ ; অৰ্থান্তর-
প্রসিদ্ধেচ্চ স্তাৎ ; “শ্রোতব্যঃ” ইত্যুক্ত্য । তদ্যতিরেকেণ “মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”
ইতি যদ্ব্যন্তরবিধানাৎ, মনননিদিধ্যাসনয়োঃ প্রসিদ্ধং শ্রবণজ্ঞানাদৰ্শান্তরত্বম্ । ৩

এবং তর্হি বিজ্ঞাসংব্যাপেক্ষেভ্যঃ কৰ্ম্মভ্যঃ স্তান্মোক্ষঃ ; বিজ্ঞাসহিতানাঞ্চ কৰ্ম্মণাং
ভবেৎ কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্ ; যথা স্বতো মরণজরাদিকার্য্যারম্ভসমর্থ্যানামপি
বিষ-দধ্যাদীনাম্ বহু-শর্করাদিসংযুক্তানাং কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্, এবং বিজ্ঞা-
সহিতৈঃ কৰ্ম্মভিম্বোক্ষ আরম্ভাত ইতি চেৎ ; ন ; আরম্ভাশ্রানিত্যাদিত্যা-
জ্ঞো দোষঃ । বচনাদারম্ভোহপি নিত্য এবৈতি চেৎ ; ন ; জ্ঞাপকত্বাচনস্ত ।
বচনং নাম বথাভূতশ্রাব্যস্ত জ্ঞাপকম্, নাবিদ্যমানস্ত কর্ত্ত্ব । নহি বচন-
শতেনাপি নিত্যমারম্ভাতে ; আরম্ভং বা অবিনাশি ভবেৎ । এতেন বিদ্যা-
কৰ্ম্মণোঃ সংহতয়োর্মোক্ষারম্ভকত্বং প্রত্যুক্তম্ । ৪

বিদ্যা-কৰ্ম্মণী মোক্ষপ্রতিবন্ধহেতুনিবর্তকে ইতি চেৎ ; ন ; কৰ্ম্মণঃ ফলাস্তর-
দর্শনাৎ—উৎপত্তি-সংস্কার-বিকারাপ্তয়ো হি ফলং কৰ্ম্মণো দৃশ্যন্তে । উৎপত্ত্যাদি-
ফলবিপরীতশ্চ মোক্ষঃ । গতিশ্রুতেরাপ্য ইতি চেৎ,—“স্বর্ঘ্যদ্বারেণ”
“তদগোদ্ধমায়ন” ইত্যেবমাদিগতিশ্রুতিভ্যঃ প্রাপ্যো মোক্ষ ইতি চেৎ ;
ন ; সর্কগতবাদাস্তৃভাশ্চানন্তত্বাৎ । আকাশাদিকারণত্বাৎ সর্কগতং ব্রহ্ম,
ব্রহ্মব্যতিরিক্তশ্চ সর্কে বিজ্ঞানাত্মনঃ ; অতো নাপ্যো মোক্ষঃ । গম্বরত্বদ্বিত্ব-
দেশঃ চ ভবতি গন্তব্যম্ । ন হি যেনৈবাব্যতিরিক্তং যৎ, তৎ তেনৈব
গম্যতে । তদনন্তপ্রসিদ্ধিশ্চ “তৎ সৃষ্টী তদেবানুপ্রাণিশৎ ।” “ক্ষেত্রজ্ঞকপি
মাং বিদ্ধি সর্কক্ষেত্রেয়ু” ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিশতৈভ্যঃ । গঠৈত্বার্থাদি-
শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—অথাপি স্তাৎ যদ্ব্যপ্রাপ্যো মোক্ষঃ, তদা গতিশ্রুতীনাং
“স একধা”, “স যদি পিতৃলোককামো ভবতি” “জ্ঞীভির্কী যানৈর্কী” ইত্যাদি-
শ্রুতীনাঞ্চ কোপঃ স্তাদিতি চেৎ ; ন ; কার্য্যব্রহ্মবিষয়ভাভাসাম্ । কার্য্যে হি
ব্রহ্মণি জ্ঞাদয়ঃ স্তাঃ ; ন কারণে ; “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “যত্র নান্তৎ পশুতি”
“তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । ৫

বিরোধাত্ত বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ । প্রলীনকর্ত্তাদিকারক-

বিশেষ-তত্ত্ববিষয়া হি বিজ্ঞা তদ্বিপরীতকারকসাম্যেন কৰ্মণা বিরূধ্যতে ।
ন হ্যেকং বস্তু পরমার্থতঃ কত্রাদি বিশেষবৎ তচ্ছ্রুতক্ৰেতি উত্তরথা দ্রষ্টুং শক্যতে ।
অবশ্যং হস্ততরমিধ্যা স্তাৎ । অস্ততরস্ত চ মিথ্যাব্যপদেশে যুক্তং যৎ স্বাভাবিকা-
জ্ঞানবিষয়স্ত বৈতন্ত্য মিথ্যাব্যম্ ; “যত্র হি বৈতমিব ভবতি” “মৃত্যোঃ স
মৃত্যুমাশ্নোতি ।” “অথ যত্রাত্মং পশ্যতি তদল্পম্ ।” “অন্তোহিসাবন্তোহিহমস্মি ।”
“উদরমন্তরং কুরুতে ।” “অথ তন্ত ভয়ং ভবতি” ইত্যাদিশ্রুতিশ্রুতিভাঃ । সত্যং
চৈকত্বস্ত “একৈববাহুদ্বৈবাম্” “একমেবাদিতীয়ম্” “ব্রহ্মৈবেদং সৰ্বম্”
“আত্মৈবেদং সৰ্বম্” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । ন চ সম্প্রদানাদিকারিকভেদাদর্শনে
কৰ্মোপপদ্যতে । অস্ততদর্শনাপবাদান্ত বিজ্ঞাবিবয়ে সহস্রশঃ শ্রয়ন্তে । অতো
বিরোধো বিজ্ঞাকৰ্মণোঃ ; অতশ্চ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ । ৬

তত্র বহুভুতং সহস্রভাভ্যাং বিজ্ঞাকৰ্মভ্যাং মোক্ষ ইত্যেতদনুপপন্নমিতি ;
তদযুক্তম্, তাৎসহিতত্বাৎ কৰ্মণ্যাম্ শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—স্ব্যাপমৃদ্ব কত্রাদি-
কারকবিশেষমাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং বিধীয়তে—সর্পাদি ভ্রান্তিবিজ্ঞানোপমর্দক-
রজ্জ্বাদিবিষয়বিজ্ঞানবৎ, প্রাপ্তঃ কৰ্মবিধি-শ্রুতীনাং নিষিদ্ধত্বাবিরোধঃ ।
বিহিতানি চ কৰ্ম্মাণি । স চ বিরোধো ন যুক্তঃ প্রমাণত্বাৎ শ্রুতীনামিতি
চেৎ ; ন ; পুরুষার্থোপদেশপরত্বাৎ শ্রুতীনাম্ । বিজ্ঞোপদেশপরা তাবৎ শ্রুতিঃ
সংসারাৎ পুরুষো মোক্ষয়িতব্য ইতি সংসারহেতোরবিদ্যায়া বিজ্ঞয়া নিবৃত্তিঃ
কর্তব্যোতি বিদ্যাপ্রকাশকত্বেন প্রযুক্তেতি ন বিরোধঃ । ৭

এবমপি কত্রাদিকারকসম্ভাবপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রং বিরূধ্যত এবমিতি
চেৎ ; ন ; বধাপ্রাপ্তমেব কারকান্তিহমুপাদায় উপাস্তহরিতক্ষমাখং কৰ্ম্মাণি
বিদধচ্ছাস্ত্রং মুমূক্ষুণাং ফলার্থিনাঞ্চ ফলসাধনং ন কারকান্তিহে ব্যাগ্রিয়তে ।
উপচিতহরিতপ্রতিবন্ধস্ত হি বিজ্ঞোৎপত্তির্নাবকল্লাতে ; তৎকয়ে চ বিজ্ঞোৎ-
পত্তিঃ স্তাৎ ; ততশ্চাবিজ্ঞানিবৃত্তিঃ, তত আত্মজিক-সংসারোপবনঃ । অপি চ,
অনাত্মদর্শিনো হনাত্মবিষয়ঃ কামঃ ; কাময়মানশ্চ करोति कर्माणि ; তত-
স্তৎফলোপভোগায় শরীরাহ্যুপাদানলক্ষণঃ সংসারঃ । তদ্ব্যগ্রিরেকোণৈকত্ব-
দর্শিনো বিষয়াভাবাৎ কামানুপপত্তিঃ, আত্মনি চানন্তত্বাৎ কামানুপপত্তৌ
স্বাত্মত্ববস্থানং মোক্ষ ইত্যতোহপি বিজ্ঞাকৰ্ম্মণোর্কিরোধঃ । বিরোধাদেব চ
বিজ্ঞা মোক্ষং প্রতি ন কৰ্ম্মাণ্যপেক্ষতে, স্বাত্মগাভে তু পুরোপচিতপ্রতিবন্ধা-
পনয়নদ্বায়েণ বিদ্যাহেতুত্বং প্রতিপত্ত্বন্তে কৰ্ম্মাণি নিত্যানীতি । অত এবাশ্বিন্

প্রকরণে উপলভ্যানি কৰ্ম্মাণীত্যবোচাম : এবঞ্চাবিরোধঃ কৰ্ম্মবিধিশ্রুতীনাম্
অতঃ কেবলায়া এব বিজ্ঞায়াঃ পরং শ্রেয় ইতি সিদ্ধম্ । ৮

এবং তর্হি আশ্রমাস্তরানুপপত্তিঃ, কৰ্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিত্বোৎপত্তেঃ । গৃহস্থদৈব
বিহিতানি কৰ্ম্মাণীতৈকাশ্রম্যমেব । অতশ্চ যাবজ্জীবাদিশ্রুতয়োহনুকূলতরাঃ
শ্রুত্যাঃ । ন ; কৰ্ম্মানেকত্বাৎ । নহ্মিহোত্রাদীন্তেব কৰ্ম্মাণি ; ব্রহ্মচর্যাং তপঃ
সত্যবচনং শমো দমোহিংসা ইত্যেবমাদৌস্তপি কৰ্ম্মাণি ইতরাশ্রমপ্রসিদ্ধানি
বিত্তোৎপত্তৌ সাধকতমানুসঙ্গীর্ণাণি বিদ্যন্তে, ধ্যানধারণাদিলক্ষণানি চ ।
“তপসা ব্রহ্ম বিজিগ্রাসস্ব” ইতি । জ্ঞানান্তরকৃতকৰ্ম্মত্যাগ প্রাগপি গার্হস্থ্যাদিত্তোৎ-
পত্তিসম্ভবাৎ, কৰ্ম্মার্থত্বাচ্চ গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঃ, কৰ্ম্মসাধ্যাত্মক বিজ্ঞায়াং সত্যং
গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তিরনর্থিকৈব । লোকার্থত্বাচ্চ পুত্রাদীনাম্ । পুত্রাদিসাধ্যোভ্যশ্চ অয়ং
লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইত্যেতেভ্যো ব্যাবৃত্তকামস্ত নিত্যসিদ্ধান্তদর্শিনঃ,
কৰ্ম্মণি প্রয়োজনমপগতঃ কথং প্রবৃত্তিরূপপত্ততে ? প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি
বিত্তোৎপত্তৌ বিদ্যাপরিপাকাদিরক্তস্য কৰ্ম্মস্তু প্রয়োজনমপগতঃ কৰ্ম্মভ্যো
নিবৃত্তিরেব স্যাৎ, “প্রব্রজিগ্মন্ বা অয়েহহমশ্র্যাং স্থানাদশ্রম” ইত্যেবমাদিশ্রুতি-
লিঙ্গদর্শনাৎ । ৯

কৰ্ম্ম প্রতি ঐতের্থত্বাদিক্যদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ—অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম প্রতি
ঐশ্বের্যধিকো যত্নঃ; মহাশ্চ কৰ্ম্মব্যাসাঃ, অনেকসাধনসাধ্যত্বাদগ্নিহোত্রাদীনাম্ ;
তপোব্রহ্মচর্যাদীনাঞ্চ ইতবাশ্রমসংস্পর্গাৎ গার্হস্থ্যেহপি সমানতাদল্লসাধনাপেক্ষত্বাচ্চ
ইতরেবাং, ন যুক্তস্বল্যাবাদিকল্প আশ্রমভিত্তিস্তেতি চেৎ; ন; জ্ঞানান্তরকৃতানুগ্রহাৎ ।
যত্নস্তং কৰ্ম্মণি ঐতের্থধিকো যত্নইগ্নাদি, নাসৌ দোষঃ ; যতো জ্ঞানান্তরকৃত-
মপ্যগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্যাদিলক্ষণকানুগ্রাহকং তবতি বিত্তোৎপাত্তং প্রতি ;
যেন চ, জ্ঞানেনৈব বিরক্তা দৃগুস্তে কেচিৎ ; কেচিৎ কৰ্ম্মস্তু প্রবৃত্তা অবিরক্তা
বিজ্ঞাবিষোদনঃ । তস্মাজ্ঞানান্তরকৃতসংস্কারেভ্যো বিরক্তানামাশ্রমাস্তরপ্রতিপত্তি-
রেবেশ্বতে । কৰ্ম্মফলবাহুল্যাচ্চ । পুত্রস্বর্গব্রহ্মবর্ষসাদিলক্ষণশ্চ কৰ্ম্মফলভূতাসম্ব্যয়-
ত্বাৎ তৎ প্রাত চ পুরুষাণাং কামবাহুল্যাৎ, তদর্থঃ ঐতের্থধিকো যত্নঃ কৰ্ম্মহপ-
পত্ততে, আশিষাং বাহুল্যদর্শনাৎ—ইদং মে শ্রাদ্দিদং মে শ্রাদ্দিতি । উপায়ত্বাচ্চ ।
উপায়ভূতানি হি কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞাং প্রতীত্যবোচাম । উপারে চাধিকো যত্নঃ
কণ্ডব্যাঃ নোপেয়ে । ১০

কৰ্মনিমিত্তভাষিদণ্ডায়া স্বাস্থ্যস্তরানবৰ্ণকামিতি চেৎ—কৰ্মভ্য এব পুৰোপ-
-চিত্তদ্বারতপ্রতিবন্ধক্ষয়াদিদ্যোৎপদ্যতে চেৎ, কৰ্মভাঃ পৃথগুপনিষচ্ছবণাদি-
-যজ্ঞোহনৰ্ণক ইতি চেৎ ; ন ; নিয়মাত্তাবাৎ । ন ই, 'প্রতিবন্ধক্ষয়াদেব বিজ্ঞোৎ-
-পজ্ঞতে, নতীশ্বরপ্রসাদ-তপোধানানন্তমুখানাৎ'ইতি নিয়মোহস্তু ; অহিংসাত্রি-
-চর্যাদীনাক্ষ বিজ্ঞাং প্রতাপকারকত্বাৎ, সাক্ষাদেব চ কাশ্যব্রাহ্মণ-মন-
-নিদিধ্যাসনাদীনাম্ । অতঃ সিদ্ধান্তপ্রমাস্তরাণি । সৰ্ব্বেষাঞ্চাবিকারো
-বিজ্ঞায়াম্, পরঞ্চ শ্রেয়ঃ কেবলায়া বিজ্ঞায়া এবেতি সিদ্ধম্ ॥১—৪২৪—২৫॥

ইতি শীকাধ্যায় একাদশাঙ্কবাকভাষ্যম্ ॥১১॥ •

ভাষ্যানুবাদ । যে কোন বাশষ্ট লোক আচার্য্যব্রহ্মভূতি
-গুণে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অথচ তাহারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু কল্মষ প্রভৃতি
-নহে ; তাহা দগের প্রতি আসনাদি দান করিয়া তোমাকে নিঃশ্বাস
-ছাড়িতে হইবে অর্থাৎ তোমাকে তাহাদের শ্রমাপনোদন করিতে হইবে। অথবা
-কোনও সভা উপলক্ষে তাহাদের নিমিত্ত উচ্চ আসন আনীত হইবে (পদত
-হইলে) । তাহাদের প্রতি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না, কেবল তাহাদের
-প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মার্থ মাত্র গ্রহণ করিবে (বিবেচ্য প্রদর্শন করিবে না) ।
-আরও এক কথা, তুমি যাহা কিছু দান করবে, তাহা শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক দিবে ;
-অশ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক দান করিবে না । শ্রী—অর্থ বিভূতি (সম্পদ), তদনুসারে দান
-করিবে । লজ্জার সহিত দান করিবে (দানে গন্যমান্য হইবে না) ; এবং
-ভয়ে ভয়ে দান করিবে । সংবিদ্ অথ মৈত্র্যাদি কার্য্য । সেই সাংঘাতপূৰ্ব্বক
-দান করিবে । এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিত তোমার যদি কখনও প্রতিবাহিত
-বা স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম বা বৃত্তে অর্থাৎ সদাচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত
-হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে বা সেই ঠাণে, সেই কৰ্ম্মপ্রভৃতিতে নিরত,
-সংমর্শী—বিচার সমর্থ, যুক্ত—পণ্ডিত, কৰ্ম্ম ও আচার বিষয়ে আগ্রহ অ-পরপ্রযুক্ত
-(যাহারা পর-পরিচালিত নয়), এবং অলুপ্ত—ক্রম বাক্রুর ব্যাক্ত নহে ও ধর্ম্মকামা—
-পুণ্যার্থী (ভোগাসক্ত নহে), এমন যে সকল ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহারা সেই
-সমুদয় কৰ্ম্ম বা আচারে যে প্রকারে অবস্থান করেন, তুমিও সেই প্রকারে
-তাহাতে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ তাহাদের ব্যবহার দৃষ্টে কৰ্ম্ম ও আচারগুহান
-করিবে । ইহার পর যদি তাহাদের মধ্যেও কোন প্রকার দোষসত্তাবের আশঙ্কা
-হয়, তাহা হইলে, পুনশ্চ “যতজ” ইত্যাদি পুণোক্ত সমস্ত যোজনা করিয়া তদনু-
-সারে চলিবে । ইহাই আদেশ বিধি ; ইহাই উপদেশ—। পতা প্রভৃতি যেরূপ

পুত্রাদির প্রতি উপদেশ দান করেন, তজ্জপ। ইহাই বেদোপনিষৎ অর্থাৎ বেদের রহস্যার্থ। ইহাই অমুশাসন অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণ্য ; পূর্বেই ‘আদেশ’ কথা উক্ত হওয়ায় [এখানে অমুশাসন শব্দের এইরূপ অর্থই সম্ভব]। অথবা ইহাই অপর সকলের প্রমাণস্বরূপ অমুশাসন। যেহেতু ইহা এইরূপ, সেই হেতু যথোক্ত প্রকারেই এই সকলের উপাসনা করা উচিত। নিশ্চয়ই এইপ্রকার উপাসনা করা উচিত, কিন্তু উপাসনা না করা উচিত নহে। আদরপ্রদর্শনার্থ ‘এবমু’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বিকল্পিত করা হইয়াছে ॥১

বিজ্ঞা (উপাসনা) ও কর্মের স্বরূপবিশ্লেষণার্থ এখানে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে—কেবল কর্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ হয় ? কিংবা বিজ্ঞানাপেক্ষ কর্ম হইতে হয় ? অথবা সম্মিলিত বা সহানুষ্ঠিত বিজ্ঞা ও কর্ম হইতে হয় ? কিংবা কর্মসাপেক্ষ বিজ্ঞা হইতে হয় ? অথবা কর্মনিরপেক্ষ শুদ্ধ বিজ্ঞা হইতেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তন্মধ্যে [বলা যাইতে পারে যে,] কেবল কর্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় ; কারণ, সমস্ত বেদার্থবিৎ পুরুষেরই কর্মস্বাধিকার দৃষ্ট হয় এবং ‘বিজ্ঞাতির পক্ষে রহস্যের সহিত (তাৎপর্যের সঙ্গে) সমস্ত বেদ অদিগত হওয়া আবশ্যক’ এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে। তাহার পর ‘বেদবিৎ যজ্ঞ করে।’ ‘বেদবিৎ পুরুষ যজ্ঞ করান’ এবং ‘[বেদার্থ] জানিয়া অমুষ্ঠান করিবে’ ইত্যাদি সকল স্থানেই বিদ্বান্ পুরুষেরই কর্মস্বাধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, কর্মস্বাধিকারের জন্তই সমস্ত বেদশাস্ত্র। কর্ম হইতে যদি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হওয়া যাইত, তাহা হইলে বেদশাস্ত্র নিরর্থকই হইত ॥১

না—এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, মোক্ষ বস্তুটা নিত্য, (জ্ঞাত নহে) ; মোক্ষের নিত্যতা সকলেরই অভিপ্রেত। কর্মজ্ঞ বা কর্মফল যে, অনিত্য, ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ। কর্ম হইতে যদি মোক্ষ হইত, অর্থাৎ মোক্ষ যদি কর্মফলই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইত, অথচ তাহা ত কাহারও অভীষ্ট নহে। ভাল, তথাপি, যদি বল, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মের অমুষ্ঠান না করায়, উপভোগ দ্বারাই প্রারম্ভ কর্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং নিত্য কর্মের (যাহার অমুষ্ঠান না করিলে প্রত্যাবায় ঘটে, সেই নিত্যকর্ম) অমুষ্ঠানের ফলে প্রত্যাবায়েরও সম্ভাবনা না থাকায় মোক্ষ ত জ্ঞাননিরপেক্ষই ঘটে, অর্থাৎ মোক্ষের জ্ঞান আর জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞানান্তরীণ ভুক্তাবশিষ্ট এত বহু কার্য্য রহিয়াছে যে, তাহার জ্ঞাত শরীরাত্তর উৎপন্ন

হইতে পারে ; এই কারণেই ঐ কথা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । বিশেষতঃ নিত্য কর্মের অনুষ্ঠানের সহিত যখন প্রাক্তন কর্ম-ক্ষেত্রে বিরোধ নাই, তখন কর্মক্ষেত্রে ক্ষয়ও উপপন্ন হয় না ।২

আরও যে, বলা হইয়াছে, সমস্ত দোষ-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরই কর্ম্মতে অধিকার—ইত্যাদি । তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, উপাসনা হইতেছে শাক্ত জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; যেহেতু ঐ জ্ঞান (শাক্ত জ্ঞান) হইতেই কর্ম্মতে অধিকার জন্মে ; কিন্তু অধিকারে উপাসনাত্মক জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা করে না । মোক্ষ-ফলের জগৎ-শ্রীত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র উপাসনা বিহিত হইয়া থাকে । দোক-প্রসিদ্ধি অনুসারেও উপাসনা ও শ্রীত জ্ঞানের অর্থভেদ এইরূপই হওয়া উচিত ; কেন না, ‘শ্রীতব্যঃ’ বলিয়াও আবার পৃথক্ভাবে ‘মন্তব্যঃ’ ও ‘নিদিধ্যাসিতব্যঃ’ অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে স্বতন্ত্র প্রযত্নের বিধান করা হইয়াছে । আর মনন ও নিদিধ্যাসন যে, শ্রবণ হইতে পৃথক্ পদার্থ, তাহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে ; [সুতরাং ঐ জ্ঞান ও উপাসনা এক পদার্থ নহে] ।৩

ভাল, এরূপই বাদ সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিজ্ঞা-সাপেক্ষ কর্ম্ম হইতেই মোক্ষ হউক ? বিজ্ঞা-সহিত সম্মিলিত কর্ম্ম সমূহের ত অগ্রপ্রকার কার্য্য (মোক্ষ) সমুৎপাদনেও সামর্থ্য হইতে পারে ? যেমন স্বভাবতঃ মৃত্যু ও জ্বরাদি রোগ-সমুৎপাদনে সমর্থ বিষ ও দধিপ্রভৃতি পদার্থসমূহ মল্ল ও শর্করাদির সহিত সাম্মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র কায্য—জীবনদান ও পুষ্টিবিধান প্রভৃতি কার্য্যজননে সমর্থ হয়, তেমনই বিজ্ঞাদি-সহযোগে কর্ম্মসমূহই মোক্ষও উৎপাদন করিতে পারে ; এ কথা যদি বল, তদন্তরে বলি, না তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, আরভা বা জগৎ পদার্থ মাত্রই যে অনিত্য, এ দোষ পূর্বেই বলা হইয়াছে । যদি বল, মোক্ষ আরভা অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াও ঐ শ্রীত বাক্যানুসারেই নিত্য হইবে, অর্থাৎ ঐ শ্রীত যখন মোক্ষকে নিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, তখন উৎপত্তিশীল মোক্ষকেও নিত্য বলিয়াই মনে করিতে হইবে । না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, শাস্ত্রবাক্য বস্তুর স্বরূপ-বোধক মাত্র, [কোনও বস্তুর উৎপাদক নহে] । বাক্য সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই বখাযথ স্বরূপের জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু অবিদ্যমান কোন বস্তুর সৃষ্টি করে না । কেন না, শত শত কথাও কোন নিত্য বস্তুর উৎপত্তি হয় না, এবং কেবল কথামাত্রই উৎপন্ন বস্তুও অবিদ্যমান বা নিত্য হইয়া যায় না । ইহা দ্বারাই বিজ্ঞা

ও কর্ম যে, সম্মিলিত হইয়া মোক্ষ উৎপাদন করে, বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরন্তর হইল ।৪

যদি বল, বিজ্ঞা ও কর্ম [স্বরূপতঃ মোক্ষসাধক না হইলেও,] যে সকল কারণে মোক্ষের বাধা ঘটে, সেই সময়ের প্রতিবন্ধের কারণ নিবৃত্তি করিয়া দেয় । তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, কর্মের স্বতন্ত্র ফল দৃষ্ট হয় । দেখিতে পাওয়া যায়—কর্মের ফল চারি প্রকার—এক উৎপত্তি, দ্বিতীয় বিকার, তৃতীয় সংস্কার, ও চতুর্থ প্রাপ্তি (১) ; অর্থাৎ মোক্ষ কিন্তু উক্ত চতুর্বিধ ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত । যদি বল মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও গতির উল্লেখ থাকায় মোক্ষ ত প্রাপ্য কর্মই হইতে পারে, অর্থাৎ ‘দুর্গা দ্বারে গমন করেন’, ‘সেই মূর্খতা নাড়ী-পথে গমনকারী [অমৃতত্ব লাভ করেন’] ইত্যাদি গতিশ্রুতি অনুসারে মোক্ষকে ‘প্রাপ্য’ কর্ম বলিলেও, তাহা সঙ্গত হয় না ; কেন না, মোক্ষ হইতেছে বস্তুতঃ সর্বব্যাপী এবং মোক্ষগামী পুরুষ হইতে অভিন্ন । ব্রহ্ম সর্বব্যাপক আকাশাদিরও কারণ ; এই জন্য ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্বগত বা সর্বব্যাপী, এবং সমস্ত জীবাত্মাই ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ বা ব্রহ্মাত্মক ; কাজেই ব্রহ্মভাবাত্মক মোক্ষ কখনই প্রাপ্য হইতে পারে না । সাধারণতঃ গন্তব্য পদার্থটী গন্ত্য হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন ও ভিন্নদেশবর্তী হইয়া থাকে । যে বস্তু বাহ্য হইতে অভিন্ন বা পৃথক্ নহে, সে বস্তু কখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না । আর জীব ও ব্রহ্ম যে অনন্ত বা একই বস্তু, তাহাও—‘তিনি সেই তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন’, ‘আমাকেই সর্বদেহে ক্ষেত্রজ—জীব বলিয়া জানিবে’ ইত্যাদি শ্রুতি ও শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় । আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষ যদি অপ্রাপ্যই হয়, তাহা হইলে ত, মোক্ষপ্রাপ্তিবোধক ও মোক্ষদশায় ঐর্ষ্যা-জ্ঞাপক শ্রুতির সহিত বিবোধ উপস্থিত হয় ? অর্থাৎ মোক্ষ যদি প্রাপ্যই না হয়,

(১) লক্ষণ—সাধারণতঃ কর্ম চারি প্রকার । যথা উৎপাদ্য, বিকার্য, সংস্কার্য ও প্রাপ্য । ও ত্রয়ো অব্যক্তমান বস্তুকে ক্রিয়াঘাত্য বিজ্ঞমান বা অভিযান্ত্রিক করিলে হয় উৎপাদ্য কর্ম । যেমন—মুক্তিকানিধিত খট । এক বস্তুকে অন্তরূপে পরিণত করিলে, তাহাকে কহে বিকার্য কর্ম । যেমন—কাঠ হইতে ভস্ম, বালা দ্বারা নিশ্চিত হার কোন বস্তুর দোষ অপনয়ন বা শুদ্ধাধান করিলে, তাহাকে বলে সংস্কার্য কর্ম । যেমন মলিন দর্পণকে ঘর্ষণ দ্বারা নির্মল করা, অথবা জীর্ণ গৃহের সংস্কার করা । ক্রিয়া দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইলে, তাহাকে বলে প্রাপ্য কর্ম । যেমন—গমন দ্বারা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর প্রাপ্তি । এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম বা ক্রিয়াকল নাই ।

তাহা হইলে, মোক্ষগতি ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিবোধক — 'তিনি একধা হন', 'তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থই সঙ্গত হয় না ? না, ঐ সমুদয় শ্রুতি কার্য্য ব্রহ্ম — হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে অভিহিত হইয়াছে, (পর ব্রহ্ম বিষয়ে নহে) । কেন না, কার্য্য ব্রহ্মেই স্ত্রী প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরব্রহ্মে নহে । যেহেতু 'এক অদ্বিতীয়', 'যেখানে অণু কিছু দেখে না', 'তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্বপ্রকার ভেদসম্বন্ধ-তিরোভাবের কথা রহিয়াছে ।

বিশেষতঃ বিজ্ঞা ও কর্ম্ম পরস্পর পরিত্রাণী বলিয়াও উহাদের সমুচ্চয় বা এককালীন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না । কেননা, কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি কারকভেদ নিবারণ করাই বিজ্ঞার উদ্দেশ্য বা বিষয় ; সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত — কারকাদি ভেদ সাপেক্ষ কর্ম্মের সহিত উহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ । একই বস্তু কখনই কর্ত্তৃকর্ম্মাদি ভেদযুক্ত ও ভেদশূন্য, এই উভয়প্রকার পারমার্থিক সম্ভাব-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না । ঐ উভয়প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিতে হইবে । উভয়ের মধ্যে একটাকে মিথ্যাবলিতে হইলে, অবশ্যই স্বাভাবিক অজ্ঞানের বিষয়ীভূত দৈতত্বাবের মিথ্যাই কখনই যুক্তিযুক্ত ; কারণ — 'যে অবস্থায় তেঁতের তায় হয়', 'তিনি মৃত্যুর পরও মৃত্যু লাভ করেন', আর 'যেখানে একে অপরকে দর্শন করে, তাহা অগ্নি (পরিচ্ছন্ন)', 'আমি অণু এবং আমার উপাশ্রয় অণু — আমি হইতে ভিন্ন' 'যে লোক ইহাতে 'অগ্নিমায়াও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার ভয় হয়', ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে ঐক্য সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয় । আর একতাই যে, পরমার্থ সত্য, তাহাও 'একদাপেই দর্শন করিবে' 'এক অদ্বিতীয়ই বটে' 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' 'এ সমস্তই আত্মা' ইত্যাদি বহুশ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত হয় । তাহাও পর, তাহার উদ্দেশ্যে দানাদি করিতে হয়, সেই সম্পদানাদি কাবকেব প্রতীতি না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠানেরও উপপাদ্য হয় না । বিজ্ঞা-নিক্রমণ পন্থাটোও ভেদদর্শনের নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায় । অতএব বিজ্ঞা ও কর্ম্মের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ ; বিরোধ বশত উহাদের সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে না ।

পূর্বে যে, একত্রানুষ্ঠিত বিজ্ঞা ও কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে বলা হইয়াছে, সে কথাও সঙ্গত হয় না । ভাল, তাহা হইলে ঐ শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয় ; কেননা, শ্রুতিতে কর্ম্মসমূহও মোক্ষার্থেই বিহিত হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, সর্বাদিবিষয়ে দ্ব্যস্তিজ্ঞান-বিমর্দক সজ্জপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানের তায়

ব্রহ্মজ্ঞানও যদি কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্মাদিরূপ বিশেষ বিশেষ কারকসম্ভাব-বিমর্দকরূপেই
বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেত কৰ্ম্মবিদীর আর বিষয়ই থাকে না; বিষয় না
থাকাতেই তদ্বিধায়ক শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ (অপ্রামাণ্য) উপস্থিত হয়। অথচ
শ্রুতিতেই কৰ্ম্মসমূহ বিহিত রহিয়াছে; সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যরক্ষার অমুরোধেই
এরূপ বিরোধ ঘটান যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না;
কারণ, পুরুষার্ঘ উপদেশ করাই শ্রুতির তাৎপর্য বা অভিপ্রেত বিচার
উপদেশক শ্রুতি সমূহের অভিপ্রায় এই যে, সংসার হইতে পুরুষকে বিমুক্ত
করিতে হইবে; এইজন্ত সংসারের কারণীভূত অবিচারও নিবৃত্তিসাধন করিতে
হইবে; এই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মবিচার উপদেশে শ্রুতির প্রবৃত্তি; সুতরাং
কৰ্ম্মবিদীর সহিত বিজ্ঞাবিধায়ক শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না। ৭

যদি বল, এরূপ হইলেও কর্ত্তৃকৰ্ম্মাদি কারকের সম্ভাব-প্রতিপাদক কৰ্ম্ম-
শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ত থাকিয়াই যাইবে? না, তাহাও থাকিতে পারে না,
কেন না, কৰ্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র কেবল ব্যবহাবসিদ্ধ কারকাদির অস্তিত্বমাত্র গ্রহণ
করিয়াই পুরুষের সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশের জন্ত কৰ্ম্মসমূহ বিধান করিয়া যুমুক্ষুর
চিত্তশুদ্ধি ও ফলাপির ফলনিষ্পত্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছে মাত্র, কিন্তু কোনও
কারকের অস্তিত্বসাধনে তাহার প্রযত্ন নাই। যে লোকের পাপরাশি সঞ্চিত
আছে, তাহার হৃদয়ে বিজ্ঞোৎপত্তি সম্ভবপরই হয় না; কিন্তু সেই পাপরাশি
বিধ্বস্ত হইলেই বিজ্ঞা-সমুৎপত্তি হয়; তাহা হইতেই অবিচারও নিবৃত্তি হয় এবং
তাহার পরই আত্যন্তিক বা পরম মোক্ষ লাভ হয়; তৎপূর্বে কখনই হয় না।
অপিচ, যে লোক আত্মদর্শী নহে; অনাত্মবিষয়েই তাহার কামনা হয়; সে সেই
কামনাক্সসারেই কৰ্ম্মাক্ষুণ্ণ করে; এবং সেই কৰ্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই তাহার
শরীর-পরিগ্রহরূপ সংসার সংঘটিত হইয়া থাকে। আর যাহারা তদ্বিপরীতভাবে
আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তাহাদের কাম্য কোনও বিষয় থাকে না; বিষয় থাকে
না বলিয়াই কামনাও হয় না; এবং অভিলষিত আত্মা পৃথক্ বস্তু নয় বলিয়া
তদ্বিষয়েও কামনা হইতে পাবে না; সুতরাং তাহাদেরই আত্মবরূপে অপ্রতিলিপ
মোক্ষ সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এই কারণেও বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের মধ্যে পবম্পর
বিরোধ আছে; [কিন্তু বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধ নাই]।
উক্তপ্রকার বিরোধ নিবন্ধনই মোক্ষ সাধনের জন্ত ব্রহ্মবিজ্ঞা কোনও কৰ্ম্মের
অপেক্ষা করে না। নিত্য কৰ্ম্ম সমূহ কেবল পূর্বসঞ্চিত পাপরাশিরূপ প্রতি-
বন্ধকগুলি অপনয়ন করিয়া বিজ্ঞা-সমুৎপাদনেরই সহায় হইয়া থাকে

মাত্র । আমরা পূর্বেই বলিয়া রাখিছি যে, কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই এই বিজ্ঞা-
প্রকরণে কৰ্ম্মেণ উল্লেখ করা হইয়াছে । এইরূপে কৰ্ম্মবিধায়ক ঋতিসমূহের
কোনও বিরোধ থাকে না । অতএব কেবল বিজ্ঞা হইতেই যে, পরম শ্রেয়ঃ
লাভ হয় বলা হইয়াছে, সে কথা সুসিদ্ধ হইল ।

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত আর অপরাপর আশ্রমের কোনকপেই
উপপত্তি হয় না ; যেহেতু, যেই কৰ্ম্মাশ্রমস্থান বিজ্ঞোৎপত্তির একমাত্র
কারণ ; সেই কৰ্ম্মাশ্রমস্থান কেবল গৃহস্থের পক্ষেই বিহিত, সুতরাং
একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রম থাকাই আবশ্যক হয় ; [ব্রহ্মচর্যাশ্রম আশ্রমের
কোনই প্রয়োজন হয় না] । এই হেতুই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র কার্য্যের
বিধায়ক ঋতিসমূহও এ পক্ষে অমুকূল হইতে পারে । না, এ আপত্তিও
হইতে পারে না, কারণ, কৰ্ম্ম অনেক প্রকার । গৃহস্থের পক্ষে বিহিত
কেবল অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কৰ্ম্মই যে কৰ্ম্ম, তাহা নহে ; পরম অপরাপর
আশ্রমেও কৰ্ত্তব্যরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, উপস্থাপত্য, সত্য বচন, শম দম ও অহিংসা
প্রভৃতিও বিজ্ঞাসমুৎপাদনের বিশিষ্ট সাধন আরও বহু কৰ্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে বিহিতরূপে
বিद्यমান আছে এবং [জ্ঞানোৎপত্তিসাধন] ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কৰ্ম্মও
বিহিত আছে, (১) । এখানেও পরে বলা হইবে যে, উপাসনা যোগ এক্ষণে
জানিতে ইচ্ছা কর' হইত । যেহেতু জ্ঞানান্তরীয় কৰ্ম্ম প্রভাবে গার্হস্থ্যাশ্রমের
পূর্ণেও (ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতেও) বিজ্ঞোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে; যেহেতু কৰ্ম্মাশ্রমস্থানের
নিমিত্তই গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করিতে হয়, এবং জ্ঞানান্তরীয় কৰ্ম্মফলেই যদি
বিজ্ঞা লাভ হইত, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করাও নিরর্থকই হইত ।
বিশেষতঃ স্বর্গাদি লোকসাধনই পুত্রাদির মুখ্য প্রয়োজন, কিন্তু যে ব্যক্তি নিত্য
আত্মাকে দর্শন করিয়া পুত্রাদিলভ্য ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তিতে
বীতস্পৃহ, তিনি কৰ্ম্মাশ্রমস্থানে কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না ; সুতরাং
কেনই বা তাহার কৰ্ম্মাশ্রমস্থানে প্রবৃত্তি হইবে ? ফলতঃ তখন তাহার কৰ্ম্মাশ্র-
মস্থানে প্রবৃত্তি হওয়াই অসম্ভব । আর যে লোক গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, সে

(১) ভবেপৰ্য্য—ধারণা ও ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল দর্শনে প্রত্যেক নিখিঁত আছে—“দেবদেব-
শ্চিত্তজ্ঞ ধারণা” (৩.১৭) অর্থাৎ মনকে যে, কোন এক স্থানে—দেববিহীনতাদিতে স্থির ভাবে রক্ষা
করা, তাহার নাম ধারণা । আর—“তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্” (পাতঞ্জল ৩.২) অর্থাৎ
যে স্থানে—মনের ধারণা করা হয়, তদ্বিন্দে যে, অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা-প্রবাহ, তাহার
নাম ধ্যান ।

লোক বিস্তা উৎপন্ন হইলে পর, বিস্তার পরিপাক বা পরিপকতা দশায় কস্মাচ্চ-
 ঠানের কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না ; সুতরাং তাহার পক্ষে কৰ্ম হইতে
 নিবৃত্ত হওয়াই সম্ভব । এই কথার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও দেখিতে পাওয়া যায় ।
 যথা—[যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নীকে বলিতেছেন—] ‘অরে মৈত্রেয়ি, আমি
 এই গৃহস্থশ্রম হইতে প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছি’ ইত্যাদি ।১০

ভাল, কস্মাচ্চ ঠানের দিকেই যখন শ্রুতির যত্নাধিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন
 এ কথা ত যুক্তিসঙ্গত হয় না ; অর্থাৎ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম প্রতিপাদনে
 শ্রুতির সমধিক যত্ন বা আগ্রহ রহিয়াছে ; অথচ সেই অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম সমূহ
 বহুতর সাধনসাধ্য ; সুতরাং কস্মাচ্চ ঠানে লোকের ক্লেশ-বাহুল্যও রহিয়াছে, এবং
 অজ্ঞাত আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যাदि যে সকল কৰ্ম করিতে পারা যায়,
 গার্হস্থ্যশ্রমেও সে সকল কৰ্মের অল্পাধানে সমানাদিকর রহিয়াছে, এই সমুদয়
 কারণে এবং অজ্ঞাত আশ্রমের জন্য স্বতন্ত্র সাধনেরও অপেক্ষা থাকায়, গার্হস্থ্যের
 সঙ্গে অপর আশ্রমগুলির তুল্যবৎ নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না । না,
 একথা বলিতে পারা যায় না ; কেন না, জন্মান্তরকৃত অল্পগ্রহই ইহার কারণ ।
 পূর্বে যে, বলা হইয়াছে—কৰ্ম-প্রতিপাদনেই শ্রুতির যত্নাধিকা ইত্যাদি ;
 ইহা দোষাবহ নহে ; যেহেতু জন্মান্তরকৃত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম এবং ব্রহ্মচর্যাदि
 নিয়মও বিস্তাসমুৎপাদনের অল্পগ্রাহক হইয়া থাকে, যাহার দৃশ্য কোন কোন
 লোককে জন্মাবধি বিরক্ত (বৈরাগ্যসম্পন্ন) দেখিতে পাওয়া যায় ; কোন কোন
 লোককে আবার কৰ্মেতে নিবৃত্ত বৈরাগ্যবিহীন এবং বিজ্ঞানবিশেষীও দেখিতে
 পাওয়া যায় । অতএব জন্মান্তরকৃত সংস্কারের বলে যাহারা বিরক্ত (বৈরাগ্য-
 শালী), তাহাদের পক্ষে আশ্রমান্তর (গার্হস্থ্য ভিন্ন আশ্রম) স্বীকারই দ্রষ্টব্য
 হয় । কস্মাচ্চের বাহুল্যও অপর কারণ ; পুত্র, স্বর্গ ও ব্রহ্মণ্যেভ্যঃ প্রাপ্তি প্রভৃতি
 কামফল স্বভাবই অসংখ্য ; সাধারণতঃ লোকের সেইদিকেই সমধিক কামনা
 হইয়া থাকে ; এই কারণেও তন্নিমিত্ত কস্মাচ্চবিষয়ে শ্রুতির সমধিক যত্ন হওয়া
 সম্ভব ; কেন না, সর্বত্রই ‘আমার ইহা হউক, আমার অমুক হউক’ ইত্যাকার
 কামনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় । উপায়ত্ব বুদ্ধিও যত্নাদিকের অপর
 কারণ ; উপায় বিষয়েই সর্বত্র যত্ন করিতে হয়, কিন্তু উপেয় (ফল) বিষয়ে নহে ;
 অভিজ্ঞান এই যে, কৰ্মসমূহ হইতেছে বিজ্ঞানাভের উপায় ; [এই জন্যই যে,
 তন্নিষয়ে শ্রুতির যত্নাধিকা থাকা আবশ্যক হয়,] এ কথা আমরা পূর্বেই
 বলিয়াছি ।১০

যদি বল,—বিজ্ঞা যদি কন্মনিমিত্তক অর্থাৎ কন্মসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে অত্র বিষয়ে ক্রতির প্রবক্তপ্রদর্শন করা নির্ব্বক হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞালাভের প্রতিবন্ধক সঞ্চিত পাপরাশি যদি কন্মদ্বারা ই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং তাহার পরই যদি বিজ্ঞা সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, কন্মকাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র উপনিষৎ শাস্ত্রের শ্রবণাদিবিধানের যত্ন করিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। না—একথা বলিতে পার না, কারণ, এবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। ঈশ্বরানুগ্রহ, তপশ্চা ও ধ্যানাদির অকুষ্ঠান ব্যতীত কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিতে যে, অবশ্যই বিজ্ঞা উৎপন্ন হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই; কেন না, অংসী একচর্য্যাদিও বিজ্ঞা-সমুৎপত্তির উপকারক; বিশেষতঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই বিজ্ঞা-উৎপত্তির প্রধান কারণ; কাজেই গাহস্থ্যভিন্ন আশ্রমগুলিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ইহা দ্বারা আশ্রম-চতুষ্টয়ে স্থিত সকলেরই বিজ্ঞাতে অধিকার, এবং একমাত্র বিজ্ঞা হইতেই যে, প্রেযো লাভ হয় (যুক্তি লাভ হয়), ইহাও প্রমাণিত হইল ॥৩—১৥২৪—২৫॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে এবাদশ অববাকেন ভাষ্কানুবাদ ॥১॥

শমো মিত্রঃ শং বরুণঃ । শমো ভবত্বর্ধ্যমা । শম-
ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ । শমো বিষ্ণুররুদ্রমঃ । নমো ব্রহ্মণে ।
নমস্তে বায়ো ব্রহ্মেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি । ব্রহ্মেব প্রত্যক্ষং
ব্রহ্মাবাদিষম্ । সাতমবাদিষম্ । সত্যমবাদিষম্ । তন্মামা-
বীৎ । তদ্বক্তারমাবীৎ । আবাম্যাম্ । আবীদ্বক্তারম্ ॥ ১ ॥২৬ ॥

[সত্যমবাদিষং পক্ষ ৮ ॥]

॥ ৩ম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ৩ম ॥

ইতি দ্বাদশোহিনুবাকঃ ॥১২ ॥

ইতি কৃষ্ণবজ্রকৌদীয়-তৈত্তিরিয়োপনিষদি শীকারবলী নাম

প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১॥

[তৈত্তিরীয়ারণ্যকক্রমেণ তু সমুদ্রমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥৭ ॥]

সরলার্থঃ । অতীতবিজ্ঞাপিগমে সস্তাব্যমানানামুপসর্গানামুপশমা-
র্থোহয়ং শাস্তিপাঠঃ । অয়ং তু মন্ত্রঃ প্রথমমেব ব্যাখ্যাতঃ । বিশেষত্বয়ম্, তত্র
পদ্বিত্যমীত্যাদৌ ভবিষ্যৎকালব্যবহারঃ, অত্র তু স্মৃতিতকালপ্রয়োগ
ইতি ॥১১২৬॥

মুনানুবাদ ।—ইহার অনুবাদ সর্বপ্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে
॥১১২৬॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । অতীতবিজ্ঞাপ্রাপ্ত্যুপসর্গশমনার্থাং শাস্তিঃ পঠতি
—শং নো মিত্র ইত্যাদি । ব্যাখ্যাতমেতৎ পূর্বম্ ॥১১২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকভাষ্যম্ ।

ইতি ত্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত্রীগোবিন্দভগবৎপূজাপাদ-

শম্ভুশ্রীমদ্ধনুভগবতঃ কৃতে তৈত্তিরীয়োপনিষদাণ্যে

শিক্ষাবল্লীভাষণং সমাপ্তম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ । অতীত বিজ্ঞাপ্রাপ্তিতে সস্তাবিত বিয়পশমনের
নিমিত্ত “শং নঃ” ইত্যাদি শাস্তিমন্ত্র পাঠ করিতেছেন । এই মন্ত্র পূর্বেই
(সর্বপ্রথমেই) ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১২৬ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাবল্লীর (শীক্ষাধ্যায়ের)

ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

ব্রহ্মানন্দবল্লী ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

আভ্যাসভাষ্যম্ । অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গপ্রশমনার্থা শান্তিঃ
পৃষ্ঠিতা । ইদানীন্ত বক্ষ্যমাণব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গোপশমনার্থা শান্তিঃ । ঠাতে—

আভ্যাসভাষ্যানুবাদ । পৃথক্ কথিত বিজ্ঞানভেদে বৈষ্য নিবৃত্তির
জ্ঞাত পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে শান্তিমত পঠিত হইয়াছে ; এখন এখানে বক্ষ্যমাণ
(মাহা পরে কথিত হইবে, সেই) ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রাপ্তিব পতিবন্ধক উপসর্গ
নিবারণের নিমিত্ত পুনশ্চ শান্তি পঠিত হইতেছে,—

ওঁ নমো নো মিত্রঃ শং বরুণঃ । শং নো ভবত্বর্থায়া । শং
ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ । শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ । নমো ব্রহ্মণে ।
নমস্তে বায়ো । ত্বমেব প্রত্যক্ষং বক্ষ্যামি । ত্বামেব প্রত্যক্ষং
ব্রহ্ম বদিষ্যামি । স্মৃতং বদিষ্যামি । সত্যং বদিষ্যামি । তন্মামবতু ।
তদ্বক্তারমবতু । অবতু মাম্ । অবতু বক্তারম্ । *

ওঁ নমঃ সাববতু । সহ নো ভুনক্তু । সহ বীর্ষ্যং কব-
বাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥১॥২৭॥

॥ ওঁ নমঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অনুবাদার্থঃ । [বক্ষ্যমাণবিজ্ঞানপ্রাপ্তৌ সম্ভাব্যমানানা বিধানানুপশান্তয়ে
শান্তিরিয়ং শিষ্টোহ পঠাতে—‘শং নঃ’ ইত্যাক্ষা ‘সহ নো’ ইত্যাক্ষা চ] । নো
(আবাং—শিষ্টাচার্য্যো) সহ (সমং) অবতু (জানশক্তিযোগেন) পায়তু
[ব্রহ্ম ইতি শেষঃ] । নো সহ ভুনক্তু (বিজ্ঞানফলং ভোজয়তু) । বীর্ষ্যং (বিজ্ঞা
তেজোহতিশবৎ) সহ (সমং) করবাবহৈ (সম্পাদয়াবঃ) । নো (আবয়োঃ)
অধীতং (বিজ্ঞাগ্রহণং) তেজস্বি (বীর্ষ্যবস্তবং) অস্ত ; অথবা তেজস্বিনো
(আবাং) [ভবাবঃ] ; অধীতং (অধীতং) বীর্ষ্যবৎ] অস্ত (ভবতু) । মা
বিদ্বিষাবহৈ (আবাং) [ভবাবঃ] ; অধীতং (অধীতং) বীর্ষ্যবৎ] অস্ত (ভবতু) । মা

* কতিং পুস্তকে ‘শংনো মিত্রঃ’ ইত্যাদিঃ ‘অবতু বক্তারম্’ ইত্যাদিঃ ‘শান্তিমন্ত্রে’ ইত্যাদিঃ নাস্তি ।
ইদমুবাচী ভাষ্যাংশোহপি তত্র নাস্তি ।

বিদ্বিষাবহৈ (পরস্পরং প্রতি বিদেষঃ মা করবাবহৈ) ইতি । [শান্তিদন্ত
ত্রির্জনং ত্রিবিধোৎপাতশাস্ত্যর্থম্ আদরার্থং চ বিজ্ঞেয়ম্ । শং ন ইত্যাদি
শাস্তিমন্ত্রস্ত পূর্বমেব ব্যাখ্যাতঃ] ॥১২৭॥

মূলানুবাদ।—বক্ষ্যমাণ বিজ্ঞাপ্রাপ্তিতে, যে সকল বিদ্বের
সম্ভাবনা আছে, সেই সকল বিদ্ব প্রশমনের নিমিত্ত এই শাস্তিমন্ত্রব্র
পঠিত হইতেছে । ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে—গুরু ও শিষ্যকে রক্ষা
করুন । ব্রহ্ম আমাদের বিজ্ঞাফল ভোগ করান । আমাদের অধ্যয়ন
বীৰ্য্যশালী হউক ; আমরা যেন পরস্পরকে বিদেষ না করি । ‘শংনঃ’
ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই অনূদিত হইয়াছে ; এখানে তাহার পুনরুক্তি
অনাবশ্যক । ত্রিবিধ বিদ্ব নিবারণের জন্ত তিনবার শাস্তিশব্দ পঠিত
হইয়াছে ॥১২৭॥

শাস্তির ভাষ্যান্ । ‘শং নো মিত্রঃ’ ইতি ‘সহ নাববতু’ ইতি চ ।
‘শং নো মিত্রঃ’ ইত্যাদি পূর্ববৎ স্পষ্টম্ । সহ নাববতিতি । সহ নাববতু,
নো শিষ্যাচার্যো সত্বেব অবতু রক্ষতু । সহ নো ভুনক্তু ব্রহ্ম ভোজয়তু ।
সহ বীৰ্য্যং বিজ্ঞানিমিত্তং সামর্থ্যং করবাবহৈ নির্বর্তয়াবহৈ । তেজস্বিনৌ
তেজস্বিনোরাবয়োঃ অধীতং স্ববীতম্ অস্ত, অর্থজ্ঞানযোগ্যমস্তিতার্থঃ । মা
বিদ্বিষাবহৈ, বিদ্যাগ্রহণনিমিত্তং শিষ্যস্ত আচার্যস্য বা প্রমাদকৃতাদিত্যাদিবিষেযঃ
প্রাপ্তঃ, তচ্ছমনায়েয়মশীঃ—মা বিদ্বিষাবহৈ ইতি । মৈব নো ইতরেতরং বিদেষ-
মাপদ্যাবহৈ । শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্জনমুক্ত্যর্থম্ । বক্ষ্যমাণবিদ্যাবিদ্ব-
প্রশমনার্থী চেয়ং শান্তিঃ । অবিন্যেনাত্মবিদ্যাপ্রাপ্তিরাশাস্যতে, তন্মূলং হি পর-
শেষ ইতি ॥১২৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—‘শং নো মিত্রঃ’ ও ‘সহ নাববতু’ ইত্যাদি । ভগ্নাধো
‘শং নো মিত্রঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; [সুতরাং
এখানে তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ।] ‘সহ নো অবতু’ অর্থ—শিষ্য ও
আচার্য্য—আমাদের উভয়কে তুল্যভাবে রক্ষা করুন ; ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে
তুল্যরূপে বিজ্ঞাফল ভোগ করান ; আমরা সমানভাবে যেন বিজ্ঞালাভের
উপযোগী বীৰ্য্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি । তেজঃসম্পন্ন আমাদের (গুরু ও
শিষ্যের) অধ্যয়ন উত্তম অধ্যয়ন হউক, অর্থ্যাৎ আমাদের অধ্যয়ন যেন পদার্থ-
জ্ঞানের যোগ্য হয় । আমরা যেন বিদেষ না করি । অতিপ্রায় এই যে,

বিজ্ঞানগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিষ্ট বা আচার্য্যের অনবধানপ্রযুক্ত অহায়বশতঃ কখনও 'বিষেষ বটিতে পারে, সেই বিষেষবুদ্ধি প্রশমনের জন্ত এইরূপ প্রার্থনা হইতেছে যে, 'মা বিদ্বিষাবটৈ' অর্থাৎ আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিষেষ না করি। তিনবার শাস্তিষদ উক্তির অভ্যপ্রায় পূর্বেই ব্যাখ্যা হইয়াছে। বিশেষতঃ পরে যে বিজ্ঞান উপদেশ হইবে, তৎ প্রাপ্তিতে ব্রহ্মনিবাংনাং এই শাস্তি-মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। ফল কথা—এই শাস্তিঘারা নিবারণ আয়বিজ্ঞা প্রাপ্তি প্রার্থিত হইতেছে ; আয়-বিজ্ঞাই শ্রেয়োলাভের মূল নিদান ॥১১২৭

ব্রহ্মবিদাপোতি পরম্ । তদেবাভ্যুক্তা । সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম । যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে বোমন্ । গোহস্মৃতে সর্বান্ কামান্ দহ । ব্রহ্মণা বিপশ্চিত্তেতি ।

তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সন্ততঃ । আকাশাদায়ুঃ । বায়োরগ্নিঃ । অগ্নেরাপঃ । অদ্ব্যঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ঔষধয়ঃ । ঔষধীভোহন্নম্ । অগ্নাং পুরুষঃ । স বা গম পুরুষোহন্নরসময়ঃ । তস্মৈ নমো শিবঃ । অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ । অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ । অয়মাত্মা । ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তদপোষ গোঁকো ভবতি ॥১১২৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবল্লীধ্যায়ে

প্রথমেহনুবাকঃ ॥১১॥

সরলার্থঃ ।—প্রথম* কক্ষাবিকল্পান্ত্যাপাসনানি সোপাধিকমায়দর্শনং চোক্তম্, ইদানীং সক্ষোপাধিনিমিত্তাঃ দর্শনার্থমিদানারভ্যতে—'ব্রহ্মবিদ' ইত্যাদি ।

ব্রহ্মবিদ (ব্রহ্ম—ব্রহ্মত্বং, পরং ব্রহ্ম বৈদ্বি—বিজ্ঞানাতীতি ব্রহ্মবিদ পুরুষঃ) পরং (সর্বাতিশাযি ব্রহ্ম) আপোতি । তৎ : তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যাপোভ্যুত্পাদিত্যে) এষা (বক্ষ্যমাণা পক্ষ) অভ্যুক্তা (পঠিতা অস্তি)—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইতি । তৎ, যঃ পুরুষঃ,) পরমে বোমন্ (বোয়স্মি অদ্ব্যাকাশে) গুহায়াং (গুহাবৎ দুস্ত্রবেশায়াং ব্রহ্মো) নিহিতং (নিশ্চয়েন নিত্যসন্নিহিতং)

সত্যং (দেশকালাদিভিন্নবাসিতস্বরূপম্) জ্ঞানং (অববোধস্বরূপম্) অনন্তং (দেশ-কাল-বস্তুভিঃ অপরিচ্ছেদ্যম্); (নিরতিশয়ং মহৎ—ভূম্)। [অত্র চ; সত্যাদৌনি ত্রৌণ্যেব ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণানি দিজেয়ানি]। [উক্তলক্ষণং] ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি—জ্ঞানাতি), সঃ (উক্তলক্ষণ-ব্রহ্মবিদ্) বিপশিচতা (যেথাবিনা—সর্বজ্ঞেন) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মাস্বরূপেণ) সর্বান্ কামান্ (বিষয়ান্) সহ (এককালং, নতু পর্যায়েণ) অশ্নুতে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ), ইতি (ইতিশব্দো-ন্নয়নসমাপ্ত্যর্থঃ)।

উক্তমেব নিদর্শনং দ্রষ্টয়িতুমাহ—‘তস্মাৎ’ ইত্যাদি। তস্মাৎ এতস্মাৎ (সত্যজ্ঞানানন্তরূপাৎ) আশ্বিনঃ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) আকাশঃ (স্থলঃ শব্দ-তনাত্ররূপঃ) সত্ত্বতঃ (উৎপন্নঃ)। তস্মাৎ আকাশাৎ বায়ুঃ (শব্দ-স্পর্শগুণক-সত্ত্বতঃ); বায়োঃ অগ্নিঃ (শব্দ-স্পর্শরূপগুণকঃ সত্ত্বতঃ); অগ্নেঃ আপঃ (শব্দ-স্পর্শরূপ-রসস্বভাৱাঃ সত্ত্বতঃ); অদ্ব্যঃ পৃথিবী (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধগুণা সম্ভূতা); পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ (ভূগুণভাৱাঃ), ওষধীভ্যঃ অন্নং (ভক্ষ্যং শস্যাদি), অগ্নাৎ ভোজনতঃ পোষণরূপেণ পরিণতাৎ পুরুষঃ (জীবদেহঃ সত্ত্বতঃ)। সঃ (অন্নসত্ত্বতঃ) এষঃ (শিরঃপাণ্যাদিমান্) পুরুষঃ বৈ (প্রসিদ্ধো, বৈদ্যারণ্যে চ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরস-পরিণামঃ)। তস্মাৎ (পুরুষস্মাৎ) ইদং (প্রসিদ্ধং মন্তকং) এব শিরঃ; অয়ং (দক্ষিণো বাহুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (পক্ষবৎ); অয়ং (বামো বাহুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ; অয়ং (দেহমধ্যভাগঃ) আস্থা (প্রাধাত্তাদাস্থবৎ); ইদং (নাভেরোধোভাগঃ) প্রতিষ্ঠা (স্থিতিহেতুঃ) পুচ্ছঃ (পুচ্ছমিব)। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণোক্তে অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যং) ভবতি (অস্তি) ॥১১২৮॥

মূলানুবাদে।—[ইতঃপূর্বে কশ্মের সঙ্গিত অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উপাসনা, সেই সমুদয় উপাসনা ও সোপাধিক ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে কথা বলা হইয়াছে; অতঃপর সর্বোপাধিরহিত ব্রহ্মদর্শন নিকরূপের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে]।—

ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটা মন্ত্র পঠিত আছে—‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম’ ইতি। [সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই তিনটাই ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ; [তন্মধ্যে] সত্য অর্থ—যাহার স্বরূপ কোন-

প্রকারেই বাধিত হয় না ; জ্ঞান অর্থ চিৎস্বরূপ—অববোধাত্মক, আব অনন্ত অর্থ দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন । পবন বোম অর্থ— হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধি ; সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত—সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ (সর্বজ্ঞ) ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন. অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত করেন ইতি । এখানেই যে, মন্ত সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত ‘ইতি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

[অতঃপর বর্ণিত ব্রহ্মের সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ সমর্থনের নিমিত্ত তাহার সর্বসংকারণ প্রদর্শিত হইতেছে] । সেই এই ব্রহ্ম হইতে শব্দগুণাত্মক সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হইল ; আকাশ হইতে শব্দ-স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু, বায়ু হইতে শব্দস্পর্শ ও রূপ, এই ত্রিগুণবিশিষ্ট অগ্নি (তেজঃ), তেজঃ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণসম্পন্ন জল, জল হইতে আবার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইল । সেই পৃথিবী হইতে ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি) উৎপন্ন হইল ; ওষধি হইতে অন্ন—শস্যাদি, আহার দ্বারা শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে আবার পুরুষ অর্থাৎ হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন হইল । এই ভ্রূহুই এই পুরুষ অন্নবসময় অর্থাৎ অন্নবসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ । সেই পুরুষের এই প্রসিদ্ধ শিরই শির, দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ. বাম বাহুই বাম পক্ষ, দেহমধ্যভাগ আত্মা (সর্ববিশ্বের প্রধান) ; এবং এই নাভির নিম্নভাগস্থিত অংশই তাহা অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ । উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্ত বিষয়েও এইরূপ একটী শ্লোক অর্থাৎ সংজ্ঞাপ্রার্থ বোধক বাক্য আছে ॥১৭২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমাস্ত্রবাক্যাত্মা ॥১৭॥

শাংকর-ভাষ্যে । সংতিতাদাবসখাণি কস্মাভবাবাক্ষ্যাপোমনা হ্যাত্মনি । অনন্তরঞ্চ অস্বঃসোপাধিকমাদ্বদর্শনমুক্তং ব্যাপ্তিধারেন বারাজ্য-ফলম্ । নষ্টতাবতা অশেষতঃ সংসারবাক্ষ্যোপমর্দনমস্তু । অতঃ অশেষোপদ্রব-বীজস্তাজ্ঞানম্ নিবৃত্ত্যর্থং বিক, সস্কোপাধিবিশেষাদ্বদর্শনার্থমিদমাত্রভাতে—

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরমিত্যাদি । প্রয়োজনং চাস্তা ব্রহ্মবিজ্ঞান্য অবিজ্ঞান-
নিবৃত্তিঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকঃ সংসারাত্যাবঃ । বক্ষ্যতি চ —“বিদ্বান্ন বিশেতি
কুতশ্চন” ইতি । সংসারনিবৃত্তিতে চ সতি, “অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিদ্বত” ইত্যাদিপদম্,
“কৃতাক্রতে পুণ্যপাপে ন তপতঃ” ইতি চ । অতোহবগম্যতে অস্বাদ্বিজ্ঞানং
সর্কীয়ব্রহ্মবিষয়াদাত্মিকঃ সংসারাত্যাব ইতি । স্বয়মেবাহ প্রয়োজনম্
“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্” ইত্যাদাবেব সম্বন্ধ-প্রয়োজনজ্ঞাপনার্থম্ । নিজ্জাত্যোহি
সম্বন্ধপ্রয়োজনয়োঃ বিভাগশ্রবণ-গ্রহণ-ধারণাভ্যাসার্থং প্রবর্ততে । শ্রবণাদিপূর্বকং
হি বিভাগফলম্, “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতাস্তরভেদঃ । ১

ব্রহ্মবিৎ,—ব্রহ্মেতি বক্ষ্যমাণলক্ষণম্, বৃহত্তমত্বাদ্ ব্রহ্ম, তদ্বৈতি বিজ্ঞানাতীতি
ব্রহ্মবিদ্, আপ্রাপ্তি প্রাপ্রাপ্তি পরং নিরতিশয়ম্ ; তদেব ব্রহ্ম পরম্ ; ন হ্যন্য
বিজ্ঞানাদন্যস্ত প্রাপ্তিঃ । স্পষ্টকং কৃত্যস্তং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমিব ব্রহ্মবিদো দর্শয়তি—
“স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মেব ভবতি” ইত্যাদি । ২

নহু সর্বগতং সর্বম্ চাত্ত্বতং ব্রহ্ম বক্ষ্যতি ; অতো নাপ্যম্ । আপ্তিচ অত্যা-
গেহ, পরিচ্ছিন্নম্ চ পরিচ্ছিন্নেন দৃষ্টা । অপরিচ্ছিন্নং সর্কীয়াকঞ্চ ব্রহ্মেত্যতঃ পরি-
চ্ছিন্নবদনাত্মবচ্চ তত্শাপ্তিরনুপপন্না । নায়ং দোষঃ । কথম্ ? দর্শনাদর্শনাপেক্ষাস্বাক্ষণ
আপ্ত্যানাপ্ত্যোঃ ; পরমার্থতো ব্রহ্মস্বরূপত্বাদি সতোহস্ত জীবন্ত ভূতমাত্রাক্রোধান-
পরিচ্ছিন্নান্নময়াস্তা স্বদর্শনত্বদাসক্তচেতসঃ । প্রকৃতসজ্জাপূরণস্ত আত্মনোহিবাব-
হিতস্তাপি বাহ্যসম্বোধবিষয়সংক্রান্ততয়া স্বরূপত্বাবদর্শনবৎ পরমার্থব্রহ্মস্বরূপা-
ত্বাবদর্শনলক্ষণয়া অবিজ্ঞানান্নময়াদীন্ বাহ্যান্ অনাশ্রয় আত্মত্বেন প্রাপ্তপন্নহাৎ
অন্নময়াগ্ননায়তো । নাতোহহমস্মীত্যভিমততে । এবমবিজ্ঞান্য আত্মভূতমপি
ব্রহ্ম অনাপ্তং জ্ঞাৎ । তস্মৈবমবিজ্ঞান্য শনাপ্তব্রহ্মস্বরূপস্ত প্রকৃতসজ্জাপূরণস্ত আ-
নোহবিজ্ঞান্যাপ্তস্ত সত্যং কেনচিত্তং স্মারিতস্ত পুনস্তস্মৈব বিজ্ঞান্য আপ্তির্বা, “থা
কৃত্যপদিষ্টম্ সর্কীয়ব্রহ্মণ আত্মবদর্শনেন বিজ্ঞান্য তদাপ্তিরূপপত্তত এব । ৩

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরমিতি বাক্যং সূত্রভূতং সর্বম্ বক্ষ্যত্বম্ । ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি
পরমিত্যনেন বাক্যেন বেদতয়া স্মৃতিতয়া ব্রহ্মণোহনির্দিষ্টব্রহ্মপবিশেষস্ত
সর্বতো বাহ্যত্ব-স্বরূপবিশেষসমর্পণসমর্থস্ত লক্ষণাত্মভিধানেন স্বরূপনিদ্রারণাঃ,
অনিশেষেণ চোক্তবেদনস্ত ব্রহ্মণো বক্ষ্যমাণলক্ষণস্ত বিশেষেণ প্রত্যাগাত্মতয়া
অনন্তরূপেণ বিশেষত্বায়, ব্রহ্মবিজ্ঞানফলঞ্চ ব্রহ্মবিদো যৎ পরপ্রাপ্তিলক্ষণমুক্তম্,
স সর্কীয়ভাবঃ সর্বসংসারধম্মাতাতব্রহ্মস্বরূপঃ সোহব, নাশ্রুতিত্বতৎ প্রদর্শনায় চ
এষা ঋগুদাঃপ্রিয়তে—তদেবাত্ম্যাক্তেতি । ৪

তৎ তস্মিন্নেব ব্রাহ্মণবাক্যোক্তেহর্থেষু এষা ব্লক অভ্যুজ্ঞা স্যাম্মাতা । সত্যং জ্ঞান-
মনস্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো লক্ষণার্থং বাক্যম্ । সত্যাদীনি হি ত্রাসি বিশেষণাধীনানি
পদানি বিশেষ্যস্ত ব্রহ্মণঃ । বিশেষ্যঃ ব্রহ্মবিবক্ষিতঃ হাৰ্দ্দেজ হুয়া । বেত্ত্বেন যতো ব্রহ্ম
প্রাপ্যেহেন বিবক্ষিতম্, তস্মাদ্বিশেষ্যং বিজ্ঞেয়ম্ । অতঃ অস্মাদ্বিশেষণবিশেষ্যভাবদেব
সত্যাদীন্তে কবিত্তন্ত্যস্তানি পদানি সমানাদিকরণানি । সত্যাদিভিত্তিস্থিতি-
শেষণৈর্কিশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যাস্তরেভ্যো নিক্ষার্যতে । এবং হি তত্ত্বজ্ঞাতং
ভবতি, যদন্তোভ্যো নিক্ষারিতম্ ; যথা লোকে নীঃসং মহৎ সূক্ষ্মত্বং পশ্যামি ॥৫

নহু বিশেষ্যং বিশেষ্যাস্তরং, বা ভচবদ্বিশেষ্যং, যথা নানং ব্রহ্মকোঃপদানি ॥
যদা হি অনেকানি দ্রব্যানোকজাতীযানি অনেকাবশেষণযোগ্যানি চ, তদা বিশেষণ-
স্বার্থবদম্ ; ন হ্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি, বিশেষণাত্তব্যযোগ্যং, যথা অসাবেক আদিত্য
ইতি, তথা একমেব ব্রহ্ম, ন বহ্মাত্তব্যনি, যেভ্যো বিশেষ্যেত, নালোঃপদবৎ ।
ন ; লক্ষণার্থবদ্বিশেষণানাম্ । নাবং দোষঃ । কস্মাৎ ? লক্ষণার্থপ্রধানানি বশে-
ষণানি, ন বিশেষণপ্রধানান্তেব । কঃ পুনর্লক্ষণব্রহ্মযোঃকরণবিশেষ্যয়োঃকরা
বিশেষঃ ? উচ্যতে—সজ্ঞানীয়েভ্য এব নিবৃত্তকানি বিশেষণানি বিশেষ্যস্ত,
লক্ষণং তু সর্বত এব, যথা অবকাশপ্রদানাকানি ॥ লক্ষণার্থক বাক্যমিত্য-
বোচ্যম ॥৬

সত্যাদিশব্দা ন পরস্পরং সম্বধ্যন্তে পরাধ্বাৎ, বিশেষ্যাত্মা হি তে ; অতএব
একৈকো বিশেষণশব্দঃ পরস্পরং নিরপেক্ষো ব্রহ্মশব্দেন সম্বধ্যতে—সত্যং লক্ষ,
জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনস্তং ব্রহ্মেতি । সত্যমিতি—যদাপ্যেণ যন্নিশ্চিতং, তদাপ্যেণ ন ব্যাভি-
চরতি, তৎ সত্যম্ । যদাপ্যেণ যৎ নিশ্চিতং, তদাপ্যেণ ব্যাভিচরং তদনৃত্যমিত্যুচ্যতে ।
অতো বিকারোহনৃত্যম্, “ব্যচরিত্বং বিকারো নামধেয়” শব্দিকেন্যেব সত্যম্”,
এবং সন্দেব সত্যমিত্যবধারণাৎ । অতঃ “সত্যং লক্ষ” ইতি ব্রহ্ম বিকারান্নিবৃত্ততি ।
অতঃ কারণস্তং প্রাপ্তং ব্রহ্মণঃ ।।

কারণস্ত চ কারণব্রহ্ম-ব্রহ্মত্বং যুৎসদচিকপত্যা চ প্রাপ্তা ; অত ইদমুচ্যতে—
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি । জ্ঞানং জ্ঞপ্তিরূপবোধঃ—ভাবসামনো জ্ঞানশব্দঃ, নহু জ্ঞান-
কৰ্ত্তা ব্রহ্মবিশেষণত্বাৎ সত্যানন্তাত্ম্যং সহ । ন হি সত্যাত্মী অনন্তত্যা চ জ্ঞান-
কৰ্ত্তৃত্বং সত্যাপত্তেতে । জ্ঞানকৰ্ত্ত্বেন হি বিক্রয়মাণং কথং সত্যং ভবেৎ,
অনন্তক ? যদ্বি ন কুতশ্চিৎ প্রবিভক্তং, তদনন্তম্ । জ্ঞানকৰ্ত্ত্বেন চ জ্ঞেয়-
জ্ঞানাত্ম্যং প্রবিভক্তমিত্যনন্তত্যানন্তাৎ, “যএ নাত্ত দ্ব্যনানি স ভূমা, অথ
যত্রাত্ত্বিজ্ঞানীতি তদনন্তম্” ইতি সত্যত্বাৎ । “নাত্ত্বদ্বিজ্ঞানীতি” ইতি বিশেষ-

প্রতিবেদ্যং আত্মানং বিজানাতীতি চেৎ ; ন ; ভূম-লক্ষণবিধিপরাধাক্যাম্ ।
 “যত্র নাভ্যং পশ্চতি” ইত্যাদি ভূয়ো লক্ষণবিধিপরাং বাক্যম্ । যথাপ্রসিদ্ধমেব
 অতোহতং পশ্চতীত্যেতদুপাদায়, যত্র তন্নাভি, স ভূমেক্তি ভূম্বরূপং তত্র
 জাপ্যতে । অতঃপ্রহণ্য প্রাপ্তপ্রতিবেদ্যর্থত্বান্ন স্বাত্মনি ক্রিয়াস্বিত্বপরাং বাক্যম্ ।
 স্বাত্মনি চ ভেদাভাবাঘিজনানুপপত্তিঃ । আত্মনশ্চ বিজ্ঞেয়ত্বে জাত্ৰভাবপ্রসঙ্গঃ,
 জ্ঞেয়ত্বেনৈব বিনিযুক্তত্বাৎ ॥৮

এক এবাত্মা জ্ঞেয়ত্বেন জাতৃত্বেন চোভয়থা ভবতীতি চেৎ ; ন ; যুগপদনশ-
 ত্বাৎ । ন হি নিরবয়বশ্চ যুগপজ্জ্ঞেয়-জাতৃত্বোপপত্তিঃ । আত্মনশ্চ ঘটাদি-
 বদ্বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞানোপদেশানর্থক্যম্ । ন হি ঘটাদিবৎ প্রসিদ্ধশ্চ জ্ঞানোপদেশো-
 হর্থবান্ । তস্মাৎ জাতৃত্বে সতি আনন্ত্যানুপপত্তিঃ । সন্মাত্রত্বকানুপপন্নং জ্ঞান-
 কর্তৃত্বাদিবিশেষবধে সতি ; সন্মাত্রত্বক সত্যম্ “তৎ সত্যম্” ইতি প্রত্যস্তরাৎ ।
 তস্মাৎ সত্যানন্তশব্দাভ্যাং সহ বিশেষণত্বেন জ্ঞানশব্দশ্চ প্রয়োগান্তাবসানো
 জ্ঞানশব্দঃ । “জ্ঞানং ব্রহ্ম” ইতি কর্তৃত্বাদিকারকনিবৃত্তার্থ, মূঢ়াদিবদচিক্রপতা-
 নিবৃত্ত্যর্থক প্রযুক্ত্যতে । “জ্ঞানং ব্রহ্ম” ইতি বচনাৎ প্রাপ্তমন্তবত্বম্, লৌকিকশ্চ
 জ্ঞানশাস্ত্রবদর্শনাৎ । অতন্তান্নিবৃত্ত্যুপমা—অনন্তমিতি ॥

সত্যাদীনামনৃত্যাদিপদ্যানিবৃত্তিপরাধাৎ বিশেষ্যশ্চ চ ব্রহ্মণ উৎপাদাদিবদপ্রসিদ্ধ-
 ত্বাৎ — “যুগত্বাভ্যসি স্নাতঃ খপুপ কৃতশেখরঃ । এষ বক্ষ্যামুতো যাতি শশশৃঙ্গ-
 ধনুর্ধরঃ” ইতিবৎ শূণ্ডার্থতৈব প্রাপ্তা সত্যাদিবাচ্যাত্তেতি চেৎ ; ন ; লক্ষণার্থত্বাৎ ।
 বিশেষণত্বেনপি সত্যাদীনাম লক্ষণার্থপ্রাধান্তমিত্যবোচ্যাম । শূণ্ডো হি লক্ষ্যো-
 অনর্থকং লক্ষণবচনম্ । অতঃ লক্ষণার্থত্বান্মত্বাহে—ন শূণ্ডার্থতৈতি । বিশেষণার্থ-
 ত্বেনপি চ, সত্যাদীনাম স্বার্থাপরিতাগ এব । শূণ্ডার্থত্বে হি সত্যাদিশব্দানাম
 বিশেষ্যনিয়ন্তৃদ্বানুপপত্তিঃ । সত্যাত্ত্বৈরর্থবধে তু তদ্বিপরীতধর্মবজ্ঞ্যো বিশে-
 ষ্যোভ্যো ব্রহ্মণো বিশেষ্যশ্চ নিয়ন্তৃত্বনুপপত্ততে । ব্রহ্মশব্দোহপি স্বার্থেনার্থবানেব ।
 তত্র অনন্তশব্দঃ অন্তবদপ্রতিষেধদ্বারেণ বিশেষণম্ ; সত্য-জ্ঞানশব্দৌ তু স্বার্থ-
 সমর্পণেনৈব বিশেষণে ভবতঃ ॥৯

‘তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ’ ইতি একণ্যোবাগ্নশব্দপ্রয়োগাৎ বেদিতুরাট্মৈব ব্রহ্ম ।
 “এতস্মানন্দময়মাগ্নান্নপসঙক্রামতি” ইত্যে চ আত্মতাং দর্শয়তি । তৎ প্রবেশাচ্চ ;
 “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবাত্মপ্রাবিশৎ” ইতি চ তত্শ্চৈব জীবরূপেণ শরীরপ্রবেশং দর্শয়তি ।
 অতো বেদিতুঃ স্বরূপং ব্রহ্ম । এবং তর্হি আত্মত্বজ্ঞানকর্তৃত্বম্; ‘আত্মা জ্ঞাতা’ ইতি
 হি প্রসিদ্ধম্, “সোহকাময়ত” ইতি চ কামিনো জ্ঞানকর্তৃত্বপ্রসিদ্ধিঃ ; অতো

জ্ঞানকর্তৃহাজ্ঞপ্তিব্রহ্মৈত্যুক্তম্। অ'নত্যত্ প্রসঙ্গাচ্চ; যদি নাম জ্ঞপ্তিজ্ঞানমিতি
হাবরূপতা ব্রহ্মণঃ, তদাপ্যনিতাঃ প্রসঙ্গোত্; পারতন্ত্র্যাক্; ধার্ম্যানাং কাবচা-
পেক্ষত্বাৎ; জ্ঞানঞ্চ ধাত্বর্থঃ; অতোহস্মি অনিত্যত্বঃ পরতত্ত্বতা চ। ন; স্বরূপা-
ব্যতিরেকেণ কার্যাহৌপচারাৎ। আত্মনঃ স্বঃপং জ্ঞপ্তিঃ, ন ততো ব্যতিরিচ্যতে;
অতো নিতৈব। তথাপি বুদ্বেরূপাধিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিত্যৈকিয়ম্মাকারপরি-
ণামিত্বা বেষ্টকাত্মাকারাবতাসাঃ, হে আত্মবিজ্ঞানস্মি বিষয়ভূতা উৎপত্তমানা
এবাণ্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উৎপদাস্তে। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানাবশ্যাশ্চ তে 'বজ্ঞান-
শব্দবাচ্যাশ্চ ধাত্বর্থভূতাঃ আত্মন এব বজ্ঞা' ব'ক্রয়াকপা ইত্যবিকিৰ্তিঃ পবি-
কল্পাস্তে। ১১

যত্ত্ব ব্রহ্মণো বিজ্ঞানম্, ০৭ সতি উপকাশবদগ্ৰন্থাৎবচচ ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তং
স্বরূপমেব তৎ। ন তৎ কার্যগাত্মস্বাভাবম্, নিত্যস্বরূপত্বাৎ, সৰ্ব্বভাবানাং চ
তেনাবিভক্তদেশকালীয়াৎ কালাকাশাদিকারণত্বাৎ নিরতিশয়ত্বত্বাৎ। ন
তস্মাত্তদবিজ্ঞেয়ং তস্মৈ বাবহিতং বিপ্রক্টং ভূতং ভবঃবিষয় ইতি। এতৎ
সৰ্ব্বত্র তদ্বজ্ঞা। মন্ত্রণীচ্চ—“অপানিপাদো জ্ববনো গ্রন্থীতা পশুতাচক্ষুঃ স
শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যঃ ন চ তস্মাপি বেত্তা তমাহরগাং পুংসং মহাত্মম”
ইতি। “ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্কিপ'রলোপো যিচ্ছতেহাবিনাশিত্বাৎ, নতু
তদ্বিতীয়মস্তি” ইত্যাদিগ্রন্থে। বিজ্ঞাতুস্বরূপাব্যতিরেক্যৎ করণাদি
নিমিত্তানপেক্ষ্যচ্চ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপত্রেপি নিত্যপ্রসিদ্ধিঃ; অতো নৈব
ধাত্বর্থস্তৎ, অক্রয়াকপত্বাৎ ৥১২

অঃ এঃ চ ন জ্ঞানকর্তৃ; তস্মাদেব চ ন জ্ঞানশব্দবাচ্যমপি তদ্বজ্ঞা। তথাপি
তদাত্মস্বাচকেন বুদ্ধিধর্ম্মবিশেষেণ জ্ঞানশব্দেন ব্রহ্মস্বাচকঃ; নতু চৈতন্য, শব্দ-
প্রবৃত্তিহেতু-জ্ঞাত্যাদিধর্ম্মানবিত্বাৎ। তথা সত্য-শব্দেনাপি সৰ্ব্ববিশেষপ্রত্যক্ষমিত
স্বরূপত্বাদ্ব ব্রহ্মণঃ সত্যসত্তাসামান্যবিশেষেণ সত্যশব্দেন লক্ষ্যতে—সত্যং ব্রহ্মেতি;
নতু সত্যশব্দবাচ্য বজ্ঞা। এতৎ সত্যাদিশব্দা ইত্যন্ততত্ত্বসম্মিধানাদিত্যোক্ত-
‘নয়মানিয়ামকাঃ সন্তঃ সত্যাদিশব্দবাচ্যানিবর্তকা লক্ষণঃ লক্ষণার্থাশ্চ ভবন্তীতি।
অঃ সিদ্ধম্ “যতো বাচো নিবর্তন্তেহপ্রাপ্য মনসা সহ” “অনিক্রুদ্ধেহনিলয়নে”
ইতি চাবাচ্যম, নীলোৎপলবদবাক্যার্থব্রহ্ম লক্ষণাঃ ৥১৩

তদ্যথাব্যাপ্যাতং ব্রহ্ম যো বেদ বিজ্ঞানীতি, নিত্যং দিত গ্ৰহায়াম্,
গ্রহতেঃ সংবরণার্থম্—নিগূঢ়া অগাং জ্ঞানভেদজ্ঞাতুপদার্থা ইতি গুহা বুদ্ধিঃ,
গুহাবস্থা ভোগাপবর্গো পুরুষার্থাবিতি বা, তস্মাৎ পরমে প্রক্টে বোমন্ বোয়সি

আকাশে অব্যাকৃতাখ্যে ; তদ্ধি পরমং বোম, “এতস্মিন্ খলুন্ধরে গার্গ্যাকাশঃ” ইত্যন্ধরসন্নিবধ্যৎ ; ‘গুহায়াং বোমন্’ ইতি বা সামান্যধিকরণাদব্যাকৃতাকাশ-মেব গুহা ; তত্রাপি নিগূতাঃ সর্বে পদার্থান্নিস্বৃকাণেষু, কারণত্বাৎ স্বস্মতঃস্বচ্ছঃ, তস্মিন্তত্ত্বনিহিতং ব্রহ্ম । হাদ্ধিমেব তু পরমং বোমেতি গ্রাহ্যম্, বিজ্ঞানাদ্বজেন বোয়ো বিবক্ষিতত্বাৎ । “যো বৈ স বহির্দ্বা পুরুষাদাকাশো যো বৈ সোহন্তঃ-পুরুষ আকাশঃ যোহয়মন্তঃস্বদয় আকাশঃ” ইতি ঐত্যন্তরাৎ প্রসিদ্ধং হাদ্ধি-বোয়ঃ পরমতম্ । তস্মিন্ হাদ্ধি বোয়ি যা বুদ্ধিগুহা, তস্তাং নিহিতং ব্রহ্ম তদ্যাবৃত্ত্য বিবিক্ততয়োলভাত ইতি । ন হত্বা বিংশিষ্টদেশকালসম্বন্ধোহস্তি ব্রহ্মণঃ, সর্বগতত্বান্নির্কিংশেষত্বাচ্চ । ১৪

স এবং ব্রহ্ম বিজ্ঞানম্ ; কিম্ ? ইত্যাহ—অগ্নৌ তে ভুঙ্তে সর্ষান্ নির্কিংশেযান্ কামান্ কাম্যভোগানিত্যর্থঃ । কিমস্বাদিবিৎ পুত্রস্বর্গাদিন্ পর্যায়েণ ? নে-যাহ—সহ যগপদ্ একক্ষণোপাভাবেন একয়োলভ্য সবিভূপ্রকাশবন্নিভায়া ব্রহ্মব্রহ্মপাব্যতিরিক্তয়া, যামবোচাম “সত্যং জ্ঞানম্” ইতি । এতন্তদ্ব্যচ্যে—ব্রহ্মণা সহেতি । ব্রহ্মভূতো বিদ্বান্ ব্রহ্মব্রহ্মপেণৈব সর্ষান্ কামান্ সহাগ্নৌ তে ; ন তথা, যথোপাধিক্রুতেন স্বরূপেণানো জলস্বর্গাদিবিৎ প্রতিবিশ্বভূতেন সাংসারিকেণ ধর্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাংশচক্ষুরাদি-করণাপেক্ষাংশচ সর্ষান্ কামান্ পর্যায়েণাগ্নৌ তে লোকঃ । কথং তর্হি ? যথোক্তেন প্রকারেণ সর্ষজেন সর্বগতেন সর্ষায়না নিত্যব্রহ্মাব্রহ্মরূপেণ ধর্মাদিনিমিত্তানপেক্ষাংশচক্ষুরাদিকরণানপেক্ষাংশচ সর্ষান্ কামান্ সহাগ্নৌ ত-ইত্যর্থঃ । বিপশ্চিতা মেধাভিনা সর্ষজেন । তদ্ধি বৈপশ্চিত্যম্, যৎ সর্বজ্ঞত্বম্ । তেন সর্বজ্ঞস্বরূপেণ ব্রহ্মণা অগ্নৌ ত ইতি । ইতিশব্দো মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ । ১৫

সর্ব এব বস্মার্থঃ “ব্রহ্মবিদাপোতি পরম্” ইতি ব্রাহ্মণবাক্যেন স্মৃত্তঃ । সচ স্মৃতিতোহর্থঃ সংক্ষেপতো মদ্বৈপ বাখ্যাতঃ ; পুনস্তস্মৈব বিস্তবেণার্থনির্ণয়ঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যুত্তরস্তদৃস্তিহানিবো গ্রঃ আরভাতে—তস্মাদ্ধা এতস্মাদিত্যাদি । তত্র চ ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ ইত্যুক্তং মন্ত্রাদৌ ; তৎ কথং সত্যমনন্তং তত আহ—ত্রিবিধং হি আনন্ত্যঃ—দেশতঃ কালতো বস্তুতঃচেতি । তদ্ব্যথা দেশতো-হনন্ত আকাশঃ ; ন হি দেশতন্তস্ত পরিভেদোহস্তি । ন তু কালতঃসানন্ত্যং বস্তুতঃশচাকাশস্ত । কথ্যং ? কার্যত্বাৎ । নৈবং ব্রহ্মণ আকাশবৎ কাল-তোহপ্যন্তবস্তুম্, অকার্যত্বাৎ । কার্যঃ হি বস্তু কালেন পরিচ্ছিন্নতঃ ; আকার্যক ব্রহ্ম । তস্মাৎকালতোহন্ত্যানন্ত্যম্ । তথা বস্তুতঃ । কথং পুনর্স-

স্তত্ত্ব আনন্ত্যম্ ? সৰ্ব্বানন্ত্যম্ । ভিন্নং হি বস্তু বস্তুত্তরস্তাস্তো ভবতি ; বস্তুত্তর-
বুদ্ধির্হি প্রসক্তাষস্তুত্তরান্নিবৰ্ত্ততে । যতো বস্তু বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ । স তস্তাত্ত্বঃ ।
তদ্বৰ্ণা গোত্ববুদ্ধিরন্যথাং নিবৰ্ত্ততে, ইত্যন্ব্যাস্তং গোত্বম্—ইত্যন্তবদেব ভবতি ।
স চাত্তো ভিন্নেষু বস্তুষু দৃষ্টঃ ; নৈবং ব্রহ্মণো ভেদঃ । অতো বস্তুতোহপ্যা-
নন্ত্যম্ । ১৬

কথং পুনঃ সৰ্ব্বানন্ত্যং ব্রহ্মণ ইতি ? উচ্যতে—সৰ্ব্ববস্তুকারণম্ ।
সৰ্ব্বেষাং হি বস্তুনাং কালাকাশাদীনাম্ কারণং ব্রহ্ম । কার্য্যাপেক্ষয়া
বস্তুতোহস্তবস্তুমিতি চেৎ ; ন ; অন্তত্বাং কার্য্যস্ত বস্তুনঃ । নহি কারণ-
বাস্তিরেকেন কার্য্যং নাম বস্তুতোহস্তি, যতঃ কারণবুদ্ধিনিবৃত্তেত ; “বাচারগুণং
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেতোব সত্যম্” এবং ‘সদেব সত্যম্’ ইতি ণত্যন্তর্য্যং ।
তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাং দেশতন্ত্ৰাবদনস্তং ব্রহ্ম । আকাশো হনন্ত ইতি প্রাসক্তঃ
দেশতঃ ; তন্ত্ৰেণ কারণম্ ; তস্মাৎ সিদ্ধং দেশত আত্মন আনন্ত্যম্ । নহি
অসৰ্ব্বগতাং সৰ্ব্বগতমুৎপদ্যমানং লোকে কিকিদ্গৃহতে । অতো নিরতিশয়-
মাত্মন আনন্ত্যং দেশতঃ । তথা অকার্য্যত্বাং কালতঃ ; ভিন্নবস্তুত্তরাভাবাচ্চ
বস্তুতঃ ; অত এব নিরতিশয়সত্যম্ । ১৭

তস্মাদিতি মূলবাক্যত্রয়ং ব্রহ্ম পরামৃশ্যতে ; এতস্মাদিতি মূলবাক্যেন
অনন্তরং যথালক্ষিতম্ । যদ্বন্ধ আদৌ ব্রাহ্মণবাক্যেন হ্রিঃ-ম্, যচ্চ “স-ম-
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যনন্তরমেব লক্ষিতম্, তস্মাদেতস্মাদব্রহ্মণ আত্মন আত্মশব্দ-
বাচ্যং ; আত্মা হি তৎ সৰ্ব্বম্ ; “তৎ সত্যং স আত্মা” ইতি শ্রুতাস্তর্য্যং ; অতো
ব্রহ্ম আত্মা । তস্মাদেতস্মাদব্রহ্মণ আত্মবরূপাং আকাশঃ সত্ত্ব-তঃ সমুৎপন্নঃ ।
আকাশো নাম শব্দগুণঃ অবকাশকরো মূর্ত্ত-দ্রবাণাম্ । তস্মাদাকাশাৎ শ্বেন
স্পর্শগুণেন, পূৰ্ণেন চ আকাশগুণেন শব্দেন দ্বিগুণো বায়ুঃ, সত্ত্ব-ত ইত্যন্ববৰ্ত্ততে ।
বায়োশ্চ শ্বেন রূপগুণেন পূৰ্ণীভ্যাক্ত দ্বিগুণঃ অগ্নিঃ সত্ত্ব-তঃ । অগ্নেশ্চ শ্বেন
রসগুণেন পূৰ্ণৈশ্চ ত্রিগুণৈশ্চ চতুর্গা আপঃ সত্ত্ব-ণাঃ । পৃথ্বীঃ শ্বেন গন্ধগুণেন
পূৰ্ণৈশ্চ চতুর্ভিঃ পঞ্চগুণা পৃথিবী সত্ত্ব-তা । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ । ওষধিভাঃ
অন্নম্ । অন্নাৎ রেতোকপেণ পরিণতাং পুরুষঃ শিরঃপাণাদ্যাকৃতিমান্ । ১৮

স টেব এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসবিকারঃ ; পুরুষাকৃতিভাবিতং হি
সৰ্ব্বেভ্যোহজ্ঞেভ্যস্তেজঃসত্ত্ব-তং রেতো বীজম্ । তস্মাদ্ যো জায়তে, সোহপি তথা
পুরুষাকৃতিরেব জাতঃ ; সৰ্ব্বজাতিষু জায়মানানাং জনকাকৃতিনিয়মদর্শনং ।
সৰ্ব্বেষামপান্নরসবিকারয়ে ব্রহ্মণঃগৃহে চাবিশিষ্টে, কথ্যং পুরুষ এব গৃহতে ?

প্রাধাত্ম্যং । কিং পুনঃ প্রাধাত্ম্যং ? কর্মজ্ঞানাধিকারঃ । পুরুষ এব হি শক্ত্বা-
দর্থিহাৎ অর্থ্যাদন্তত্বাচ্চ কর্মজ্ঞানয়োরধিক্রিয়তে, “পুরুষে হেবাবিস্তরামাত্মা, স
হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি, বিজ্ঞাতং পশুতি, বেদ ঋন্তং, বেদ
লোকালোকো, মর্ত্যো নামৃতমীকৃতীত্যেবং সম্পন্নঃ ; অথেনেবাং পশূনাশশনায়-
পিপাশে এবাভিবিজ্ঞানম্” ইত্যাদিশ্রুতাত্তর্যদর্শনাৎ ৷১৯

স হি পুরুষঃ ইহ বিদ্যায়া অন্তরতমং ব্রহ্ম সংক্রাময়িতুমিষ্টঃ; তন্ত্ৰ চ বাহ্যাকার-
বিশেষেদ্বনাথ্যসু আত্মাবাবিতা বুদ্ধিঃ বিনা আলম্বনবিশেষং কক্ষিৎ সহসা অন্তর-
তমপ্রত্যগাত্মবিষয়া নিরালম্বনা চ কর্তৃমশকোতি দৃষ্টশরীরাত্মসামান্যকল্পনয়া
শাখাচক্ষ-নিদর্শনবদন্তঃ প্রবেশয়নান্নাহ - তন্ত্ৰেদমেব শিরঃ ৷২০

তন্ত্ৰ অস্ত্র পুরুষস্তান্নরসময়স্ত ইদমেব শিরঃ প্রসিদ্ধম্ । প্রাণময়াদিষ-
শিরসাং শিরস্ত্বদর্শনাদিহাপি তৎপ্রসঙ্গে মা ভূদিত্তি ইদমেব শিব
ইভ্যুচ্যতে । এবং পক্ষাদিষু যোজনান্না । অয়ং দক্ষিণো বাহুঃ পূর্বাভিমুখস্ত,
দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; অয়ং সবো বাহুঃ উত্তরঃ পক্ষঃ । অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ
আত্মা অজ্ঞানাম্ “মধ্যং হেবামজ্ঞানামাত্মা” ইতিশ্রুতেঃ । ইদমিতি নাভেরধস্তাদ্
যদঙ্গম্, তৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । প্রতিষ্ঠিত্ত্যনযেতি প্রতিষ্ঠা । পুচ্ছমিব পুচ্ছম্,
অশোলম্বনসামান্যত্বাৎ, যথা গোঃ পুচ্ছম্ । এতৎ প্রকৃত্যোরবেশাং প্রাণময়াদীনাং
রূপকত্বসিদ্ধিঃ, মূষানিষিক্তকৃততাত্রপ্রতিমাবৎ । তদপোষ শ্লোকো ভবতি । তৎ
তস্মিন্নেবার্থে ব্রাহ্মণোক্তে অন্নময়াত্মপ্রকাশকে এষ শ্লোকঃ মন্ত্ৰো ভবতি ১৷২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমোক্তবাক্যভাষ্যম্ ৷১৥

ভাষ্যানুবাদ । যাহা কন্ঠের বিরুদ্ধ নয়, এমন উপাসনাসমূহ
প্রথমতঃ ‘সংহিতা’ প্রকৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া কথিত হইয়াছে ; অনন্তর
ব্যাহৃত্তি দ্বারা স্বাভাৱ্য ফলজনক সোপাধিক আত্মদর্শনও উক্ত হইয়াছে । কিন্তু
তদু ইহাতেই সংসার-বীজভূত অবিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে নিমর্দন করা সম্ভব হয় না ।
অতএব সর্কান্বয়ের বীজভূত অজ্ঞান-নিবৃত্তিব জন্ত সর্কোপাধিবিবর্জিত
নির্কিশেষ আত্ম-দর্শন নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে—‘ব্রহ্মবিদ্
আপ্নোতি পরম’ ইত্যাদি ।

এই বর্ণনীয় ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রয়োজন হইতেছে—অবিজ্ঞান নিবৃত্তি (১) ; তাহা হইতেই আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি অর্থাৎ চিরকালের জ্ঞান জন্মষণপ্রবাহ বামিয়া যায়। শ্রুতি নিজেও বলিবেন—‘বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ পুরুষ) কোথা হইতেও ভয় পান না’ ইতি। সংসাররূপ কারণ বিজ্ঞান থাকিতে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর হয় না। আরও কথিত আছে যে, ‘কৃতাকৃত এ পুণ্য পাপ তাহাকে সম্বাদ দেয় না’। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সর্বাঙ্গিক ব্রহ্ম-বিষয়ক এই বিজ্ঞান (সাক্ষ্যকারাত্মক জ্ঞান) হইতেই আত্যন্তিকভাবে সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথমেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ ও প্রয়োজন প্রকাশ করা আবশ্যিক ; এই জ্ঞান শ্রুতি নিজেই ‘ব্রহ্মবিদ আপ্নোতি পরম্’ এই বাক্যদ্বারা প্রয়োজন (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) বলিয়াদিয়াছেন (২)। প্রয়োজন ও শাস্ত্র-

(১) তাৎপর্য—নমু যথা ‘আপ্নোতি স্বারাজ্যম্’ ইত্যপবিত্রাফলমুক্তং সংসারপোচরণম্, তথা পরবিত্রাফলমপি “সোহঙ্গুতে সর্কান্ কামান্” ইতি সর্কবিষয়-সাধ্যানানানান্ সংসারপোচরণ-নেব নর্শন্যিষ্যতি, কথমাতান্তিকঃ সংসারভাবঃ? ইত্যতঃ প্রা—প্রয়োজনং চাত্তাঃ তত্তি। সর্ককাম-পনেন নিরতিশয়ানন্দাভিযুক্তিবিবক্ষিতা। সাচ স্বভাবানন্দানতিব্যাক্তিরূপাবিত্রানিবৃত্তিরেব, ইতি ন সংসারপোচরণ ফলমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিকৃত টীকা)।

সম্বাদ এই যে, পূর্বে কথিত অপর বিজ্ঞান ফলনির্দেশের সময় যেমন স্বারাজ্য (স্বর্গ রাজ্য) ফল কথিত হইয়াছে, তেমনি এইখানে পরবিজ্ঞান ফলনির্দেশের ফলেও যে, ‘তিনি সমস্ত কাম ভোগ করেন’ বলা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই সাংসারিক কামপ্রকার উৎকৃষ্ট ফল হওয়াই সম্ভব এবং যুক্তিসঙ্গত। এই আশঙ্কা-নিরাসেব যন্ত্র প্রাচ্যকার ‘প্রয়োজনং চাত্তাঃ’ বলিয়া আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তিকেই পরবিজ্ঞান মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিয়া দিয়াছেন। অপর শ্রুতিতে যে “সর্কান্ কামান্” কথা আছে, সেই কাম শব্দের অর্থ বিষয়ানন্দ নহে, পরন্তু স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি-বাধক যে, অবিজ্ঞান, সেই অবিজ্ঞাননিবৃত্তি দ্বারা নিরতিশয় স্বরূপানন্দাভিযুক্তি, তাহাই মোক্ষ, এবং তাহাই ব্রহ্মবিজ্ঞান মুখ্য কাম বা প্রয়োজন। ‘অন্যচ সেই নিবৃত্তি কখনই সংসারপোচরণ ফল হইতে পারে না। অতএব সংসারনিবৃত্তি পরা বিজ্ঞান প্রকৃত ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(২) তাৎপর্য—এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বা বিষয় হইতেছে—ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ; তাহার ফল বা প্রয়োজন—আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি। উক্ত ফল ও বিষয়ের সহিত সাধ্য-সাধনভাব সম্বন্ধ। আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি হইতেছে সাধ্য, আর পরা বিজ্ঞান হইতেছে তাহার সাধন বা নির্বাহক। প্রস্তাব প্রথমেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দেশ করা আবশ্যিক ; নচেৎ বিবেচক লোকের সেৱণ গ্রহণিকার প্রযুক্তি জন্মে না। এই জ্ঞান লাভকারণ বলিয়াছেন—“জ্ঞাতার্থঃ জ্ঞাতসম্বন্ধঃ জ্ঞাতুং জ্ঞাতা প্রযুক্তিতে। গ্রহণার্থে তেন বস্তুভ্যাঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ” ইতি।

প্রতিপাত্ত বিবরণের সহিত সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত থাকিলেই লোকে তাদৃশ বিভ্রান্ত শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ ও তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, ভবিত্বয়ে মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে’ ইত্যাদি অল্প শ্রুতি হইতেও জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে শ্রবণাদি করিতে হয়, পশ্চাৎ বিভ্রান্ত লাভ হয় ।১

‘ব্রহ্মবিদ’,—ব্রহ্মের লক্ষণ পরেই বলা হইতেছে। তিনি সৰ্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম; তাহাকে বিশেষভাবে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদ; ‘আত্মোক্তি’ অর্থ—প্রাপ্ত হন; পর অর্থাৎ নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা মহৎ নাই), [তাহা প্রাপ্ত হন]। উক্ত ব্রহ্মই এখানে ‘পর’ শব্দের অর্থ; কেন না, এক বস্তুর জ্ঞানে কখনই অল্প বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপর শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল প্রদর্শন করিতেছেন—‘যে লোক সেই পর ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়’, ইত্যাদি ।২

ভালকথা, পরে বলা হইবে যে, ব্রহ্ম সর্বগত ও সকলের আত্মস্বরূপ; তবে তাহা আর আপ্য (প্রাপ্য) হয় কিরূপে?—কোন একটা পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই অপর পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন ও সৰ্ব্বাত্মক, তখন পরিচ্ছিন্ন ও অনাত্ম বস্তুর (পৃথক বস্তুর) দ্বারা তাহার প্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত হয় না। না, এ দোষ হইতে পারে না। কেন? যেহেতু ব্রহ্মের যে, প্রাপ্তি ও অপ্ৰাপ্তি, তাহা কেবল দর্শন ও অদর্শন-সাপেক্ষ মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, ভূতমাত্রা দ্বারা অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূতংশ দ্বারা যে, বাহ্য (অনাত্মভূত) ও পরিচ্ছিন্ন অন্নময়াদি আবরণ নিশ্চিত হয়, সেই আবরণীভূত অন্নময় দেহপ্রভৃতিতে আত্মদৃষ্টি করায় তাহাতেই তাহার চিত্ত আসক্ত বা অশূরক হইয়া থাকে। যেমন [‘দশমঃ ত্রয়সি’ স্থলে] প্রকৃত দশম সংখ্যার পূরণ—দশম ব্যক্তি নিজে সন্নিহিত থাকিয়াও আপনার অন্যত্র সন্নিবেশপূরণে অর্থাৎ অল্প ব্যক্তিতে দশম সংখ্যা নির্ধারণে ব্যগ্রতানিবন্ধন স্বরূপাভাব দর্শন করিতেছিল, অর্থাৎ যেন আপনারই অভাব মনে করিতেছিল, (১) ঠিক তেমনই জীবও

(১) ভাৎপর্থা - বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটা অসিদ্ধ পদ আছে—একদা দশজন লোক গ্রামান্তরে যাইতেছিল। পথে ছোট একটা নদী ছিল। তাহা তাহারা সীতারে পার হইল। পর পায়ে যাইয়া তাহারা মনে করিল যে, আবরা সকলেই নদী পার হইয়া আসিতে পারিয়াছি কি না? তখন পরামর্শ দ্বির হইল যে, গদনা করিয়া দেখা যাউক,—আবরা দশ জনই উপস্থিত আছি

স্বগত পারমার্থিক ব্রহ্ম-ভাবে অদর্শন (অজ্ঞানাত্মক অবস্থা বশতঃ) অল্পময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া মনে করে যে, আমি অল্পময়াদি অনাত্ম বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত নহে । এই প্রকারে প্রকৃত আত্মস্বরূপ ব্রহ্মও অবিস্তাপ্রভাবে অপ্রাপ্তবৎ হইয়া থাকে । সেই পূর্বোদাহৃত দশম ব্যক্তির মত—অবিস্তা বা ভ্রান্তিবশতঃ যাহার স্বগত সন্নিহিত দশমত্ব সংখ্যাও অপ্রাপ্তের জায় হইয়াছিল, তাহারই আবার যেমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বগত দশমত্ব সংখ্যা প্রবোধিত করিয়া দিলে পর, জ্ঞান দ্বারা পুনর্বার সেই বিদ্যমান স্বরূপেরই প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ; ঠিক তেমনি প্রাণের উপদেশানুসারে আপনার (আত্মা, সর্বাঙ্গিক ব্রহ্মভাব অবগত হইবামাত্র) বিদ্যা দ্বারা সেই অপ্রাপ্ত ব্রহ্মভাব সম্বন্ধেও প্রাপ্তি ব্যবহার নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় ।

‘ব্রহ্মবিদ্যুৎ আশ্রয়িত পরম্’ এই বাণীটি সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রতিপাত্ত বিষয়ের সূত্রস্বরূপ (সংক্ষেপে অর্থহৃচক) । ‘ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতি পরম্’ এই বাণী ব্রহ্ম সামান্যাকারে সূচিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই ; সেই হেতু সর্বপ্রকার বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (স্বতন্ত্র) স্বরূপবিশেষ-প্রকাশনের যোগ্য লক্ষণ কখন দ্বারা তাহার স্বরূপ নিরূপণের জন্য, সাধারণভাবে সাধারণ বেদনের (জ্ঞানের) কথা বলা হইয়াছে অথচ পরে তাহার লক্ষণ বলা হইবে, সেই ব্রহ্মই যে, জীবাত্মরূপে বিজ্ঞেয়, তন্মমিত, এবং ব্রহ্মবিদ্যুৎ পুঙ্খের যে, পরপ্রাপ্তিই ব্রহ্মবিদ্যার শেষ ফল বলা হইয়াছে, সেই সর্বাঙ্গতাব বস্তুতঃ সর্বপ্রকার সংসারধর্মের অতীত ব্রহ্মস্বরূপই ভিন্ন অজ্ঞ কিছুই নহে, শুধু এই-মাত্র প্রদর্শনের জন্যই ‘তদেবাভ্যাক্তা’ বলিয়া এই শব্দ (মন্ত্র) উদাহৃত (উল্লিখিত) হইতেছে । ৪

কি না । তৎকালে গণনা আরম্ভ হইল, কিন্তু সকলেই নিজকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল ; ফলে লোকসংখ্যা নয়ের অধিক—দশ আর হইল না, সুতরাং দশম ব্যক্তি দ্বারা গণিত—ছিন্ন করিয়া দশ জনেই কীদন্তে আবদ্ধ করিল । এমন সময় এক জন বিজ্ঞ লোক সেখানে আসিয়া উহাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, উহারা মুঢ়, তাই মজা জন্মে পড়িয়াছে । তিনি উহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা কীদিও না তোমাদের দশম ব্যক্তি বাঁচিয়া আছে । তোমরা আবার গণনা কর । তখন এক জন গণনায় প্রবৃত্ত হইল ; সে নবম পর্য্যন্ত গণনা শেষ করিবামাত্র সেই আগন্তুক ভদ্র লোকটি অঙ্গুলীনির্দেশপূর্বক বলিল যে, ‘দশমঃ স্বমসি’ অর্থাৎ তুমিই দশম ; তখন উহাদের জন্ম দূর হইল ও আনন্দের সন্ধার হইল ।

এই ব্রাহ্মণবাক্যে (“ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্” ইত্যাদি বাক্যে) যে বিষয় অভি-
হিত হইয়াছে, সেই বিষয়েই এইরূপ একটা স্বকৃও (মন্তব্য) পঠিত আছে—‘ব্রহ্ম
সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ’। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। এখানে সত্যাপ্রভৃতি পদদ্বয়
বিশেষণ, আর ব্রহ্ম উহাদের বিশেষ্য। বেদরূপে (জ্ঞেয়রূপে) ব্রহ্মই এখানে
বিবক্ষিত; এইজন্য ব্রহ্মই বিশেষ্য। যে হেতু বেদরূপে ব্রহ্মই এখানে প্রধানতঃ
বিবক্ষিত (ঐতিবচনের অভিপ্রেত), সেই হেতু ব্রহ্মকে বিশেষ্য বলিয়া জানিতে
হইবে। এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকাতাই সমান বিভক্তিরুক্ত সত্যাদি
পদ তিনটি সমানাধিকরণ (একই বিশেষ্যে অধিত)। অভিপ্রায় এই যে,
ব্রহ্মকে সত্যাদি তিনটি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য
হইতে পৃথক্ করা হইতেছে। এইরূপে অত্র পদার্থ হইতে বিশেষিত হইলেই
সমস্ত বস্তু যথাযথভাবে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। যেমন নীল মৃৎ সুগন্ধী উৎপল
(পদ্ম) বলিলে, নীল প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত উৎপলটি অত্রপ্রকার
উৎপল হইতে পৃথক্ রূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহা ঐ ঠিক তেমনই।

ভাল কথা, বিশেষ্য বস্তুটি বিশেষণান্তরে সংক্রমণযোগ্য হইলেই বিশেষিত
করা আবশ্যক হয়, যেমন উৎপল নীল ও রক্তবর্ণ [উভয়প্রকারই হইতে
পারে; তজ্জন্য একটা বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক হয়]। অভিপ্রায় এই যে,
যখন একজাতীয় বহু দ্রব্য অত্রপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইবার যোগ্য
হয়, তখনই নির্দ্বারণের জন্য বিশেষণ-প্রয়োগ সার্থক হইয়া থাকে; কিন্তু একই
বস্তুতে বিশেষণপ্রয়োগ কখনই সার্থক হইতে পারে না; কারণ, সেখানে অপর
বিশেষণের সম্ভাবনাই থাকে না; যেমন ‘ঐ একটি আদিত্য’। তেমনি ব্রহ্মও একই
বস্তু; অপর বহু ব্রহ্ম নাই, যাহাদের হইতে—নীল উৎপলের ন্যায় ব্রহ্মকে বিশে-
ষিত করা হইতে পারে। না, এ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু এখানে
লক্ষণ নির্দেশ করাই বিশেষণ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে,
বিশেষণের আন্বৰ্য্যক্য রূপ দোষক্ষেপ করিয়াছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না। কেন
হয় না? যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দেশ করাই বিশেষণ সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য,
কিন্তু কেবল বস্তুকে বিশেষিত কবাটাই উদ্দেশ্য নহে। ভাল, দ্বিজ্ঞাসা করি—
তাহা হইলে, লক্ষণ ও লক্ষ্যের (যাহার লক্ষণ করা হয়, তাহার এবং বিশেষ্য
ও বিশেষ্যের) প্রভেদ কি? হাঁ বল। হইতেছে—বিশেষণসমূহ সাধারণতঃ
বিশেষ্যকে তজ্জাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করে; আর ‘লক্ষণ’
সাধারণতঃ সজাতীয় ও বিজাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতেই লক্ষ্যের পার্থক্য

জ্ঞাপন করে। যেমন—অবকাশদাহর আকাশের লক্ষণ। [এখানে অবকাশ-দাহরই আকাশের লক্ষণ বা পরিচায়ক]। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই (সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-ব্রহ্ম) বাক্যটি অক্ষণার্থক অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণরূপে প্রযুক্ত, কিন্তু বিশেষণরূপে নহে। ৬

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই শব্দত্রয় পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বা অস্থিত নহে ; কারণ উহারা পরার্থক, অর্থাৎ উহারা ব্রহ্মের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত। এই কারণেই একএকটি বিশেষণ শব্দ অপরের সহিত সম্বন্ধাপেক্ষিত না হইয়াই বিশেষ্য—ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ (অস্থিত) হইয়া থাকে ; যেমন—সত্য ব্রহ্ম, জ্ঞান ব্রহ্ম, ও অনন্ত ব্রহ্ম। 'সত্য' অর্থ, যাহা যেকপে নিশ্চিত হয়, সে যদি সেইরূপেই থাকে, কখনও অতথা না হয়, তবেই তাহা সত্য। আর যাহা যেকপে নিশ্চিত হইয়া, পরে সেইরূপে ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকাণে যে বস্তু যেকপে পরিজ্ঞাত হয়, পরে যদি তাহার সেই পরিজ্ঞাত রূপটি না থাকে, তাহা হইলে তাহা অসৎ বা অসত্য বুঝিতে হইবে। এই কারণেই বিকার বা জড় বস্তু মাত্রই অনৃত ; [কারণ, উহাদের স্বরূপ চিরদিন একরূপ থাকে না। বিশেষতঃ] 'বিকার অর্থাৎ জড় পদার্থমাত্রই কেবল বাক্যারূপে নামমাত্র ; উহাব উপাদান মূর্ত্তিকাই একমাত্র সত্য' এই প্রতি বাক্য এবং 'সৎই একমাত্র সত্য' এইরূপে সৎপদার্থেরই একমাত্র সত্যতার অবধারণও ইহার সমর্থক। অংএবং 'সত্য ব্রহ্ম' এই কথাটি ব্রহ্মের বিকারভাব নিবারণ করিতেছে। ইহা হইতেই ব্রহ্মের বারংবারও সিদ্ধ হইল ৷৭

ব্রহ্মকে কারণ বলয়, তাহার কারকত্ব, এবং বস্তুবিশেষ বলয় দ্বি-কারণ মূর্ত্তিকার ত্রায় অচিদপহও (জড়ত্ব বা অচেতনত্বও) সম্ভাবিত হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ কারকমাত্রই—ক্রিয়ার নিমিত্তভূত বস্তুমাত্রই কারণ-পদবাচ্য (কার্যজনক) হইয়া থাকে ; এবং মূর্ত্তিকাপ্রভৃতি জড় পদার্থই সাধারণতঃ ত্রৈকণ কারণতা লাভ করিয়া থাকে ; অতএব ব্রহ্মকে কারণ বলিলে, তাহাকেও মূর্ত্তিকাপ্রভৃতি কাবকের ত্রায় জড় বস্তু বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিলেন—'জ্ঞান-ব্রহ্ম'। জ্ঞান অর্থ—জ্ঞাপ্তি অর্থাৎ অববোধ (উপলব্ধি)। এই 'জ্ঞান' শব্দটি ভাববিহিত অনট প্রত্যয়বাগে নিম্পন্ন ; সুতরাং জ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা নহে ; কারণ, 'সত্য' ও 'অনন্ত' পদের ত্রায় এই পদটিও ব্রহ্মেরই বিশেষণ। ব্রহ্মকে জ্ঞানকর্তা বলিলে, তাহাতে সত্যতা ও অনন্ততা কোন

যতেই রক্ষা পায় না। জ্ঞানকর্তৃত্বরূপ ধর্ম দ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম কিপ্রকারেই বা সত্য ও অনন্ত হইবে? কারণ, যাহাকে কোন বস্তু হইতেই প্রবিভক্ত বা পৃথক করা যায় না, তাহাই অনন্ত হয়; কিন্তু জ্ঞান-কর্তা বলিলে ত তাহাকে জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই পৃথক করা যাইতে পারে; সুতরাং তাহার অনন্তত্ব হইতেই পারে না। অপর শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, ‘যাহাতে ভেদদর্শন করা যায় না, তাহাই ভূম্বা (অনন্ত) ; আর যাহাতে ভেদ দর্শন করা যায়, তাহাই অঙ্গ বা পরিচ্ছিন্ন’। যদি বল, ‘অন্যকে জানে না’ বলিয়া অগ্ন্যদর্শনের নিষেধ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই ‘আত্মাকে জানে’ না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ভূম্বার লক্ষণ বিধানই উক্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য, (আগ্ন্যদর্শনে নহে), অর্থাৎ ভূম্বার লক্ষণ বিধান করা ভিন্ন আগ্ন্যদর্শনে উহার তাৎপর্য নাই। উক্ত বাক্য শুধু এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, লোকপ্রসিদ্ধ ভেদদর্শনের উপাদান বা অগ্ন্যবাদ করিয়া এইমাত্র জানাইতেছে যে,—যেখানে সেই ভেদদর্শন নাই, তাহাই ভূম্বা; ইহাই ভূম্বার স্বরূপ। ঐ বাস্তু্যী স্বভাবপ্রাপ্ত অগ্ন্যদর্শনের প্রতিবেদক-মাত্র; কিন্তু আত্মাতে দর্শন ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মাতে যখন নিজের ভেদ থাকেই না, তখন তদ্বিশয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তিরও সম্ভাবনা হয় না। আত্মা যদি বজ্জ্যেয় (জ্ঞানের বিষয়) হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতারই অভাব ঘটিত; কারণ, কেবল জ্ঞেররূপে বিনিযুক্ত আত্মা কখনই নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না। তাহা হইলে কর্তৃ-কর্ম বিরোধ [উপস্থিত হইত] ॥৮

যদি বল, একই আত্মা জ্ঞেয় জ্ঞাতা—উভয়রূপই হইবে, অর্থাৎ এক আত্মাই একের পক্ষে জ্ঞেয়, আবার অপরের পক্ষে জ্ঞাতা হইতে পারে? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, আত্মা নিরংশ বা নিরবয়ব। নিরবয়ব বস্তু একই সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয়রূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যদি ঘটাদির গ্রায় বিজ্ঞেয়—জড়পদার্থই হইত, তাহা হইলে, তদ্বিশয়ে শাস্ত্রোপদেশও সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। কেন না, ঘটাদির গ্রায় সিদ্ধ বস্তুতে জ্ঞানোপদেশ কখনই সাধক হইতে পারে না। অতএব, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে, কখনই তাহার অনন্ততা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানকর্তৃত্ব প্রকৃতি বিশেষ ধর্ম আত্মাতে স্বীকার করিলে, আত্মার শুদ্ধ সম্বন্ধরূপতাও অস্বপন্ন হয়। ‘তিনি সত্য’ ইত্যাদি অপর শ্রুতিবাক্য হইতে প্রকাশ পায় যে, সৎ ও সত্য পদার্থ বস্তুতঃ একই। অতএব, সত্য ও অনন্ত শব্দের সহিত একযোগে প্রযুক্ত হওয়ার শ্রুতিব ‘জ্ঞান’ শব্দটা ভাববাচ্যে নিষ্পন্নই বলিতে

হইবে ; [শ্রুতরাং জ্ঞানই উহার অর্থ, জ্ঞানকর্তা নহে] । কর্তৃবাদি কারক-
ভাব ও মৃত্তিকাপ্রভৃতির দ্বারা অচেতনভাব নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-শব্দের
বিশেষ্যরূপে ত্রক্ষশব্দের (জ্ঞানং ত্রক্ষ) প্রয়োগ করা হইয়াছে । ব্যবহারিক
জ্ঞান যেমন সান্ত্ব—পরিচ্ছিন্ন বা ধ্বংসশীল, ত্রক্ষকে জ্ঞানস্বরূপ বলায়, তাহারও
অন্তবত্তা বা সান্ত্বত্ব সম্ভাবিত হয়, তন্নির্বৃত্তির জন্য বলা হইল—‘অনন্ত’ । ৯

যদি বলা, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেষণত্রয়ের যখন অন্ত্যাদি স্বয়-
নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য্য, এবং বিশেষ্য ত্রক্ষ বস্তুটীও যখন উৎপাদি বস্তুর দ্বারা
লোকপ্রসিদ্ধ নহে, তখন—‘এই বক্ষ্যাপূত্র মৃগতৃক্ষা-জগে নান করিয়া, আকাশ-
কুমুদে নিখিত মালা শিরে ধারণ পুষ্পক শবকের শৃঙ্গে নিখিত ধনুঃ গ্রহণ করত
গমন করিতেছে ।’ এই বাক্য যেমন অর্থশূন্য—নিরর্থক, ‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং
ত্রক্ষ’ এই বাক্যও ঠিক তেমনি অর্থশূন্য—নিরর্থক হইয়া পড়ে । না, তাহা
হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত বাক্যটী লক্ষণার্থক, অর্থাৎ ত্রক্ষো স্বরূপনির্দেশ
করাই ঐ বাবের প্রকৃত অর্থ । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সত্যাদি পদগুলি
বিশেষণ হইলেও লক্ষণার্থপ্রদান ; [শ্রুতরাং ইহাতে সর্বতোভাবে বিশেষণস্বভাব
কল্পনা করা চলে না] । যে স্থানে লক্ষ্য পদাৰ্থটী শূন্য বা অসৎ হয়, সেখানেই
লক্ষণনির্দেশ নিরর্থক হয় । অতএব লক্ষণার্থপ্রদান বলিয়াই আমরা মনে
করি যে, সত্যাদি পদগুলি অর্থশূন্য নহে । আর যদি বিশেষণপ্রদানই হয়, তথাপি
এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থহীনাগ নিশ্চয়ই হয় না । কেন না, সত্যাদি
পদগুলি যদি অর্থহীনই হইত, তাহা হইলে বিশেষ্যকে নিয়মিত করা (অর্থ
পদার্থ হইতে পৃথক্ করা), উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না । পক্ষান্তরে,
সত্যাদি পদগুলি সত্যাদি অর্থে অপমান (সাধক) হইলেই তদ্বিপরীত
ধ্বংসকৃত্ত অপরাপর বিশেষ্য পদার্থ হইতে বিশেষ্য ত্রক্ষকে নিয়মিত করিতে
সমর্থ হয়, (নচেৎ নহে) । তাহাব পর ত্রক্ষশব্দও নিয়মিত থাকে সাধকই
বটে । অনন্ত শব্দও অন্তবহু ধর্ম্মের প্রতিবেদ করিয়া ত্রক্ষের বিশেষণ
হইয়াছে । সত্য ও জ্ঞান শব্দ কিন্তু স্বার্থ-প্রতিপাদনপূর্ব্বকই বিশেষণত্ব লাভ
করিয়াছে । ১০

‘তন্মাৎ বৈ এতন্মাদ্ আত্মনঃ’ এই বাক্যস্থ আত্মা শব্দটী ‘ত্রক্ষ’ অর্থে গম্যকৃত্ত
হওয়ায় বেদিতার আত্মাকেই ত্রক্ষস্বরূপ বুঝিতে হইবে । ‘এই আনন্দময় আত্মাকে
প্রাপ্ত হয়’ এই বাক্যও ত্রক্ষের আত্মস্বরূপতাই প্রদর্শন করিতেছে । [জীবরূপে
ত্রক্ষের] প্রবেশও উহার অপরিহার্য্য ;—‘তিনি শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে

প্রবেশ করিলেন', এই শ্রুতিও ব্রহ্মেরই জীবভাবে শরীর মধ্যে প্রবেশ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব, ব্রহ্মই বেদিতার (জ্ঞাতার) প্রকৃত স্বরূপ। ভাল, ব্রহ্মই যদি জীব হয়, তাহা হইলে ত তাহার জ্ঞানকর্তৃত্বই (জাতৃত্বই), সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মার জাতৃত্ব লোকপ্রসিদ্ধ; এবং 'তিনি কামনা করিলেন' এই শ্রুতিবাক্যেও কামনাকারী ব্রহ্মের জাতৃত্বই সিদ্ধ হইতেছে; অতএব জ্ঞানকর্তৃত্ব নিবন্ধন, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' একথা উপপন্ন হয় না। [জ্ঞানস্বরূপতার বিপক্ষে] অনিত্যতা প্রসিদ্ধিও অপর হেতু;—জ্ঞান শব্দের জ্ঞপ্তি (বোধ) অর্থ দ্বারা যদি ব্রহ্মের ভাব-রূপতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, ব্রহ্মের অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা আপত্তিত হয়; কেন না, ধাত্বর্থ (ভাব) মাত্রই কারক-সাপেক্ষ; [তোমার মতেও] জ্ঞান ত 'জা' ধাতুরই অর্থ; সুতরাং ইহারও অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা (পর্যাপেক্ষিতা) হইবে। না, একথা হইতে পারে না; কারণ, এই জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে; উহাতে কার্য্য বা ক্ষমতা উপচরিত হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান বস্তুতঃ আত্মারই স্বরূপ, আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে; সুতরাং ঐ জ্ঞান বস্তুটিও আত্মার জায় নিশ্চয়ই নিত্য। [জ্ঞানের ঐক্য অনিত্যতা ব্যবহারের কারণ এই যে, আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধি চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্য বিষয়াকারে পরিণত হইলে পর, বুদ্ধির যে শব্দাদি-বিষয়াকারে ক্ষুরণ হয়, সে সমুদয় ক্ষুরণ আত্মা বিজ্ঞানের বিষয়রূপে (প্রকাশরূপে) প্রকটিত হয়; এই কারণে আত্মবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্ত বা বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত) হইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ঐ কারণেই এই সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি আত্মবিজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াও বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য হয়, এবং ধাত্বর্থস্বরূপ বিকার হইয়াও আত্মারই ধর্ম্য বলিয়া অবিবেকী লোককর্তৃক কল্পিত হয়। ১১

আর বাহা প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞান, তাহা কিন্তু স্বর্য়গত প্রকাশের জায় এবং অধ্বিগত উচ্চতার জায় ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপই বাটে। উক্ত স্বরূপবিজ্ঞানটী অথ কোন কারণেব অপেক্ষা করে না; কেন না, প্রথমতঃ উহা স্বরূপতাই নিত্য; দ্বিতীয়তঃ যত প্রকার ভাবপদার্থ আছে, তৎসমূহের সহিত একই কালে একই স্থানে উহা অবস্থিত; তৃতীয়তঃ উহা কাল ও আকাশাদির কারণ বলিয়া সর্বাপেক্ষা অতিশয় হৃদয়; তন্নিম্ন যে, আরও কোন হৃদয় ব্যবহৃত বা বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্তী) ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্তমান অবিজ্ঞের বস্তু আছে, তাহাও নহে। এই কারণেই ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। তা' ছাড়া, 'তিনি (ব্রহ্ম) হস্ত নাই, গ্রহণ করেন; পদ নাই ক্রতগামী; চক্ষু নাই, দর্শন করেন; কণ নাই,

প্রবণ করেন, এবং যাহা কিছু জ্ঞাতবা আছে, তাহা তিনি জানেন ; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না ; জানিগণ তাঁহাকেই আদি মহান পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।’ এই মন্ত্রবাক্য হইতে, এবং ‘বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না ; কারণ, উহা অবিনাশী (নিত্য) ; তাহার দ্বিতীয় নাই, [যাহা তিনি দর্শন করিবেন,]’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [তাহার সৰ্ব্বজ্ঞতা প্রমাণিত হয়] । ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যে, তাহার নিত্য-প্রসিক্তি, তাহার কারণ তিনি বিজ্ঞাতৃস্বরূপ হইতে অপৃথক্, এবং তাহার বিজ্ঞাতৃত্ব বা বিজ্ঞান কোনও ইন্দ্রিয়াদি নিমিত্ত সাপেক্ষ নহে । এই জগৎ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানটী ধাত্বর্থে (‘জ্ঞা’-ধাতুর অর্থ—জ্ঞত জ্ঞান নহে ; কারণ, ঐ জ্ঞান কখনই ক্রিয়াস্বরূপ নহে । অভিপ্রায় এই যে, কাব্যকসাধ্য ক্রিয়ায়ক জ্ঞানই ধাত্বর্থে ; এবং তাহা কারকের সাধ্যোপপন্ন হয় বলিয়া অনিত্য । এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধ্য ধাত্বর্থেই নয়, তখন ইহার নিত্যত্বে কোন বাধাই হইতে পারে না । ১২

এই কারণেই ব্রহ্ম জ্ঞানকর্তাও নহে ; এবং সেই কারণেই ব্রহ্ম কখনই জ্ঞানশব্দের বাচ্যার্থও নহে । ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞান-শব্দের বাচ্যার্থ না হইলেও, [বুদ্ধিদৰ্শনে প্রতিফলিত] চিদাভাস-বাচক বুদ্ধিঃ ধৰ্ম্মাবশেষ বা অবস্থা-বিশেষরূপ-বাচক জ্ঞান-শব্দে উক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান লক্ষিত হয়, কিন্তু জ্ঞান শব্দের বাচ্য হয় না ; কারণ, শব্দ-ব্যবহারের কারণীভূত জ্ঞাতীভূতি কোন দৃষ্টে তাহাতে নাই (১) । ‘সত্য’ শব্দেও ঠিক এইরূপ অর্থই সুব্যায় । ব্রহ্ম স্বভাবতই সমস্ত বিশেষ-ধৰ্ম্মবিরহিত ; সুতরাং সৰ্ব্বপকার বাহ্যসত্তাবিষয়ক ‘সত্যঃ ব্রহ্ম’

(১) তাৎপৰ্য্য—‘যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম’ অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্বরূপ । ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, জ্ঞান বস্তুটা ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু নহে । অথচ জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ অসম্ভবদিক্ত এবং শাস্তিসিদ্ধ ও বটে । এটো জগৎ বলিতে হয় যে, জ্ঞান বস্তুতঃ নিত্যই বটে, উহার উৎপত্তি, বিনাশ বা বিকার নাই । কিন্তু নির্মূল বুদ্ধি-দৰ্শনের জ্ঞানের প্রতিবিম্ব হয়, অজ্ঞত হয় না । বিভিন্ন কারণে বুদ্ধিতে নানাকার পরিণাম উপস্থিত হয়, ও বিনষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রতিবিম্বেরও উদয় ও অস্ত হয় । এই কারণে আন্তঃচৈতন্যজ্ঞানসিদ্ধ সেই বুদ্ধিবৃত্তিকেই সাধারণতঃ জ্ঞান নামে ব্যবহার করা হয় মাত্র । বুদ্ধিবৃত্তির উদয় ও বিনাশকে লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানেরও উৎপত্তি-বিনাশ কল্পিত হইয়া থাকে । প্রকৃত জ্ঞানের কিন্তু উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না, এই অভিপ্রায় জ্ঞানের নিমিত্তই ভাষ্যকার এখানে জ্ঞানের নিত্যত্ব স্থাপন করিতেছেন ।

বাক্যের 'সত্য' শব্দেও লক্ষণা দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনই 'সত্য' শব্দের বাচ্যার্থ হন না। এই ভাবে সত্যাদি শব্দ (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ শব্দ) পরস্পর সাম্মিখ্য বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে নিয়মিতার্থ করিয়া, সত্যাদি শব্দের সাধারণ অর্থ হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করে এবং প্রকৃতার্থের লক্ষণও হইয়া থাকে। এই কারণেই 'বাক্য যনের সহিত যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে,' 'অনিরুক্ত (যাহাকে শব্দে প্রকাশ করা যায় না) ও অনিলয়ন অর্থাৎ কোথাও লয় পায় না,' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের অবাচ্য ও নীলোৎপলাদি শব্দের দ্বারা অবাক্যার্থ (বাক্যার্থ নহে), কথিত আছে, তাহাও সিদ্ধ হইল ॥১৩

যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত ব্রহ্মকে যিনি জানেন—; [ব্রহ্ম কিপ্রকার, তাহা বলা হইতেছে—তিনি] গুহাতে নিহিত—স্থিত। 'গুহা' পদটী আবরণার্থক 'গুহ' ধাতু হইতে নিপ্পন্ন; উহার অর্থ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই পদার্থত্রয় যাহাতে নিগূঢ় থাকে, সেই বুদ্ধি হইতেছে—গুহা; অথবা ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থদ্বয় যাহাতে নিগূঢ়, তাহা গুহা। সেই গুহাঅক্ষ পরম—উৎকৃষ্ট বোম্বে—অব্যাকৃত (স্থূল) আকাশে [নিহিত]। 'হে গার্গি, এই অক্ষরে আকাশ [ওতপ্রোত আছে]' এই শ্রুতিতে 'অক্ষর' শব্দের সম্মিধানে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উহাই পরম বোম্ব; অথবা 'গুহা' ও 'বোম্ব' শব্দের সামান্যধি করণরূপে অর্থাৎ অভেদ বিশেষণবিশেষত্বভাবে প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে, অব্যাকৃত আকাশই এখানে গুহাপদের অর্থ; তাহাতেও তৈজসালিক সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে। কেন না, উহাই সকলের কারণ এবং অপেক্ষাকৃত স্থূলতর; ব্রহ্ম তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। বস্তুতঃ হৃদয়াকাশই পরম বোম্ব হওয়া চায্য; কেন না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অঙ্গরূপে এখানে বোম্ব পদার্থই বিবক্ষিত। 'পুরুষের বাহিরে যে আকাশ, আর দেহাভ্যন্তরে যে আকাশ, এবং পুরুষের হৃদয় মধ্যেও যে আকাশ' এই অপর শ্রুতি হইতেও বোম্বের পরমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রমাণিত হয়। সেই হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরে বুদ্ধিরূপ যে গুহা, তন্মধ্যে নিহিত ব্রহ্মই স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকেন, কিন্তু তত্ত্ব অল্প কোন-রূপেও নির্বিশেষ ব্রহ্মের দেশকালাদির সহিত সম্বন্ধ হয় না। ১৪

এবং এখানকার সেই ব্রহ্মকে জানিলে কি হয়, তাহা বলিতেছেন—সে লোক সমস্ত কামা বিষয় নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া থাকে। তবে কি সে আমাদেরই পুত্র—পর্যায়ক্রমে ত্রি ও বর্গাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে? এই আশঙ্কায়

বলিতেছেন যে, না—ক্রমে নয়, যুগপৎ—একই সময়ে উপস্থিত সমস্ত বিষয়—
স্বর্য়্যালোকের দ্বারা বিতত ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত একই উপলব্ধি
দ্বারা [ভোগ করে] । ‘সত্যং জ্ঞানম্’ বাক্যে আমরা সাধারণ কথা বলিয়াছি,
‘ব্রহ্মণা সহ’ এই বাক্যও সেই কথাই বলা হইতেছে । সৰ্বভাবাপন্ন
বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মরূপেই সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন,
কিন্তু জলে প্রতিবিম্বিত স্বর্য়াদির দ্বারা আয়তন উপাধিকৃত প্রতিবিম্ব-
স্বরূপ সাংসারিক জীবগণ যেকণ ধর্য়াদি নিমিত্তান্তসারে চক্ষুঃপ্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত বিষয়ই পর্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, বিষয়নের
ভোগ সেরূপ পর্যায়ক্রমে হয় না । তবে কিরূপে হয় ? না, যথোক্তপ্রকারে
সৰ্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া সৰ্ববাপী ও সৰ্বাত্মক ব্রহ্মস্বরূপে ধর্য়াদি কোন
নিমিত্তের ও চক্ষুরাদি কোন সাধনের অপেক্ষা বা সাহায্য না লইয়া একট
সঙ্গে সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকে । বিপশ্চিৎ অৰ্থ—মেধাবী—
সৰ্বজ্ঞ ; কেননা, সৰ্বজ্ঞতাই যথার্থ পাণ্ডিত্য । সেই সৰ্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে
ভোগ করেন । যন্ত্রের সমাপ্তি সত্যনার্থ ‘ইতি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ১২

‘ব্রহ্মবিদ্ব আপোতি পরম্’ (ব্রহ্ম পুরুষ পরমাত্মাকে লাভ হন), এইবাক্যেই
সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর তাৎপর্যার্থ স্বরূপারে অভিহিত হইয়াছে । এমন সেই
হৃদিত অর্থেরই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করা আবশ্যিক, এই উদ্দেশ্যে তাহারই বস্তি-
স্থানীয় (ব্যাখ্যাস্থানীয়) পরবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে—‘তদ্বাদ্বা এতদ্বাৎ’
ইত্যাদি । এই যন্ত্রের প্রথমে এককে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত বলা হইয়াছে ।
ব্রহ্ম যে, সত্য ও অনন্ত কিপ্রকারে, এখন তাহা বলা হইতেছে—জগতে
তিনপ্রকার আনন্ত্য দেখিতে পাওয়া যায়—এক দেশঘটিত, দ্বিতীয় কালঘটিত,
তৃতীয় বস্তুঘটিত । যেমন—দেশঘটিত অনন্ত—আকাশ ; কেননা, কোন
স্থান দ্বারাই আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয় না ; কিন্তু কাল ও বস্তু দ্বারা আকাশ
পরিচ্ছিন্ন হয় ; কারণ ? যেহেতু আকাশ কার্য বা জ্ঞত পদার্থ ; জ্ঞত
পদার্থমাত্রই কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ; ব্রহ্ম অকার্য বস্তু, অতএব
কালদ্বারাও ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত । সেইরূপ বস্তু দ্বারাও ব্রহ্ম অনন্ত ।
বস্তু দ্বারা অনন্ত কি প্রকারে ? যেহেতু ব্রহ্ম কোন বস্তু হইতেই অজ বা পৃথক
নহে । কেননা, ভিন্ন হইলেই এক বস্তু অপর বস্তুর অন্ত বা পরিচ্ছিন্নকারী
হইয়া থাকে, কারণ, বস্তুগত ভেদবুদ্ধিই তরূপে সম্ভাবিত অপর বস্তু হইতে
নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বস্তুর ভেদ যদি বিদ্যমান থাকে, তবে নিশ্চয়ই

এক বস্তুবিষয়ক বুদ্ধি অপর বস্তু হইতে ফিরিয়া আইসে—পরস্পরের পার্থক্য প্রমাণ করিয়া থাকে। যে বস্তু-বুদ্ধি যে বস্তু হইতে ফিরিয়া আসে, বুঝিতে হইবে, সেই বস্তুটাই উহার অন্ত বা পরিচ্ছেদক (সীমা)। যেমন গোড়বুদ্ধি অশ্ব হইতে নিবৃত্ত হয়, এতদ্রূপে অশ্বই গোড়ের অন্ত বা সীমার ব্যবস্থাপক; ভিন্ন বস্তুতেই উক্তপ্রকার অন্ত বা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয়; ব্রহ্মের ত সেরূপ কোনও বস্তু-ভেদ নাই; অতএব ব্রহ্মের বস্তুবাচিত অনন্তত্বও সিদ্ধ হইতেছে। ১৬

ভাল, ব্রহ্মের সর্বপ্রকার অপরিচ্ছিন্নতা—দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা আনন্ত্য সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব বস্তুর কারণ—কাল ও আকাশ প্রভৃতি বস্তুরও একমাত্র কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম। ভাল, [ব্রহ্ম যদি কারণই হয়, তাহা হইলে ত] কার্য বা ব্রহ্মজন্ম বস্তুদ্বারাও তাহার অন্তবস্তু হইতে পারে? [কেন না, কার্য ও কারণ ত স্বভাবতই ভিন্ন;] ভিন্ন বলিয়াই কার্য দ্বারা কারণভূত ব্রহ্মের অন্তবস্তু সিদ্ধ হইবে। না, তাহা হইতে পারে না; কেন না, কার্য বা জন্ম পদার্থ-মাত্রই অন্ত (মিথ্যা)। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ত কারণের অতিরিক্ত কার্য বলিয়া কোন পদার্থই নাই, যাহা হইতে কারণবুদ্ধি নিবৃত্ত হইতে পারে। যেহেতু অপর শ্রুতিতে (ছান্দোগ্যে) আছে—‘মুক্তিকার বিকার বা কার্য অর্থই বাক্যারক্ষ নামমাত্র; মুক্তিকাই সত্য’, এইরূপে একমাত্র সত্যেরই সত্যতা অবধারিত হইয়াছে (১)। অতএব ব্রহ্ম যখন আকাশাদিরও কারণ, তখন তিনি দেশ দ্বারাও সাক্ষ্য নহেন; সুতরাং

(১) তাৎপর্য—আচার্য শঙ্করের মতে কারণের অতিরিক্ত কার্য বলিয়া কোন বস্তু নাই; কোন কার্যেরই কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই। কারণই অবস্থাবিশেষে নানাপ্রকার কার্যনামে পরিচিত হয়। নাম ও আকৃতিই কার্যের নিজস্ব; প্রকৃত সত্তাটুকু কারণের। সেই কারণেই, কার্য যত প্রকারই হউক না কেন, তাহার সর্বত্রই কারণভাব প্রতীত হয়। যেমন—মুক্তিকা-নির্মিত বস্তু পদার্থ আছে, তাহান নাম ও আকৃতি বাদ দিলে মুক্তিকা ভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি হয় না। এই জন্ম শ্রুতি কার্যমাত্রকেই ‘বাক্যারক্ষ’ (বাক্যারক্ষ) বলিয়া উহার কারণকেই সত্য (‘মুক্তিকেতব সত্য’) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখানেও সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উপর ব্রহ্মকাণ্ড; সুতরাং জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নাই; সত্তা নাই বলিয়াই জগৎ অসত্য—অনৃত; অনৃত দ্বারা কোন সত্যবস্তুরই বিভাগ বা সীমা সাধিত হইতে পারে না।

অনন্ত । কেননা, কোন দেশে বা কোন স্থানেই অনন্ত নাই বলিয়া ভূতাকাশও
জগতে অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ । ব্রহ্ম যখন সেই আকাশেরও কারণ, তখন
ব্রহ্মে নিশ্চয়ই দৈনিক আনন্দ্যও সিদ্ধ হইতেছে । কারণ, জগতে কোথাও
কোনও অব্যাপক পদার্থ হইতে ব্যাপক পদার্থের উৎপত্তি দেখিতে
পাওয়া যায় না । এই কারণেই আত্মার দেশব্যাপিত আনন্দ্য সর্বাপেক্ষা
অধিক । এইরূপ কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন নয় বলিয়া কালদ্বারাও আত্মার
অন্ত হয় না ;—সুতরাং অনন্ত, এবং তন্নিহ্ন কোন বস্তু না থাকায়, বস্তু দ্বারাও
সান্ত নহে (অনন্ত) । এই সমুদয় কারণে একমাত্র বস্তুই পারমার্থিক
সত্য । ১৭

এই প্রতিভেই অব্যবহিত পরে 'এতস্মাৎ' (ইহা হইতে) এই মন্তব্যকে
যাহার উল্লেখ হইয়াছে, প্রতির 'তস্মাৎ' (তাহা হইতে) এই শব্দেও সেই
মূলপ্রতি-স্থিতি ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইতেছে । প্রথমে ব্রহ্মবাক্যে যে ব্রহ্ম
সূত্রিত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহার 'সত্য-
জ্ঞানং অনন্তম্' এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইবে, সেই এই 'স্বাত্ম শব্দবাচ্য
ব্রহ্ম হইতে—'তিনিই সত্য, এবং তিনিই সকলের আত্মা' এই প্রত্যক্ষের হইতে
জানা যায় যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা ; সুতরাং ব্রহ্মও আত্মা একই বস্তু । সেই
এই আত্মরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সমুৎ (উৎপন্ন) হইল । আকাশ অর্থাৎ
মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন ভাব্যমাত্রের অবকাশপ্রদাতা শব্দগুণসম্পন্ন বস্তু । সেই
আকাশ হইতে আকাশ-গত শব্দগুণ ও স্বীয় স্পর্শগুণ সহযোগে গুণদ্বয়সম্পন্ন
বায়ু উৎপন্ন হইল । [মূলপ্রতির] 'সমুৎ' শব্দটির সমস্ত অর্থবৃত্তি হইবে ।
বায়ু হইতে আবার স্বকীয় গুণ রূপ এবং কারণগত শব্দ ও স্পর্শগুণের সহিত
ত্রিগুণাত্মক অগ্নি (তেজঃ) সমুৎ হইল । অগ্নি হইতে আবার স্বকীয় গুণ রস
এবং পূর্কোক্ত শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া চতুঃগুণ
বিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইল । জল হইতে আবার পঞ্চগুণবিশিষ্টা পৃথিবী উৎপন্ন
হইল । পৃথিবীর নিজস্ব গুণ একমাত্র সন্ধ, আর পূর্কোক্ত কারণ হইতে প্রাপ্ত
গুণ হইতেছে চারিটি—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এইরূপে স্বকীয় গুণ পরকীয়
গুণযোগে পৃথিবীকে পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে ।

উক্ত পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ (তৃণজাত প্রভৃতি), ওষধিসমূহ হইতে অন্ন
(খাদ্য শস্য), এবং শুক্লরূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে হস্তমস্তকাদি আকৃতি
সম্পন্ন পুরুষ (জীবদেহ) প্রাদুর্ভূত হইল । ১৮

সেই এই পুরুষ হইতেছে অন্নরসময় অর্থাৎ ভুক্ত অন্নরসের বিকার বা পরিণাম ; কেন না, হস্তমন্তকাদিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব দেহ হইতে ভাবী দেহের বীজরূপ রেতঃ (শুক্র) সত্ত্ব হইয়া থাকে । সেই রেতঃ হইতে যাহার জন্ম হয়, সেও তাদৃশ পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই হইয়া থাকে ; কেন না, জায়মান সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্বত্রই জনকের আকৃতিতুলা আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় । ভাল কথা, অবিশেষে প্রাণিদেহমাত্রই যখন অন্নরসময় এবং ব্রহ্মবংশীয়, তখন কেবল পুরুষের (মানুষের) কথাই বলা হইল কেন ? [উত্তর,] যে হেতু প্রাণিজগতে ইহারাই প্রধান । কিরূপ প্রাধান্য ? কর্মে ও জ্ঞানে অধিকারই উহাদের প্রাধান্য । উপযুক্ত শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও অনিষিক্ততা দ্বারা : কর্মীহুতান ও জ্ঞানীহুতীনে পুরুষই একমাত্র অধিকারী ; এবং ‘পুরুষেই (মনুষ্যেই) আত্মা পরিপূর্ণ ; কেন না, ‘পুরুষই উত্তম বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞাত বিষয় বর্ণনা করে, বিজ্ঞাত বিষয় দর্শন করে, এবং ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারে, লোক ও অলোক অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয় বিবেচনা করিতে পারে, এবং নব্বয় জ্ঞান কর্মের সাহায্যে অক্ষর অমৃত দর্শন করে । পুরুষ এইরূপ উৎসর্গ-সম্পন্ন ; আর তন্নিঃ পশুগণের ক্ষুধা-পিপাসাদি বিষয়েই কেবল বিশেষ জ্ঞান আছে, (অজ্ঞ বিষয়ে নাই)’, ইত্যাদি প্রত্যক্ষরও পুরুষের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছে । ১২

প্রাধান্যসম্পন্ন উক্ত পুরুষকে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম (হৃদয়গত অন্তর্যামী) ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই উপনিষদের অভিষ্ট ; কিন্তু সেই পুরুষের বুদ্ধি সাধারণতঃ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট বাহু জগতের অনান্য-বস্তুতে আত্মবোধ-সম্পন্ন ; সুতরাং কোন একটা আলম্বন বা ভাবনীয় বাহু বস্তু অবলম্বন না করিয়া সেই বুদ্ধিকে হঠাৎ অন্তরতম প্রত্যক্ষ-আত্মবিষয়ে (পরমাত্মার দিকে) কিংবা নিরালম্বভাবে স্থাপন করিতে পারা যায় না ; এই কারণে, প্রতিও ‘শাখাচন্দ্র’ দৃষ্টান্তের সাহায্যে (১) প্রত্যক্ষীভূত শরীর ও আত্মার সাধন্য

(১) তাৎপৰ্য্য—‘শাখাচন্দ্র’ দর্শন স্থায়ী এইরূপ—যে লোক চন্দ্র চেনে না, তাহাকে চন্দ্র দেখাইতে হইলে, সংসা প্রকৃত চন্দ্র দেখাইলে তাহাব পক্ষে চন্দ্র চেনা কঠিন হয় ; এই জন্ম বুদ্ধিমান লোকেরা এরূপ লোককে চন্দ্র দেখাইবার সময় এইরূপ একটা কোশল অবলম্বন করিয়া থাকে,—প্রথমতঃ একটা বৃক্ষ দেখাইয়া সেই দিকে তাহার চক্ষুঃ সংযোগ ঘটায় ;

কল্পনা দ্বারা বুদ্ধিকে অন্তর্গুণী করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—‘তন্মৈব শিরঃ’ ইত্যাদি ৷২০

সেই এই অন্নরসময় পুরুষের ইহাই—প্রসিদ্ধ শিরই শির । পরবর্তী ‘প্রাণময়’ প্রভৃতি জানে, প্রসিদ্ধ যে সমস্ত অশির পদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃত শির নহে, সেই সমুদয় পদার্থকে ‘শিরঃ’ রূপে কল্পনা করিতে দৃষ্ট হওয়ায়, এখানেও সেইরূপ শঙ্কা হইতে পারিত : সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এখানে বিশেষ নির্দেশপূর্বক “ইদমৈব শিরঃ” বলা হইল । পক্ষ প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ বোঝনা করিতে হইবে । পূর্বাভিমুখী পক্ষের এই দক্ষিণ বাহু হইতেছে দক্ষিণ পক্ষ (পাখা) ; এই সবা (বাম) বাহু হইতেছে উত্তর (বাম) পক্ষ । এই মধ্যম অর্থাৎ দেহভাগ হইতেছে সমস্ত অঙ্গের আত্মা (প্রধান) । অতঃপ্রতিতে আছে—‘মধ্যভাগই এই সমুদয় অঙ্গের আত্মা’ । ইহা—নাতির অধোভাগবর্তী যে অঙ্গ, তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ । প্রতিষ্ঠা অর্থ বাহা দ্বারা অবস্থান করে । এখানে পুচ্ছ অর্থ পুচ্ছসদৃশ ; নীচের দিকে লক্ষ্যমান থাকাই উভয়ের সাদৃশ্য ; যেমন গোর পুচ্ছ । হাতে ঢালা গলিত তাম্র যেমন বিভিন্ন মূর্তিতে পরিণত হয়, ঠিক তেমনিভাবে পরবর্তী মনোময় প্রভৃতির রূপকত্বও বুঝিতে হইবে । অন্নময় আত্মার স্বরূপপ্রসঙ্গে এই ব্রাহ্মণ-শ্রুতিতে যে বিষয় বর্ণিত হইল, তদ্বিষয়ে এই শ্লোকও অর্থাৎ এই মন্তব্যটিও পঠিত আছে ॥২১৮৮

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর পঞ্চম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১৥

পরে সেই বুদ্ধির একপ একটা শাখা দেখায়, বাচ্য উপর দিয়া চন্দ্রেতে পাওয়া যায় । সেই শাখার দিকে তার দৃষ্ট হইলে, বিজ্ঞ গোবর্গী বলিয়া লেন যে, ই দেখ, ঐ শাখার উপর যে বৃহৎ উচ্ছল বস্তুটি দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম চন্দ্র । এইরূপে জগৎলোককে হঠাৎ নির্বিশেষ আয়দর্শন করায় অসম্ভব বলিয়া শ্রুতি প্রথমতঃ পরিণেচভাবে আত্মার উপদেশ দিতেছেন ।

দ্বিতীয়োহনুবাকঃ ।

অন্নাদৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে । যাঃ কাশ্চ পৃথিবীঃ
শ্রিতাঃ । অথো অন্নেনৈব জীবন্তি । অগ্নেনদপি যন্ত্যন্ততঃ ।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্ । তস্মাৎ সর্কৌষধমুচ্যতে ।
সর্বং বৈ তেহমমাপ্নুবন্তি । যেহন্নং ব্রহ্মোপাসতে ।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্ । তস্মাৎ সর্কৌষধমুচ্যতে ।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে । জাতান্নম্নেন বর্দ্ধন্তে । অগ্নতেহন্তি
চ ভূতানি । তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি ॥

তস্মাদ্ভা এতস্মাদন্নরসময়াৎ । অন্তোহন্তর আত্মা প্রাণ-
ময়ঃ । তেনৈষ পূর্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ এব । তস্মাৎ
পুরুষবিধতাম্ । অন্নয়ং পুরুষবিধঃ । তস্মাৎ প্রাণ এব
শিরঃ । ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ । অপান উত্তরঃ পক্ষঃ ।
আকাশ আত্মা । পৃথিবী পুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠা । তদপ্যেষ শ্লোকো
ভবতি ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লভাধ্যায়ে দ্বিতীয়োহনুবাকঃ ॥ ২ ॥

সহস্রলক্ষিণি । যাঃ কাশ্চ (যাঃ কাশ্চন) [প্রজাঃ] পৃথিবীঃ শ্রিতাঃ
(পৃথিবীগতাঃ), [তাঃ সর্কৌষধাঃ] প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) অন্নং (অদম্যীয়ং
রেতোরূপেণ পরিণতং শত্ৰুদেহঃ) বৈ (এব) প্রজায়ন্তে (উৎপত্ত্যন্তে) । অথ
(উৎপত্ত্যানন্তরং) অগ্নেন এব জীবন্তি ; অথ (অনন্তরং) অন্ততঃ (অন্তে—
বিনাশকালে) এনং (অন্নং) অপিবন্তি (অগ্নে প্রলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ) । হি
(যতঃ) অন্নং ভূতানাং (চতুর্বিধপ্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠং—প্রথমজম্) ;
তস্মাৎ (জ্যেষ্ঠত্বাৎ হেতোঃ), সর্কৌষধম্ উচ্যতে । যে (জনাঃ) অন্নং ব্রহ্ম
উপাসতে (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা অন্নম্ উপাসতে), তে বৈ সর্বং অন্নম্ আপ্নুবন্তি (আপ্নুবন্তি) ।
হি (যস্মাৎ) অন্নং ভূতানাং (প্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (প্রথমজং), তস্মাৎ [অন্নং]
সর্কৌষধম্ উচ্যতে । একবৎ অন্নস্তাপি উৎপত্তিস্থিতিলয় হেতুহম্ উপাস্তব্ধ-কারণ-
মুচ্যতে] । অন্নং ভূতানি জায়ন্তে ; জাতানি চ অগ্নেন (ভূক্তেন) বর্দ্ধন্তে ।

[৬৭] অন্তঃ (ভক্ষ্যতে) [ভূতঃ], [অন্নং কৰ্ণ] ভূতানি চ অস্তি (স্বয়ং ভূক্তে), তস্মাৎ (ভোজ্যত্বাৎ ভোক্তৃত্বাচ্চ হেতুঃ) তৎ অন্নং উচ্যতে (অন্ন-
শব্দেনাভিধীয়তে) : ইতি (ইতিশব্দঃ পঞ্চম্ কোশেষু প্রথমকোশপরি-
সমাপ্ত্যর্থঃ) ।

[ইদানীং দ্বিতীয়ং প্রাণময়ং কোশং বক্তুমুপক্রম্যতে 'তস্মাৎ' ইত্যাদি ।]
তস্মাৎ এতস্মাৎ (অনন্তরোক্তাৎ) অন্নরসময়াৎ (অন্নরসপরিণামভূতাং অন্নময়-
কোশাৎ) অন্তঃ (পৃথগ্ভূতঃ) অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ—হৃদঃ) আত্মা (আত্মশব্দবাচ্যঃ)
প্রাণময়ঃ (প্রাণঃ বায়ুভেদঃ, তন্ময়ঃ) [অস্তি] । তেন (প্রাণময়েন আত্মনা)
এষঃ (স্থলো দেহঃ) পূর্ণঃ (বায়ুনা দৃতিরিব পরিপূর্ণঃ) । সঃ তৈ এষঃ
(প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) (শিরঃপঙ্গাদিবিশিষ্টঃ) এবা এত
(অন্নময়স্য) পুরুষবিধতাম্ (পুরুষাকারতাম্) অন্ন (পশ্চাৎ—তদনুসারেণ)
অয়ং (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (মূষানিবিজ্ঞপনিত-তান্ প্রতীমাবৎ পুরুষাকারঃ) ।
[পূৰ্ণস্য পূৰ্ণস্য পুরুষবিধতামনুসৃত্য উত্তর উত্তরঃ পুরুষবিধঃ ভবতি ইতি
ভাবঃ] । [ইদানীং পুরুষবিধত্বং প্রপঞ্চ্যতে—] তন্ত (প্রাণময়স্য) প্রাণঃ
(উৰ্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব শিরঃ (উৰ্দ্ধগতদ্বাং মস্তকবৎ ; গানঃ (শরীরাব্যাপী
বায়ুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; অপানঃ (অধোগামী বায়ুঃ) উত্তরঃ (বায়ুঃ) পক্ষঃ ;
আকাশঃ (সমানাথাঃ বায়ুঃ) আত্মা (মধ্যস্থিতত্বাৎ আত্মবৎ) ; পৃথিবী
(পৃথিবীদেবতা) পুচ্ছঃ প্রতীকঃ (আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য স্থিতিহেতুত্বাৎ পুচ্ছমিব
ইত্যর্থঃ) । তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ শোকঃ ভবতি ॥১৭২৯॥

মূলানুবাদ—পৃথিবীকে আশ্রয় কবিয়া যে কোন প্রজা অর্থাৎ
জন্মান্বিত প্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রজাই অন্ন হইতে—শুক্লরূপে পরি-
ণত খাওয়াইয়া হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উৎপত্তির পরও অন্ন দ্বারাই
জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে সেই অন্নই বিলীন হইয়া থাকে ।
যেহেতু অন্নই সমস্ত ভূতের (প্রাণীর) জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন,
সেই হেতু অন্নকে সর্ববোধ অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি সমস্ত দেহব্যাধি
প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে । যাহারা অন্ন-ব্রহ্মের (ব্রহ্ম-
বুদ্ধিতে অন্নের) উপাসনা করেন, তাহারা সমস্ত অন্ন (ভোগ্য বস্তু) প্রাপ্ত
হন । অন্নই সর্বভূতের প্রথমজ (জ্যেষ্ঠ) : সেই হেতু অন্নকে সর্ববোধ
অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ দেহব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে ।

অন্ন হইতে জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ প্রাণী জন্মলাভ করে ; জন্মের পর অন্ন দ্বারাই [সেই সমুদয় প্রাণী] বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । প্রাণিগণ অন্ন অদনকরে (ভক্ষণ করে), এবং অন্নও আবার প্রাণিগণকে অদন করে (ভোগকরে) ; এই কারণে [ভক্ষ্য দ্রব্যকে] ‘অন্ন’ বলা হইয়া থাকে ইতি ।

সেই এই অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণতিভূত সূক্ষ্মদেহ অপেক্ষা অভ্যন্তর অপর আত্মা আছে, তাহার নাম প্রাণময় (প্রাণময় কোশ) । সেই প্রাণময় আত্মা দ্বারা এই অন্নময় দেহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । সেই প্রাণময় আত্মাটী পুরুষবিধ (পুরুষদেহের স্থায় হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন) । সেই অন্নময়ের আকৃতি অনুসারেই ইহা (প্রাণময়) পুরুষবিধ অর্থাৎ অন্নময়ের আকৃতির অনুরূপ ইহার আকৃতি । [বিশেষ এই যে,] প্রাণই প্রাণময় কোশের শির, ব্যান বায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), অপান বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ-মধ্যভাগ), এবং পৃথিবী তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-সাধন পুচ্ছ । উক্ত বিষয়ে এইপ্রকার শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র) আছে ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী দ্বিতীয়ান্নুবাকবাখ্যা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । অন্নাদিসাদিভাবপরিণতাং, বৈ ইতি অরণ্যার্থঃ ; প্রজাঃ স্থাবর-জঙ্গমাশ্চকাঃ, প্রজায়ন্তে । যাঃ কাশ্চ অবিশিষ্টাঃ পৃথিবীঃ স্রিতাঃ পৃথিবীমাস্রিতাঃ, গাঃ সর্ক্সাঃ অন্নাদেব প্রজায়ন্তে । অথো অপি জাতাঃ অন্নেনৈব জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্জন্ত ইত্যর্থঃ । অথাপি এনদন্নম্ অপিয়ন্তি অপিগচ্ছন্তি । অপিশব্দঃ প্রতিশকার্কে, অন্নং প্রতি লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ । অন্তঃ অস্তে জীবনলক্ষণায় বৃন্তেঃ পরিসমাপ্তৌ । কস্মাৎ ? অন্নম্ হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনাং জ্যেষ্ঠং প্রথমজম্ । অন্নময়াদীনাং হীতরেবাং ভূতানাং কারণমন্নম্ ; অতঃ অন্নপ্রভবা অন্নজীবনা অন্নপ্রলয়াশ্চ সর্ক্সাঃ প্রজাঃ । যস্মাচ্চৈবম্, তস্মাৎ সর্ক্সৌষধং সর্ক্সপ্রাণিনাং দেহদাহপ্রশমনমন্নমুচ্যতে । ১

অন্নব্রহ্মবিদঃ ফলমুচ্যতে — সর্ক্সং বৈ তে সমস্তমন্নজাতম্ আপ্নুবন্তি । কে ? যে অন্নং ব্রহ্ম যথোক্তমুপাসতে । কথম্ ? অন্নজোহন্নান্নান্নপ্রলয়োহহম্,

ভাষ্যানুবাদ। ঋতির 'বৈ' শব্দটি অরণ্যার্থক ; অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধ
সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অরণ্যক। রসরুধিরাদিত্যবে পরিণত অন্ন হইতে স্থাবর-জলমায়িক
সমস্ত প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হয় (১)। অবিশেষে যে কোন, প্রজা পৃথিবীতে
আশ্রিত আছে, তাহারা সকলেই অন্ন হইতে সমুৎপন্ন হয়। জাত হইয়াও অন্ন
দ্বারাই জীবিত থাকে—প্রাণ ধারণ করে, অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; এবং অন্তকালে
—জীবনের পরিসমাপ্তিদশায় আবার এই অন্নতেই অপিণ্ডত হয় অর্থাৎ
অন্নভিক্ষুত্বের লয় প্রাপ্ত হয়। কেন ? যেহেতু অন্নই ভূতসমূহের—প্রাণিগণের
জ্যেষ্ঠ বা প্রথমজ। অভিপ্রায় এই যে, অন্নই অন্নময়প্রভৃতি সমস্ত ভূতের
কারণ ; সমস্ত প্রজাই অন্নপ্রভব, অন্নজীবী ও অন্নপ্রলয় (অন্নতে বিলয়নশীল)।
যেহেতু অন্নের এইরূপ মহিমা, সেই হেতুই অন্নকে সর্বৌষধ অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর
দেহগত সন্তাপের প্রশমন (ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দেহরুশনিরক্ষির উপায়) বলিয়া
নির্দেশ করা হইয়া থাকে। ১

অতঃপর অন্নকে যাহারা ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তাহাদের ফল বলা
হইতেছে—তাহারা সমস্ত অন্ন প্রাপ্ত হন। কাহারা ? যাহারা যথোক্তপ্রকারে
অন্নকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন। সেই উপাসনা কিপ্রকার ? না, আমি
অন্ন হইতে জাত, অন্নায়ক এবং অন্নই বিলয়নশীল ; সেই হেতু অন্নই ব্রহ্ম,
এই প্রকারে উপাসনা করিবে (২)। ভাল, কি কারণে অন্নোপাসনার
সর্বান্নপ্রাপ্তি ফল সংঘটিত হয় ? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু অন্ন সর্বভূতের
প্রথমোৎপন্নত্বনিবন্ধন সর্বভূতের জ্যেষ্ঠ, সেই হেতুই অন্নকে সর্বৌষধ বলা
হইয়া থাকে ; এবং সেই হেতুই অন্ন-ব্রহ্মোপাসকের সর্বান্নপ্রাপ্তি ফললাভও
উপপন্ন হইতেছে। পূর্বকথার উপসংহারার্থই 'অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি
অন্নেন বর্দ্ধন্তে' এই বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। এখন অন্ন শব্দের নির্বচন
(যৌগিকার্থ) বলা হইতেছে—যেহেতু প্রাণিগণকর্তৃক ভুক্ত হয়, এবং নিজেও

(১) তাৎপর্য্য—দেহ যে অন্নরসময়, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্তমরূপে বর্ণিত আছে।
“অন্নমশিতং ত্রেখা বিধীয়তে—অস্ত যঃ স্থবিঠো ধাতুঃ, তৎ পুরীষং তবতি, যো মধ্যমঃ, তৎ মাংসং
যোহধিষ্ঠঃ, তৎ মনঃ” ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য - ৬:১১)

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আমাদের ভুক্ত অন্নের স্থল ভাগ বিষ্টরূপে, মধ্যম ভাগ মাংসরূপে,
এবং সূক্ষ্ম ভাগ মনের পুষ্টিকররূপে পরিণত হয়। অন্নগত তেজোভাগেরও এইরূপ ত্রিবিধ
পরিণাম হয়।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্পন্ন হয়, তেমনি
অন্ন হইতেও এই স্থল দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়। ব্রহ্ম ও অন্নের মধ্যে এই প্রকার
সাদৃশ্য থাকার অন্নকে বন্ধবদ্ধিতে উপাসনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাণিগণকে ভোগ করে, সেই হেতু—প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হয় বলিয়া এবং প্রাণিগণকেও ভোগ করে বলিয়া, ভগ্ন্য ভব্য অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে । প্রথম কোশের (অন্নময় কোশের) পরিসমাপ্তি সূচনার্থ—‘ইতি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (৩) ।২

অনেক ভুবারত কোদ্রব (একপ্রকার শস্ত) হইতে এক একটী ভূষ অপসারণ করিয়া যেরূপ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়পর্য্যন্ত যে পাঁচটা কোশ (আত্মার আবরক) আছে, সে সমুদয় আত্মা হইতেও অন্তরতম (অভ্যন্তরবর্তী) ব্রহ্মকে (জীবকে) বিষ্ণা-সাহায্যে অবিচ্ছিন্নানিত পঞ্চ কোশ অপনয়নপূর্ব্বক পরমাঙ্গার স্বরূপ প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এই উপনিষৎ শাস্ত্র এখন “তস্মাৎ এতস্মাৎ অন্নরসময়ং” ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছে । যথোক্তপ্রকার সেই এই যে, অন্নরসময় দেহশিশু (অন্নময় কোশ), তাহা হইতে আরও অভ্যন্তরবর্তী আর একটা আত্মা—প্রাণময় কোশ, যাহা অন্নময়েরই মত, এবং অজ্ঞানবশতঃ আত্মস্বরূপে পরিকল্পিত (৪) । প্রাণ অর্থ—বায়ু, বাহ্য তন্ময় বায়ুপ্রায় অর্থাৎ একপ্রকা! বায়ুই, তাহার নাম প্রাণময় । দৃতি (কর্ম্মকারের দস্তা নামক যন্ত্র) যেমন বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে, তদ্রূপ উক্ত অন্নময় কোশও এই প্রাণময় কোশে পরিপূর্ণ ।৩

(৩) তাৎপৰ্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটা কোশের উল্লেখ আছে । সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া অন্নময়াদির ‘কোশ’ নাম প্রদত্ত হইয়াছে । বিজ্ঞানপ্রাপ্তমী বলিয়াছেন—“অন্নং গোণো মনো বুদ্ধি-রানন্দম্ভেতি পঞ্চভেদে । কোশাষ্টৈরাবৃতঃ আত্মা বিশ্বত্যা সংসৃতিং ব্রহ্মেৎ ॥” (পঞ্চদশ) ।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোশ পূর্ণ আবরক, যেমন তবোয়ালেব আবরক তাহাব খাপ । আবরক খাপের মধ্যে নিহিত তরোয়াল যেমন দৃষ্টিপথে পড়ে না, তেমনি আত্মাও উক্ত অন্নময়াদি আবরণে আবৃত থাকায় অসম্পর্কিত বুদ্ধির বিষয়ভূত হয় না ; কাজেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপও জানিতে পারা যায় না; এই অজ্ঞানের ফলেই অসংসারী আত্মা আপনাকে সংসারী বলিয়া মনে করে এবং তদনুসরণ করিয়া থাকে । স্থূলবুদ্ধি লোক স্থূল দেহকেই আত্মা মনে করে, ভূদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক প্রাণকে আত্মা মনে করে ; এতকপে বুদ্ধিব বিকাশানুসারে কেহ মনকে, কেহ বুদ্ধিকে, কেহ বা আনন্দময় কোশকে আত্মা বলিয়া মনে করে । কিন্তু প্রকৃত আত্মার প্রকৃপ জায় কেহই জানিতে পারে না । এতকপে আত্মার আবরক বলিয়া উহার কোশ নামে উক্ত হইয়া থাকে ।

(৪) তাৎপৰ্য্য—অন্নময় ও প্রাণময় প্রভৃতি কোশগুলি প্রকৃত আত্মা না হইলেও, অজ্ঞান বশতঃ সংসারীলোক কোশকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া থাকে ; এই কারণে উপনিষদে এই কোশগুলি ‘আত্মা’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে ।

সেই এই প্রাণময় আত্মা নিশ্চয়ই পুরুষাকার, অর্থাৎ শির ও পক্ষাদি অবয়বযোগে পুরুষাকারই বটে। স্বভাবতই কি? অর্থাৎ উক্ত প্রাণময় কোশটীকি স্বভাবতই পুরুষাকারসম্পন্ন? না, তাহা নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, অন্তরময় (অন্তরময় কোশরূপ) আত্মার যে, পুরুষবিধতা, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। সেই অন্তরময় আত্মার পুরুষবিধতা অল্পসারেই মুখানিষিক্ত (ছাঁচে ঢালা) গলিত তাত্ত্বের জায় এই প্রাণময় কোশও পুরুষ-বিধ; কিন্তু স্বভাবতঃ নহে। এইরূপ অজ্ঞাতও পূর্ব পূর্ব আত্মার পুরুষবিধতা লইয়াই পর পর আত্মা (কোশ) পুরুষবিধ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব পূর্ব কোশ-গুলি পরবর্তী কোশসমূহ দ্বারা পূর্ণ বা আবৃত। ৪

ভাল, এই প্রাণময় আত্মার পুরুষবিধতা কিপ্রকারে সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা যাইতেছে—সেই প্রাণময়ের প্রাণই শিরঃ, উক্ত বায়ু-পরিণাম প্রাণময় কোশের যে, মুখ ও নাসিকাপথে নির্গমনশীল বৃত্তিবিশেষ (প্রাণবায়ু), তাহাই তাহার শিরঃ বলিয়া কল্পিত হয়; কারণ, প্রতিবচনই এবিষয়ে প্রমাণ। এখানে প্রতিবচনোপসারেই সর্বত্র পক্ষাদি পরিকল্পনা বুঝিতে হইবে। প্রাণের ব্যাননামক বৃত্তিটা তাহার দক্ষিণ পক্ষ; অপান বৃত্তি তাহার উত্তর (বাম) পক্ষ; আর আকাশ তাহার আত্মা। এখানে প্রাণবৃত্তির প্রসঙ্গে আকাশের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাণবায়ুর সমাননামক যে, আকাশস্থ বৃত্তিবিশেষ, তাহাই ইহার আত্মা অর্থাৎ আত্মারই মত। অপরাপর প্রাণবৃত্তি অপেক্ষায় এই সমাননামক বৃত্তিটা মধ্যবর্তী, সেই কারণে ইহার আত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। ‘আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের বা অবয়বের মধ্যবর্তী’ ইত্যাদি প্রতি বাক্যেও আত্মার মধ্যবর্তিত্ব প্রসিদ্ধ আছে। পৃথিবী ইহার স্থিতিসাধন পুচ্ছ। এখানে পৃথিবী অর্থ—দেহগত প্রাণের বিধারক পৃথিবী-দেবতা; কেননা, উহাই প্রাণস্থিতির হেতু। কারণ, অপর প্রতিতে আছে, ‘সেই এই পৃথিবীদেবতা পুরুষের (দেহের) অপান বায়ুকে ভর করিয়া’ ইত্যাদি। পৃথিবীদেবতা শরীরের বিধারক না হইলে, হয় উর্দ্ধগামী উদানবায়ু দ্বারা উহা উর্দ্ধগামী হইত, না হয় গুরুত্ব নিবন্ধন অধঃপতিত হইত। সেই হেতু পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর দেবতাই প্রাণময় আত্মা স্থিতিহেতু পুচ্ছ-স্থানীয়। উক্ত অর্থেই অর্থাৎ প্রাণময় আত্মার সম্বন্ধেই এইরূপ একটা প্রোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) আছে ॥১২২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর দ্বিতীয় অনুবাকের ‘ভাষ্যানুবাদ ২২।

তৃতীয়োহনুবাকঃ ।

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি । মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে ।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ । তস্মাৎ সৰ্ব্বায়ুষ্মুচ্যতে । সৰ্ব-
মেব ত আয়ুৰ্হন্তি । যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে । প্রাণো
হি ভূতানামায়ুঃ । তস্মাৎ সৰ্ব্বায়ুষ্মুচ্যত ইতি । তৈশ্চৈব এষ
শারীর আত্মা । যঃ পূৰ্ব্বস্থ ।

তস্মাদ্ভা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ । অন্তোহন্তর আত্মা মনোময়ঃ ।
তেনৈষ পূৰ্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ এব । তস্য পুরুষবিধতাম্ ।
অন্যয়ং পুরুষবিধঃ । তস্য যজুরেব শিরঃ । বাগ্দ্দক্ষিণঃ
পক্ষঃ । সামোত্তরঃ পক্ষঃ । আদেশ আত্মা অধৰ্ব্বাস্থিরসঃ
পুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠা । তদপোষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়োহনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ । [ইদানীং প্রাণোপাসনারঃ ফলকথনপূর্ব্বকং মনোময়-
কোশস্বরূপমুচ্যতে—“প্রাণং দেবাঃ” ইত্যাদিনা । দেবাঃ (ইন্দ্রিয়ানি) প্রাণম্
(প্রাণময়কোশম্) অনু প্রাণন্তি । ৩২ প্রাণনক্রিয়য়াঃ ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি । ৩৩
যে মনুষ্যাঃ পশবঃ চ, [৩৩ হপি প্রাণম্ অনু প্রাণন্তীতি শেষঃ] । হি
(যস্মাৎ) প্রাণঃ ভূতানাং (প্রাণিনাম্) আয়ুঃ (জীবনং জ্ঞানহেতুরিত্যর্থঃ),
তস্মাৎ হেতোঃ সৰ্ব্বায়ুষং (সৰ্ব্বেষাম্ আয়ুঃ, সৰ্ব্বায়ুঃ, সৰ্ব্বায়ুরেব সৰ্ব্বায়ুষ্ম)
উচ্যতে (কথ্যতে, পণ্ডিতে) । যে (জনাঃ) প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে (প্রাণমেব
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাসতে), তে (উপাসকাঃ) সৰ্ব্বং (সম্পূৰ্ণং) এব আয়ুঃ (শতবর্ষ-
মিতং) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) । হি যস্মাৎ হেতোঃ) প্রাণঃ ভূতানাম্ আয়ুঃ,
তস্মাৎ হেতোঃ সৰ্ব্বায়ুষম্ উচ্যতে ইতি । • স্ত পূৰ্ব্বস্থ (অন্নময়স্থ) এষঃ
এব শারীরঃ আত্মা । [কঃ?] যঃ (প্রাণময়ঃ) ।

তস্মাৎ এতস্মাৎ (প্রাণময়াৎ বৈ অন্তঃ অন্তঃ আত্মা --- মনোময়ঃ । তেন
(মনোময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূৰ্ণঃ (বাপ্তঃ) । স এষ বৈ পুরুষবিধঃ
(পুরুষাকারঃ) এব । তস্য (প্রাণময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু (তস্য পুরুষ-

বিধতঃ (যঃ) অয়ং (মনোময়ঃ) পুরুষবিধঃ । যজুঃ (যজুর্মন্ত্রঃ) এব তন্ত শিরঃ ;
 ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; সাম উত্তরঃ পক্ষঃ ; আদেশঃ (ব্রাহ্মণভাগঃ) আত্মা
 (দেহমধ্যভাগঃ) ; অথর্বাস্থিরসঃ প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ (পুচ্ছমির) । তৎ (তত্ত্ব
 বিষয়ে) এবঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১৥৩০॥

মূলানুবাদ । এখন প্রাণোপাসনার ফলনির্দেশপূর্বক মনোময়
 কোশের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—‘প্রাণং দেবাঃ’ ইত্যাদি ।
 দেবগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) প্রাণময় কোশের অনুগত থাকিয়া প্রাণন
 করে, অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং যাহারা মনুষ্য
 ও পশু, [তাহারাও প্রাণের অনুগত থাকিয়াই জীবন ধারণ করে] ।
 যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিগণের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনরক্ষার
 নিদান, সেই হেতু প্রাণকে ‘সর্ববায়ু’ বলা হইয়া থাকে । তাহারা সম্পূর্ণ
 আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, যাহারা ব্রহ্মবুদ্ধিতে প্রাণের উপাসনা করে । যে হেতু
 প্রাণই সর্বভূতের আয়ুঃ, সেই হেতু প্রাণকে ‘সর্ববায়ু’ বলা হইয়া
 থাকে । এইয়ে, প্রাণময় কোশ, ইহাই পূর্বকথিত অন্নময়ের শারীর
 (দেহাধিষ্ঠিত) আত্মা ।

সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও অভ্যন্তর অল্প একটী আত্মা
 আছে, তাহার নাম মনোময় । তাহা দ্বারা এই স্থূল দেহ পূর্ণ । সেই এই
 মনোময় আত্মাও পুরুষাকৃতিই বটে । পূর্বোক্ত প্রাণময়ের পুরুষবিধতা
 অনুসারেই ইহার পুরুষবিধতা । যজুর্মন্ত্রই তাহার শিরঃ ; ঋকমন্ত্র তাহার
 দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদ তাহার বাম পক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণংশ
 তাহার আত্মা (দেহমধ্যভাগ), এবং অথর্বাস্থিরস তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ
 (পুচ্ছভূত) । উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্তবিষয়ে এই শ্লোকটী আছে ॥১৥৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥৩৥

শাঙ্করভাষ্যম্ । প্রাণং দেবাঃ অমুপ্রাণন্তি । অগ্নাদয়ঃ দেবাঃ
 প্রাণং বায়ুস্থানং প্রাণনশক্তিমন্তম্ অমু তদাত্মভূতাঃ সন্তঃ প্রাণন্তি প্রাণনকম্য
 কুরন্তি—প্রাণনক্রিয়া ক্রিয়াবস্তো ভবন্তি । অধ্যাত্মাধিকারঃ দেবা ইন্দ্রিয়াণি,
 প্রাণম্ অমু প্রাণন্তি মুখ্যপ্রাণমমু চেষ্টন্ত ইতি বা । তথা মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে, তে

প্রাণনকর্মণৈব চেষ্টাবস্তো ভবতি । অতশ্চ নান্নময়েনৈ৷ পরিচ্ছিন্নেনান্ননা আত্ম-
বস্তঃ প্রাণিনঃ । কিংতর্হি ? তদন্তর্গতেন প্রাণময়েনাপি সাধারণেনৈব সর্কপিণ্ড-
ব্যাপিনা আত্মবস্তো মনুষ্যাদয়ঃ । এবং মনোময়াদিভিঃ পূর্বপূর্বব্যাপিভিঃ
উত্তরোত্তরৈঃ সূক্ষ্মৈরানন্দময়ান্ধৈরাকাশাদিভূতারকৈরবিচ্ছারিতৈঃ আত্মবস্তঃ
সর্কৈ প্রাণিনঃ । তথা, স্বাভাবিকেনাপি আকাশাদিকারণেন ন্যতোনাবি-
কৃতেন সর্কগতেন সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণেন পঞ্চকোশাতিগেন সন্ধ্যান্না আত্ম-
বস্তঃ । স হি পরমার্থত আত্মা সর্কেষামিত্যেতদর্শ্যব্রহ্মং ভবাত ৷ ১

প্রাণং দেবা অহুপ্রাণস্তীত্যাছাক্তম্, ২৭ কস্মাদিত্যাহ—প্রাণং হি বস্মাদ্
ভূতানাং প্রাণিনামায়ুঃ জীবনম্, “যাবচ্চা শিঞ্জরীয়ে প্রাণো বসতি, তাবদেবায়ুঃ”
ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । তস্মাৎ সর্কায়ুস্ম, সর্কেষামায়ুঃ সর্কায়ঃ, সর্কায়ুরেব সর্কায়ুস-
মিত্যুচ্যতে ; প্রাণাপগমে মরণপ্রসিদ্ধে । প্রসিদ্ধং হি লোকে সর্কায়ুষ্টং
প্রাণশ্চ । অতঃ অস্মাদ্বাহাদসাধারণাৎ অন্নময়াদাত্মনোহিপক্ৰম্য অস্তঃ সাধারণং
প্রাণময়মাত্মনং ব্রহ্মোপাসতে বে—‘অহমস্মি প্রাণঃ সর্কপুণানামাত্মা আয়ুঃ জীবন-
হেতুভ্যং’ ইতি, তে সর্কমেবায়ুরস্মিন্ লোকে যন্তি ; নাপমৃতানাং স্মিষন্তে
পাকপ্রাপ্যদায়ুঃ ইত্যর্থঃ । শতং বর্ষালীতি তু যুক্তম্, “সর্কমায়ুরেতি” হাত
শ্রুতিপ্রসিদ্ধে । কিং কারণম্ ? প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ, তস্মাৎ সর্কায়ুসমুচ্যত
ইতি । যো যদগুণকং ব্রহ্মোপাস্তে, স তদগুণভাগ্ ভবতীতি বিজ্ঞানপ-
প্রাপ্তেহেইবর্ষং পুনর্কচনম্ প্রাণো হীত্যাদি । ২

তস্ত পূর্বজ্ঞানময়শ্চ এষ এব শরীরে অন্নময়ে ভবঃ—শারীর আত্মা ।
কঃ ? য এষঃ প্রাণময়ঃ । তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাছাক্তম্ভবত্ । অস্তোহস্তং আত্মা
মনোময়ঃ । মন ইতি সর্কল্লবিকল্লাত্মকমন্তঃকরণম্, তস্যঃ মনোময়ঃ । সোহয়ং
প্রাণময়স্তাত্ত্বস্তর আত্মা । তস্ত যজুবেব শিরঃ । যজুরিত্যনিয়তাক্ষরপাদবসানো
মন্ত্রবিশেষঃ ; তজ্জাতীয়বচনো যজুঃশব্দঃ, তস্ত শিরশ্চং প্রাধাত্যৎ । প্রাধানাক
যাগাদৌ সন্নিপত্যোপকারকভ্যৎ ; যজুশ্চ হি হাবিদায়তে স্বাহাকারাদিনা ।
বাচনিকী বা শিরআদিকল্লনা সর্কত্র । ৩

মনসো হি স্থানপ্রযত্ননাদম্বরবর্ণপদবাক্যবিষয়া তৎসর্কল্লায়িকা ভক্তাবিতা
বুত্তিঃ শ্রোত্রাদিকরণদ্বারা যজুঃসঙ্কেতেন বিশিষ্টা যজুপিভূতাত্যৎ । এবং
ক্ষক্, সাম চ । এবং মনোগুন্তিহে মদ্রাণাম্, বুত্তিরোগাদন্ত্যত ইতি মানসো
জপ উপপত্ততে । অতথা অবিষয়হান্নাত্রো নাবর্গুয়িত্বং শব্দঃ ঘটাদিবৎ, ততি
মানসো জপো নোপপত্ততে । মদ্রাবুত্তিশোচত্তে বহশঃ কর্মসু ৪

অক্ষরবিষয়স্বত্বাৱত্তা মন্তাবৃত্তিঃ শ্রাদ্ধিতি চেৎ ; ন ; মুখ্যার্থাসম্ভবাৎ ।
“ত্রিঃ প্রথমামবাহ ত্রিকৃতমাম্” ইতি ঋগাবৃত্তিঃ শ্রুয়তে । তত্র ঋচঃ অবিসয়দে
তদ্বিষয়স্বত্বাৱত্তা মন্তাবৃত্তৌ চ ক্রিয়মাণায়াং “ত্রিঃপ্রথমামবাহ” ইতি ঋগা-
বৃত্তিমুখ্যোহর্থশ্চোদিতঃ পরিত্যক্তঃ শ্রাৎ । তস্মান্নানোবৃত্ত্যুপাধিপরিচ্ছিন্নঃ
মনোবৃত্তিনিষ্ঠমাত্মচৈতন্তমনাদিনিধনঃ যজুঃশব্দবাচ্যম্ আত্মবিজ্ঞানং যজ্ঞা
ইতি । ৪

এবং চ নিত্যত্বোপপত্তির্ধেদানাম্ । অতথাবিষয়ত্বে রূপাদিবদনিত্যত্বং
চ শ্রাৎ ; নৈতদুযুক্তম্ । “সর্কে বেদা যত্রৈকং ভবন্তি, স মানসীন আত্মা” ইতি
চ শ্রুতির্নিত্যাৱনৈকত্বং ক্রবন্তী ঋগাদীনাং নিত্যত্বে সমঞ্জসা শ্রাৎ । “ঋচো-
হক্ষরে পরমে ধ্যোমন্ যশ্শন্ দেবা অধি বিধে নিষেদুঃ” ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ । আদে-
শোহত্র ব্রাহ্মণম্, আদেষ্টব্যবিশেষানাদিদশীতি । অধর্কান্নিরসা চ দৃষ্টা
মন্তা ব্রাহ্মণং চ শাস্তিকপোষ্টিকাদি-প্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুঙ্খং প্রতিষ্ঠা ।
তদপ্যেব শ্লোকো ভবতি মনোময়াপ্রকাশকঃ পূর্ববৎ ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়াঙ্কবাক্যভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । ‘প্রাণং দেবা অহু প্রাণস্তি’ ইত্যাদি । অগ্নি-
প্রভৃতি দেবতাগণ প্রাণনশক্তিসম্পন্ন বায়ুস্বরূপ প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া—
প্রাণাৱভূত হইয়া প্রাণন করে—প্রাণন ক্রিয়া করে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণন ক্রিয়া
দ্বারা ক্রিয়াযুক্ত হয় । অথবা ইহা অধ্যাত্ম-প্রেকরণের কথা ; এইজন্ত দেব অর্ধ
ইন্দ্রিয়গণ ; তাহারা মুখ্য প্রাণের (পঞ্চবৃত্তি প্রাণের) অহুগত থাকিয়াই চেষ্টা
করিয়া থাকে, এবং যাহারা মনুজ ও পশু, তাহাও প্রাণের চেষ্টা
দ্বারা ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে । অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণিগণ যে,
কেবল পরিচ্ছিন্ন অন্নময় আত্মা দ্বারা আৱ্রবান্ হয়, তাহা নহে ; তবে কি ?
না, সেই অন্নময়ের অন্তঃস্থিত সর্কদেহব্যাপী প্রাণময়ের দ্বারাও মনুজগণ
আৱ্রবান্ হইয়া থাকে । এইরূপ পূর্ব পূর্ব কোশের ব্যাপকীভূত
আকাশাদি পঞ্চভূতে আরক্ত মনোময় হইলে আনন্দময় পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নকল্পিত
পরবর্তী সূক্ষ্ম কোশসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণিই আৱ্রবান্ হইয়া থাকে । এইরূপ
সকলেই আকাশাদিরও কাবণভূত এবং পঞ্চকোশেরও অতীত নিত্য নির্বিকার
ও সর্বাঙ্গিক সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম বস্তু দ্বারাও আৱ্রবান্ হইয়া থাকে ; কেন
না, প্রকৃতপক্ষে সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত বস্তুই সর্বভূতের আত্মা—ইহাও উক্ত
বাক্যের তাৎপর্য্য । ১

দেবগণ প্রাণের অমুগতভাবে প্রাণধারণ করে ; একথা উক্ত হইয়াছে । তাহার কারণ কি ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিসমূহের) আত্মা; অর্থাৎ জীবন ; কারণ, অপর ঐতিহ্যে আছে—‘প্রাণ যে পর্যাঙ্ক এই শরীরে বাস করে, তাৎকালই আত্মা (জীবন) ইতি । সেই হেতুই প্রাণকে ‘সর্কায়ুষ’ বলা হইয়া থাকে । সর্কায়ুষ অর্থ—সকলের (সকলের) আত্মা—সর্কায়ুষ, সর্কায়ুষে ‘সর্কায়ুষ’ [স্বাথে তদ্ধিত প্রত্যয়] । কারণ, প্রাণের অপগমে যে, মৃত্যু হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কথা । অতএব প্রাণের সর্কায়ুষভাব নিশ্চয়ই উপপন্ন হইতেছে । অতএব যাহারা প্রত্যেক-পরিণিষ্ঠ উক্ত বাহ্য অন্নময় ‘আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ সাধারণ প্রাণময় আত্মাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে—‘আমি হইতেছি সর্বভূতের আত্মা আত্মা—জীবনের হেতুভূত প্রাণ’ এইরূপে চিন্তা করে, তাহারা ইংলোকে সম্পূর্ণ আত্ম প্রাপ্ত হয় ; কখনও প্রাপ্ত আত্মার পূর্বে অপমৃত্যু লাভ করে না ; তাহারা পূর্বলব্ধ আত্মা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া থাকে । ‘সর্বম্ আত্মা: এতি’ এইরূপ ঐতিহ্যপ্রসিদ্ধি থাকায়, এখানে ‘সর্ব আত্মা:’ শব্দে শত বর্ষ আত্মা অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । [ঐরূপ ‘আত্মাপ্রাপ্তির ’ কারণ কি ? যেহেতু প্রাণই সমস্ত ভূতের আত্মা ; সেইহেতু সর্কায়ুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । [সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে,] যে লোক যেরূপ গুণযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে লোক সেই প্রকারই গুণভাগী হইয়া থাকে । বিজ্ঞাফলপ্রাপ্তির এই প্রকার হেতু প্রদর্শনার্থ ‘প্রাণো হি’ ইত্যাদি বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে ।

ইহাই পূর্বোক্ত সেই অন্নময় কোশের শরীর—অন্নময় শরীরে অবস্থিত আত্মা । ইহা কে ? না, এই যে প্রাণময় কোশ । “তস্যাং বৈ এতস্যাং” ইত্যাদি অপরাপর অংশের অর্থ পূর্বোক্ত উক্ত হইয়াছে । প্রাণময় হইতে ভিন্ন অপর একটা আত্মা আছে, তাহার নাম মনোময় । মনঃ অর্থ সংকল্প-বিকল্পাদি অন্তঃকরণ ; তন্ময় কোশের নাম মনোময় । এই মনোময়ই প্রাণময়ের অভ্যন্তরস্থ আত্মা । যজুঃ তাহার শির । যজুঃ অর্থ অনিয়তাকর অর্থাৎ যাহাতে অক্ষরের কোন নিয়ম নাই, এরূপ চরণযুক্ত মন্ত্রবিশেষ । এখানে যজুঃ শব্দটি ঐজাতীয় মন্ত্রের বোধক । কস্মৈতে যজুর প্রাধাত্য নিবন্ধন এখানে উহার শিররূপে কল্পনা করা হইয়াছে ।

যাগাদি কার্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপকার-সাধকতাই যজুর প্রাধাত্যের কারণ, কেন না, যোগে স্বাধা প্রকৃতি যজুমন্ত্র দ্বারা হোমীয় হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে ।

অথবা শ্রুতির বচনানুসারেই সৰ্বত্র ঐরূপ শিরঃপ্রভৃতি ভাব কল্পিত হইয়াছে, [উহাতে কোন প্রকার সাদৃশ্য সম্বন্ধ নাই] । ৩

(বন্ধঃ ও কণ্ঠ প্রভৃতি) বর্ণোচ্চারণের স্থান, আন্তরিক, স্বর, তজ্জনিত নাদ (ধ্বনি), উদাত্তাদি স্বর, অকারাদি বর্ণ, এবং তৎসমষ্টিরূপ পদ ও পদ-সমষ্টিরূপ বাক্য বিষয়ে প্রথমতঃ মনের সংকল্প ও বৃত্তি হয়, পশ্চাৎ ঐ মন তত্ত্বাবে ভাবিত হইয়া থাকে ; সেই মনোবৃত্তিই শ্রবশেল্লিয়ের সাহায্যে যজুঃ-সংকেত যুক্ত হইয়া ‘যজুঃ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১) । ঋক্ ও সামের সম্বন্ধেও এই কথা ।

- এইরূপে দেখা যায়, মনোবৃত্তি মস্তকের স্বরূপ ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ একাকারে প্রবৃত্ত মনোবৃত্তি হয় বলিয়াই তদ্বিষয়ে জপকরাও সম্ভব হয় । অভিপ্রায় এই যে, মস্তকের মানস জপ স্থলে, যজ্ঞাক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় না, পরন্তু মনোবৃত্তিরই আবৃত্তি হয় ; সেই পৌনঃপুনিক মনোবৃত্তি দ্বারাই মানস জপ সম্পন্ন হইয়া থাকে । মন্ত্র যদি মনোবৃত্তিময় না হইত, তাহা হইলে উক্তপ্রকার মানস জপই সম্ভবপর হইত না ; কেননা, বাহ্য ঘট-পটাদির দ্বারা যজ্ঞাক্ষরেরও মনে মনে আবৃত্তি করা অসম্ভব ; কাজেই যজ্ঞাক্ষর মস্তকের বাচনিক জপই সম্ভবপর হয়, মানস জপ কখনই সম্ভবপর হয় না । অথচ বহু কণ্ঠেই মস্তকের মানস জপের বিধান রহিয়াছে । ৪

যদি বল, ঐসকল স্থলেও, মস্তকের আবৃত্তি অর্থ যজ্ঞাক্ষরের পুনঃ পুনঃ স্বরণ

(১) তাৎপর্য—যজুঃ শব্দ সাধারণতঃ যজুর্বেদে প্রসিদ্ধ । যজুর্বেদের সহিত মনের এমন কি সম্বন্ধ আছে, যাছাতে যজুর্বেদকে মনোময়ের শিরঃরূপে কল্পনা করা যাউতে পারে? এই প্রশ্নকার ভাব্যকার বলিতেছেন যে, যদিও অজ্ঞাত যজুঃশব্দের যজুর্বেদই অর্থ হউক, তথাপি এখানে মনো-বৃত্তিই উচ্চার অর্থ । কিরূপে যে সে অর্থ সম্ভব হয়, এখন তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—অগ্ন্যস্ত শব্দোচ্চারণের দ্বারা যজুর্মন্ত্র উচ্চারণেও প্রথম হইতেই মনের বৃত্তি আরম্ভ হয়—কণ্ঠ ও বন্ধঃ প্রভৃতি স্থানে জাঠরাগি দ্বারা ‘প্রেরিত বায়ুর আঘাত করিতে হইবে, সেই আঘাতের ফলে প্রথমতঃ অক্ষুট নাদ (ধ্বনি) উৎপন্ন হইবে, এবং তাহা হইতে অকারাদি বর্ণ ও বর্ণময় শব্দ ও শব্দসংঘাতরূপ বাক্য সৃষ্টি করিতে হইবে ইত্যাদি । এই প্রকার মানসিক সম্বন্ধের ফলে যজুর্মন্ত্র অভিযুক্ত হইয়া শ্রবশেল্লিয় দ্বারা গৃহীত হয় । এইরূপ মনোবৃত্তিপ্রসূত বলিয়াই এখানে যজুর্কিয়ক মনোবৃত্তিকেই শ্রুতিতে ‘যজুঃ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে । সুতরাং এতাদৃশ মনোবৃত্তিকে মনোময় কোশেয় শিল্লোকপে কল্পনা করা অসম্ভব হয় নাই । এ স্থানে ঋক্ সাম প্রভৃতিও তত্ত্ববিষয়ক মনোবৃত্তি ভিন্ন আব কিছুই নহে ।

মাত্র, কিন্তু মনোবৃত্তি নহে। না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সে সব স্থলেও মন্ত্র শব্দের মূখ্যার্থ গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব হয় না। দেখ, শ্রুতিতে আছে ‘প্রথমা ঋকের তিনবার আবৃত্তি করিবে এবং শেষ ঋকেরও তিনবার আবৃত্তি করিবে।’ এই স্থলে ঋকের তিনবার আবৃত্তির কথা আছে। এখন মানস জপের স্থলে মন্ত্রময় ঋকের আবৃত্তি অসম্ভব বিধায়, মন্ত্রাঙ্করবিষয়ক কেবল স্মৃতির আবৃত্তি দ্বারা মন্ত্রাবৃত্তি সম্পাদন করিলে, উক্ত শ্রুতিবিহিত যে, ঋগাবৃত্তির উপদেশ আছে, তাহা পরিভ্যাগ করিতে হয়। [কারণ, সেখানেও, স্মৃতিরই আবৃত্তি হইল, অঙ্করের ত আবৃত্তি হইল না]। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনো-বৃত্তিরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন যে, মনোবৃত্তিগত অনাদি-নিধন (উৎপত্তি ও ধ্বংস রহিত) আত্মচৈতন্য, সেই আত্মচৈতন্যই এখানে যজুঃ শব্দের অর্থ এবং মন্ত্র নামে অভিহিত।

এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলেই বেদের নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। মন্ত্র শব্দের অত্র প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে রূপ রসাদির ত্রায় মন্ত্রময় বেদের অনিত্যতাই আপত্তিত হয়; অথচ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঋক্ প্রভৃতি নিত্য হইলেই নিত্য আত্মার সহিত একত্ববোধক ‘সমস্ত বেদ যেখানে একীভূত হয়, অর্থাৎ বাহ্য সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য, তাহাই মানসীন অর্থাৎ মনে অধিষ্ঠিত আত্মা’, এই শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইতে পারে। তাহার পর ‘আকাশ তুল্য এই পবন অঙ্করসংস্কৃত ব্রহ্মে বিধিনিষেধাত্মক ঋক্ সমূহ অভিন্নভাবে নিবদ্ধ আছে, এবং ইহাতেই বিশ্বে দেবগণ অবস্থিত আছেন’ এই মন্ত্রবাক্য ও মন্ত্রসমূহের মনোবৃত্তিরূপতাই সমর্থন করিতেছে। আদেশযোগ্য বিষয়-বিশেষের উপদেশ করে বলিয়া এখানে ‘আদেশ’ অর্থ ব্রাহ্মণাংশ। অথর্বী ও অঙ্গিরা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মণাংশও ইহার প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুঙ্খ ; কেন না, প্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষ সহকারে অবস্থিতির হেতুভূত শাস্তি ও পুষ্টিসাধন কর্ম প্রতিপাদনই ঐ সমুদয় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্বের ত্রায় এখানেও মনোময় আত্মার স্বরূপপ্রকাশক এইরূপ একটি শ্লোক বা সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য আছে ॥১৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী তৃতীয়াংশবাক্যের ভাষ্যানুবাদ ॥৩॥

যতো বাচো নিবর্তন্তে । অপ্রাপ্য মনসা সচ । আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ । ন বিভেতি কদাচনেতি ।

তস্মৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূৰ্ব্বস্থ । তস্মাদ্ভা এতস্মা-
 ন্মনোময়াৎ । অন্তোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ । তেনৈষ
 পূৰ্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ এব । তস্য পুরুষবিধতাম্ ।
 অন্বয়ঃ পুরুষবিধঃ । তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ । ঋতং দক্ষিণঃ
 পক্ষঃ । সতামুত্তরঃ পক্ষঃ । যোগ আত্মা । মহঃ পুচ্ছং
 প্রতিষ্ঠা । তদপোষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থোহনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সম্বলনার্থঃ । [মনোময়স্য চতুর্বেদ-বৃত্তিরূপত্বমুক্তম্ ; বেদানাঞ্চ ব্রহ্ম-
 প্রকাশকত্বাৎ ব্রহ্মাভিন্নত্বম্ । ততশ্চ বেদেভ্যোহভিন্নং সৰ্বস্য ভগতঃ কারণভূতং
 মনোময়মিদানীং প্রস্তোতি 'যতঃ' ইত্যাদিভিঃ ।]

বাচঃ (বচনানি বাগিহ্মিষং) মনসা সহ অপ্রাপ্য (অলভ্য) যতঃ (যত্নাৎ
 মনোময়াৎ ব্রহ্মণঃ) নিবর্তন্তে ; [তস্য] ব্রহ্মণঃ (মনোময়স্য) [বিজ্ঞানফলং] আনন্দং
 বিদ্বান্ (জানন্) কুতশ্চন (কুতোহপি জন্ম-মরণাদিহুঃখাদপি) ন বিভেতি ।
 তস্য পূৰ্ব্বস্থ (প্রাণময়স্য) এষ এব আত্মা । [কঃ ?] যঃ [এষঃ মনোময়ঃ] ।

তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্তঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ) আত্মা [অস্তি] ।
 [কঃ ?] বিজ্ঞানময়ঃ । বিজ্ঞানং—বুদ্ধিঃ, তৎপ্রায়ঃ—বিজ্ঞানময়ঃ । তেন
 (বিজ্ঞানময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ পূৰ্ণঃ । স টেব এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধ এব ।
 তস্য (মনোময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অহু এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধঃ । তস্য
 (বিজ্ঞানময়স্য) শ্রদ্ধা (আন্তিক্যবুদ্ধিঃ) এব শিরঃ ; ঋতং (শাস্ত্রার্থবিষয়ে
 মানসী বৃত্তিঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; সতং (তস্মিন্বেব বিষয়ে বাক্যাত্মাধুষ্ঠানপূর্ব্বিকা
 বৃত্তিঃ) উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগঃ (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মণ্ডয়শূন্য বৃত্তিঃ) আত্মা ; মহঃ
 (মহত্ত্বং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ । তৎ (তস্মিন্ অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ।
 [অন্তঃ সৰ্বং পূৰ্ব্ববৎ ব্যাখ্যেয়ম্] ॥ ১ ॥ ৩১ ॥

অন্যানুবাদঃ । [ইতঃপূৰ্বে মনোময় কোশকে চতুর্বেদবিষয়ক
 মনোবৃত্তিরূপ বলা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মপ্রকাশক বেদকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা
 হইয়াছে । এখন মনোময় আত্মার প্রশংসার্থ বলিতেছেন “যতো বাচো
 নিবর্তন্তে” ইত্যাদি] ।

বাক্য ও মন না পাইয়া অর্থাৎ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভয় পান না, অর্থাৎ তাহার জন্মমরণভয় নিবৃত্ত হয়। এই যে মনোময় কোশ, ইহাই পূর্বোক্ত প্রাণময় কোশের শরীর আত্মা ।

সেই এই মনোময় কোশ হইতেও অভ্যন্তর বিজ্ঞানময় নামে আর একটী আত্মা আছে। তাহা দ্বারাই উক্ত মনোময় আত্মা ব্যাপ্ত। সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষবিধই (পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই বটে) ; এবং সেই মনোময়ের পুরুষবিধতা অনুসাবেই ইহার পুরুষবিধত্ব। শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, ঋত (শাস্ত্যর্থবিষয়ে মানসী চিন্তা) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার বাম পক্ষ ; যোগ তাহার আত্মা (দেহমধ্য ভাগ) ; মহঃ (মহত্ত্ব) তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। এই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে ॥১১৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৥

শাক্তর ভাষ্যম্। যতো বাচো নিবর্তন্তেহ শাণ্ড মনসা সহৈতাদি। তত্ত্ব পূর্বস্ত প্রাণময়স্ত এষ এবাত্মা শারীরঃ—শরীরে প্রাণময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ? য এষ মনোময়ঃ। তস্মাদ্বা এতদ্বাদিতি পূর্ববৎ। অজ্ঞোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়স্তাত্ত্বস্তরো বিজ্ঞানময়ঃ। মনোময়ো বেদাত্মা চিন্তাঃ। বেদার্থবিষয়া বুদ্ধিনিশ্চয়াস্ত্রিকা বিজ্ঞানম্, তচ্চাধ্যবসায়লক্ষণমন্তঃকরণস্ত মন্বঃ, তন্ময়ঃ নিশ্চয়বিজ্ঞানৈঃ প্রমাণস্বরূপৈর্নির্লঙ্ঘিত আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ; প্রমাণ বিজ্ঞানপূর্বকো হি যদাদিস্তায়তে। অজ্ঞাদিহেতুত্বঞ্চ বক্ষ্যতি শ্লোকেন।

নিশ্চয়বিজ্ঞানবতো হি কর্তব্যোষর্থেণ পূর্ব প্রদ্বোংপজ্ঞতে। সা সর্বকর্তব্যানাং প্রাথম্যাৎ শির ইব শিরঃ। ঋতস্যে যথাব্যাপ্যতে এব। যোগঃ যুক্তিঃ সমাধানম্, অগ্নৈবাত্মা। আত্মবতো হি যুক্তস্ত সমাধানবতোহজ্ঞানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমাণি ভবন্তি। তস্মাৎ সমাধানম্ যোগ আত্মা বিজ্ঞানময়স্ত। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মহ ইত্যন্ত মহত্ত্বং পঞ্চমভূম, মহদ্যক্ষং প্রথমভূম্”ইতি ভ্রাতৃপুত্রঃ; পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা কারণত্বাৎ। কাবণং হি কার্য্যাপাৎ প্রতিষ্ঠা, যথা বৃক্ষবীকুবাং পাপিণী। সন্মদবিজ্ঞানানাং চ মহত্ত্বং

কারণম্ ; তেন তদ্বিজ্ঞানময়স্তাশ্বনঃ পত্তিষ্ঠা । তদপোষ শ্লোকো ভবতি পূর্ববৎ ।
যথান্নময়াদীনাং ব্রাহ্মণোক্তানাং প্রকাশকাঃ শ্লোকাঃ ; এবং বিজ্ঞানময়স্তাপি ॥১॥
॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থীশ্লোকভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । ‘যতঃ বাচঃ নিবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ’ ইত্যাদি ।
ইহাই (মনোময় কোশই) পূর্বকথিত সেই প্রাণময় কোশের শারীর—প্রাণময়
কোশরূপ শরীরে প্রতিষ্ঠিত আত্মা । ইহা কি ? না, যাহা এই মনোময় । ‘তস্মাৎ
তৈ এতস্মাৎ’ ইত্যাদির অর্থ পূর্ববৎ । অত্ৰ অন্তর আত্মা হইতেছে বিজ্ঞানময় ।
এই বিজ্ঞানময় আত্মা মনোময়ের অভাস্তর । [কেন না,] পূর্বে মনোময়কে
বেদাত্মক (ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি স্বরূপ) বলা হইয়াছে । বেদার্থ বিষয়ে উৎপন্ন
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তির নাম বিজ্ঞান ; সেই বিজ্ঞান হইতেছে অন্তঃকরণের
অধ্যবসায় স্বরূপ (অবধারণাত্মক) ধর্ম্য ; এই বিজ্ঞানময় আত্মাটী প্রমাণভূ-
(যথার্থ) নিশ্চয়জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পাদিত হয় ; কেন না, অগ্রে নিশ্চয়-বিজ্ঞান
হইলেই পশ্চাৎ যজ্ঞাদি কর্তব্য কর্ম আরম্ভ হইয়া থাকে । এই নিশ্চয়াত্মক
বুদ্ধিবিজ্ঞানই যে, যজ্ঞাদি কর্ম প্রবৃত্তির হেতুভূত, তাহা পরেই একটি শ্লোকে
কথিত হইবে ।

নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন
হইয়া থাকে । সর্ব কর্ম্মারম্ভের পূর্ববর্তী বলিয়া সেই শ্রদ্ধা এখানে ‘শির’ রূপে
কল্পিত হইয়াছে । ঋত ও সত্য শব্দের অর্থ পূর্বে যেরূপ বলা হইয়াছে,
এখানেও সেই নগই । যোগ অর্থ সমাধি, তাহাই আত্মা । কেননা,
আত্মবান্—যোগযুক্ত—সমাধিসম্পন্ন লোকেরই শ্রদ্ধা প্রভৃতি যোগাঙ্গসমূহ
যথাযথভাবে অর্থবোধনে সমর্থ হইয়া থাকে ; সেই হেতু, সমাধান—যোগই
বিজ্ঞানময়ের আত্মা । মহঃ তাহার প্রতিষ্ঠা পুঙ্খ । মহঃ অর্থ—প্রথমোৎপন্ন
মহত্ত্ব ; কারণ, ‘অত্ৰ প্রাপ্তিতে যিনি মহৎ স্বপ্ন (মহা রমণীয়) প্রথমজ্ঞকে
জানেন’, এইরূপ বলা হইয়াছে । উহাই স্থিতির হেতু বলিয়া পুঙ্খস্থানীয় ।
কেন না, কারণই সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠা—প্রতি-হেতু হইয়া থাকে ; পৃথিবী যেরূপ
বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় । মহত্ত্বই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলকাব্য ;
সেই হেতু উহাই উক্ত বিজ্ঞানময় কোশকপী আত্মাও প্রতিষ্ঠা (১) । উক্ত

(১) তাৎপৰ্য্য--সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্ত্ব
মহত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিত্ব । প্রথম অথও একই মহত্ত্ব ছিল, এবং তাহাই প্রথম শরীরী

বিষয়েও এই একটা শ্লোক আছে । অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণে কথিত
অল্পময়াদির স্বরূপপ্রকাশক যেরূপ শ্লোক আছে, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানময়
কোশের স্বরূপ প্রকাশক শ্লোকও আছে ॥১.৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে । কশ্মাণি তনুতেহপি চ । বিজ্ঞানং
দেবাঃ সর্বেষ । ব্রহ্ম জ্যোষ্ঠমুপাসতে । বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদেদ ।
তস্মাচ্চেন্দ্র প্রমাণ্যতি । শরীরে পাপুনো হিত্বা । সর্বান
কামান্ সমশ্রুত ইতি । তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা । যঃ পূর্বশ্চ ।
তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ । অন্তোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈস
পূর্ণঃ । স বা ঐম পুরুষবিধ এব । তস্মৈ পুরুষবিধতাম্ । অথায়
পুরুষবিধঃ । তস্মৈ প্রিয়মেব শিরঃ । মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ ।
প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ । আনন্দ আত্মা । ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।
তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী —পঞ্চমোহনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ । ইদানীং যথোক্তং বিজ্ঞানময়মাখ্যানং শ্রোতৃমূলকমতে
‘বিজ্ঞানম্’ ইত্যাদিনা] । বিজ্ঞানং (বুদ্ধিবিজ্ঞানং বিজ্ঞানময় আত্মা ইত্যর্থঃ)
যজ্ঞং (অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং কৰ্ম্ম) তনুতে (তনোতি নিষ্পাদয়তি) : কশ্মাণি
(স্বাভাবিকবাপারান্) অপি চ তনুতে ; [বিজ্ঞানপুরুষকর্ত্তব্যং সৰ্ব্বপ্রবৃত্তিরিতি
ভাবঃ] । সর্বে দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো বা) জ্যোষ্ঠং (প্রথমজং)
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম (বিজ্ঞানময়লক্ষণং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) । চেৎ (যদি)
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি) [কশিচৎ , (তথা) তস্মাৎ (বিজ্ঞান-ব্রহ্মণঃ) চেৎ
(যদি) ন প্রমাণ্যতি (অনবধিতঃ অনবধানযুক্তো ন ভবতি)] অল্পময়াদিম
আত্মভাবঃ পরিত্যজ্য কেবলং বিজ্ঞানময়ে আত্মভাবসম্পন্নো ভবতি চেৎ ; তদা]

হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি নামে পরিচিত । পরে সেই অণ্ড বুদ্ধিতই জীবের কৰ্ম্মানুসারে
প্রতিদেহে বিভক্ত হইয়া বাবহারিক বুদ্ধিক্রমে পরিণত হইয়াছে । এই বুদ্ধিকেও বুদ্ধিবিজ্ঞানও
বলা হইয়া থাকে ।

শরীরে (শরীরাত্তিমাননিবন্ধনান্) পাপান্ (পাপানি) হিত্বা (পরিত্যজ্য) ,
[বিজ্ঞানময়াধীনান্] সৰ্বান্ কামান্ সমগ্ৰুতে (বিজ্ঞানময়াধীনা ভুঙ্ক্বে
ইত্যর্থঃ) । এষ এব তস্ম পূৰ্বস্ম (মনোময়স্ম) শরীরঃ আত্মা ; [কঃ ?] যঃ
[এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ] ।

তস্মাৎ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ বৈ অতঃ অন্তরঃ আত্মা—আনন্দময়ঃ । তেন
(আনন্দময়েন) এষঃ (পূৰ্বোক্তঃ বিজ্ঞানময়ঃ) পূৰ্বঃ । স এষঃ (আনন্দময়ঃ)
বৈ পুরুষবিদ এব । তস্ম (বিজ্ঞানময়স্ম) পুরুষবিধতাং অহু, অয়ং (আনন্দময়ঃ)
পুরুষবিধঃ । তস্ম (আনন্দময়স্ম) প্রিয়ং (ইষ্টদর্শনজং সুখং) এব শিরঃ ;
মোদঃ (ইষ্টলাভজং সুখং) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; প্রমোদঃ (ইষ্টবস্ত্তভোগজনিতং
সুখং) উত্তরঃ পক্ষঃ ; ব্রহ্ম (একমেবাদ্বিতীয়ন্—ইত্যুক্তলক্ষণং) প্রতিষ্ঠা
পুচ্ছং (পুচ্ছমিব, স্থিতিহেতুবাদিত্যর্থঃ) । তৎ (তত্র আনন্দময়বিষয়ে এষঃ
শ্লোকঃ ভবতি ॥১৩২॥

শ্রীমানুবাদঃ । এখন বিজ্ঞানময় কোশের প্রশংসার্থ বলিতেছেন
'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদি । বিজ্ঞান অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞানময়ই যজ্ঞ বিস্তার
করে (যজ্ঞারম্ভের প্রয়োজক হয়), এবং সর্বপ্রকার কৰ্ম্মও বিস্তার
করে ; কারণ, বুদ্ধিবিজ্ঞানই লোকের শুভাশুভ কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির মূল ।
সমস্ত দেবতা (ইন্দ্র প্রভৃতি, অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ) সৰ্ব্ব
জোষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন । [কোন লোক]
যদি উক্ত বিজ্ঞান ব্রহ্মকে জানে, এবং উক্ত বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের চিন্তা
বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয়, [তবে সেই লোক] শরীরাত্তিমাননিবন্ধন, যে
সমুদয় পাপ আছে, সেই সমুদয় পাপ ত্যাগ করে, এবং সমস্ত কাম্য
বিষয় উপভোগ করে । এই যে, বিজ্ঞানময়, ইহাই পূৰ্বোক্ত
প্রাণময়ের শরীর আত্মা ।

সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অল্প একটী অভ্যন্তরস্থ আত্মা
আছে ; যাহার নাম আনন্দময় । পূৰ্ব্বকথিত বিজ্ঞানময় ইহা দ্বারা
বাস্তব । সেই এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকৃতিসম্পন্নই বটে, এবং
বিজ্ঞানময়ের যেকপ পুরুষবিধতা, ইহারও তদনুরূপ পুরুষবিধতা ।
প্রিয়ই (প্রিয়বস্ত্তর দর্শনজনিত আনন্দই) এই আনন্দময়ের শিরঃ ;

মোদ (প্রিয়বস্তুর লাভজনিত আনন্দ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ ; প্রমোদ (প্রিয় বস্তুর ভোগজনিত আনন্দ) তাহার বাম পক্ষ ; আনন্দ তাহার আত্মা, এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাহার স্থিতিকারণ পুচ্ছ—পুচ্ছতুলা । ব্রাহ্মণবাক্যোক্ত এই আনন্দময় বিষয়ে এই শ্লোক পঠিত আছে ॥১১৩২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমাব্যাক ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

শাস্ত্রানুভাস্যাম্ । বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, বিজ্ঞানবান্ হি যজ্ঞং তনোতি ব্রহ্মপূর্বকম্ ; অতো বিজ্ঞানস্য কর্তৃকম্—তনুত ইতি । কস্মাৎ চ তনুতে । যস্মাদ্বিজ্ঞান কর্তৃকং সর্বম্ তস্মাদ্ যুক্তং বিজ্ঞানময় আত্মা ব্রহ্মেতি । কিঞ্চ, বিজ্ঞানং ব্রহ্ম সৰ্ব্বং দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ জ্যেষ্ঠম্, প্রথমজ্ঞাতাং ; সৰ্ব্ববৃত্তীনাং বা তৎপূর্বকত্বাৎ প্রথমজ্ঞং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তস্মিন্ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যভিমানং কৃত্বা উপাসত ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ তে মহতো ব্রহ্মণ উপাসনাং জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যবন্তো ভবন্তি । >

তচ্চ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ যদি বেদ বিজ্ঞানাতি ; ন কেবলং বেদৈব, তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ চেৎ ন প্রমাদ্যতি ; বাহ্যেণান্যদান্য ভাবিতঃ ; তস্মাৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মভাবনায়াঃ প্রমদনম্, তন্নিবৃত্ত্যৰ্থমুচ্যতে—তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতীতি । অন্তঃসারাদিষ্মাত্মভাবং হিহা কেবলং বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মভাবং ভাবয়ন্ আস্তে চেদিত্যর্থঃ । ততঃ কিং জ্ঞাৎ ইতি ? উচ্যতে—শরীরে পাপুনো হিহা ; শরীরাত্মাননিমিত্তা হি সৰ্ব্বং পাপুনাঃ ; তেষাঞ্চ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মাভিমানাৎ, নিমিত্তাণ্যে অনমুপপত্ততে, ছত্রাপায় ইব ছায়য়াঃ । তস্মৈ শরীরাত্মাননিমিত্তান্ সৰ্ব্বান্ পাপুনাঃ—শরীরপ্রভবান্ শরীরে এব হিহা বিজ্ঞানময়ব্রহ্মস্বরূপাণঃ তৎস্থান্ সৰ্ব্বান্ কামান্ বিজ্ঞানময়েনৈবাত্মনা সমশ্লুতে সম্যক্ ভুঙ্ক্ত ইত্যর্থঃ । তস্য পূৰ্ব্বস্য মনোময়স্তাত্মা এব এব শরীরে মনোময়ে ভবঃ—শারীরঃ । কঃ ? য এব বিজ্ঞানময়ঃ । তস্মাদ্ধা এতস্মাদিত্যুক্তার্থম্ । ২

আনন্দময় ইতি কার্যাত্মপ্রতীতিঃ অধিকারাত্ম ময়টশব্দাচ্চ । অনাদিময়া হি কার্যাত্মানো ভৌতিকা ইহাধিকৃতাঃ । তদধিকারপাতিতশ্চায়মানন্দময়ঃ । ময়ট্ চাত্র বিকারার্থে দৃষ্টঃ, যথা অন্তময়ইত্যত্র । তস্মাৎ কার্যাত্মা আনন্দময়ঃ প্রত্যোভব্যঃ । সংক্রমণাচ্চ—“আনন্দময়াত্মানমুপসংক্রামতি” ইতি বক্ত্যতি । কার্যাত্মনাক্ষ সংক্রমণমদ্বায়নাং দৃষ্টম্ । সংক্রমণকস্মৈহেন চ আনন্দময়

আত্মা শ্রমতে, যথা “অন্নময়মাগ্নানমুপসংক্রামতি” ইতি । ন চাত্মন এবোপসংক্র-
মণম্, অধিকারবিরোধাৎ । অসম্ভবাচ্চ ; ন হ্যাগ্নিনৈবাগ্নন উপসংক্রমণং সম্ভবতি,
আত্মনি ভেদাভাবাৎ ; আত্মভূতঞ্চ ব্রহ্ম সংক্রমিতুঃ । শির-আদিকল্পনামু-
পপত্তেষ্চ । ন হি যথোক্তলক্ষণে আকাশাদিকারণে অকার্য্যপতিতে শির-আজ্ঞ-
বায়বরূপকল্পনা উপপত্ততে ; “অদৃশ্ণেহনাশ্চোহ নিরুক্ষেহ নিলয়নে” “অস্থ লমনণু”
“নেতি নেত্যাগ্না” ইত্যাদি বিশেষণোচ্ছ্রতিভ্যাচ্চ । মল্লোদাহরণামুপপত্তেষ্চ ।
ন হি, প্রিয়শির-আজ্ঞবয়ববিশিষ্টে প্রত্যক্ষতোহমুভূয়মানে আনন্দময়ে আত্মনি
ব্রহ্মণি নাতি ব্রহ্মেত্যাশঙ্ক্যভাবাৎ “অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেষৎ”
ইতি মল্লোদাহরণমুপপত্ততে । “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” ইত্যপি চামুপপন্নং পৃথগ্ ব্রহ্মণঃ
প্রতিষ্ঠাতেন গ্রহণম্ । তস্মাৎ কার্য্যপতিত এবানন্দময়ঃ, ন পর এবায়া । ৩

আনন্দ ইতি বিজ্ঞাকর্মণোঃ ফলম্ ; তদ্বিকারঃ আনন্দময়ঃ । স চ
বিজ্ঞানময়াদাস্তরঃ, বজাদিহেতোর্কি জ্ঞানময়াদাস্তরত্বশ্রুতেঃ । জ্ঞান-কর্মণোহি
ফলং ভোক্তৃর্ভাদাস্তরতমঃ স্মাৎ ; আস্তরতমশ্চ আনন্দময় আত্মা পূর্নভ্যঃ ।
বিজ্ঞাকর্মণোঃ প্রিয়ান্তর্ভবাচ্চ । প্রিয়াদি প্রবৃক্তে হি বিজ্ঞাকর্মণী । তস্মাৎ
প্রিয়াদীনাম্ ফলরূপাণামাত্মসম্বন্ধবিজ্ঞানময়াদাস্তাত্ত্বত্বমুপপত্ততে, প্রিয়াদি-
বাসনানির্কল্লিতো হ্যাগ্না আনন্দময়ো বিজ্ঞানময়াশ্রিতঃ স্বপ্নে উপলভ্যতে । ৪

তত্স্থানন্দময়স্তাত্মন ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজং প্রিয়ং শির ইব শিরঃ, প্রাধাত্যৎ ।
মোদ ইতি প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষঃ । স এব চ প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ । আনন্দ
ইতি সুখসামান্যম্ যাত্মা প্রিয়াদীনাম্ সুখাবয়বানাম্, তেজস্ব্যহৃত্যৎ । আনন্দ
ইতি পরং ব্রহ্ম ; তদ্বিক্তি শুভকর্মণা প্রতু্যপস্থাপ্যমানে পুত্রমিত্রাদিবিষয়বিশেষো-
পাধৌ অন্তঃকরণবৃত্তিবিষয়ে তমসা অপ্ৰচ্ছাদ্যমানে প্রসন্নে অভিভাজ্যতে । তৎ
বিষয়সুখমিতি প্রসিদ্ধং লোকে । তদ্বৃত্তিবিষেষপ্রতু্যপস্থাপকস্ত কর্মণো-
হনবস্থিতহাৎ সুখস্ত ক্ষণিকত্বম্ । তদ্ব্যবহৃত্তঃকরণং তমসা তমোহেন বিজ্ঞয়া
ব্রহ্মচরণেণ শ্রদ্ধয়া চ নিশ্চলত্বমাপত্ততে যাবৎ, তাবদ্ বিবিক্তে প্রসন্নে অন্তঃকরণে
আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্টতে বিপুলোভবতি । বক্ষ্যতি চ—“রসো বৈ সঃ, রসং
হেবায়াং লব্ধ্বানন্দী ভবতি, এষ হেবানন্দয়াত, এতসৈবানন্দস্তাত্মানি ভূতানি
মত্রামুপজীবন্তি” ইতি শ্রুত্যস্তরাৎ । এবঞ্চ কামোপশমোৎকর্ষাপেক্ষয়া শতশ্লোকোক্ত-
রোক্তরোৎকর্ষ আনন্দস্ত বক্ষ্যতে । ৫

এবঞ্চ, উৎকৃষ্টমাপত্ত আনন্দময়স্তাত্মনঃ পরমার্থব্রহ্মবিজ্ঞানাপেক্ষয়া ব্রহ্ম পর-
মেব যৎ প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণম্, যস্ত চ প্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চ অনাদিময়াঃ কোশঃ

উপকৃত্তাঃ, যচ্চ তেভ্য আভ্যন্তরম্, যেন চ তে সৰ্ব্বে আত্মবস্তুঃ, তদ্ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদেব চ সৰ্ব্বস্থাবিদ্যাপরিকল্পিতস্ত বৈতস্ত্যাবসানভূতমদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা, আনন্দময়স্ত একত্বাবসানত্বাৎ। অস্তি তদেকম্ অবিদ্যাকল্পিতস্ত বৈতস্ত্যাবসানভূতম্ অদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তদেতদ্বিশ্লগ্যার্থে এষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-পঞ্চমাস্ত্রবাক্যভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করে ; কেন না, বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞাহুতান করিয়া থাকে ; এই কারণে যজ্ঞারম্ভে বুদ্ধিবিজ্ঞানের কর্ত্ত্ব সত্ত্বব হয়। বিজ্ঞানই সৰ্ব্বপ্রকার কর্ম্মারম্ভ করে। যেহেতু বিজ্ঞানের কর্ত্ত্ব সন্দেহ, সেই হেতু বিজ্ঞানময় আত্মা যে, ব্রহ্ম, ইহাও যুক্তি সম্মত। আরও এক কথা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও সৰ্ব্বজ্যোষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানই সকলের প্রথমে উৎপন্ন, এই কারণে, অথবা বুদ্ধিবিজ্ঞানই অপরাপর সমস্ত বস্তুর পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই হেতু বুদ্ধিবিজ্ঞানের জ্যেষ্ঠত্ব। যেহেতু দেবতাগণ নিজ নিজ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের উপাসনা করে; সেই হেতু মহৎ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে তাহারাও জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ১

সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যদি বিশেষরূপে জানে—অবগত হয়, কেবল অবগত হওয়া নহে—যদি সেই বিজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে প্রমাদগ্রস্ত না হয়। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বাহ্য বস্তুতেই আত্মবুদ্ধি দৃঢ়তর হইয়া রহিয়াছে ; সুতরাং বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেতে যে, আত্মভাবনা, তাহাতে স্বতঃ প্রমাদের সম্ভাবনা আছে ; সেই প্রমাদ নিবৃত্তির জন্ত বলিতেছেন, যদি তদ্বিশেষে প্রমাদগ্রস্ত না হয় ইতি। অভিপ্রায় এই যে, অন্তরময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্ম-ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেই আত্মভাব-ভাবনা সহকারে যদি অবস্থান করে। ভাল, তাহা হইলে কি হইবে? হাঁ, বলা যাইতেছে—শরীণে আত্মাভিমান হইবার কারণ না থাকায়ই অন্তরময়াদিগত আত্মাভিমানও নষ্ট হইয়া যায়, যেমন ছত্রেব অস্তাবে ছায়ার অভাব, তেমনি। অতএব শরীরাভিমানজনিত শরীরোৎপন্ন সমস্ত পাপ শরীরেই পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, সেই বিজ্ঞানময়ের

অনুগত সমস্ত কাম্য বিষয় বিজ্ঞানময় আত্মার সাহায্যেই ভোগ করিয়া থাকেন। এই বিজ্ঞানময়ই সেই পূৰ্বোক্ত মনোময় কোশের আত্মা, অর্থাৎ মনোময় কোশরূপ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। কে ? না, এই যে, বিজ্ঞানময় কোশ। “তস্মাৎ বা এতস্মাৎ”, ইত্যাদির অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ২

ঐতিহ্য আনন্দময় শব্দে কার্য্য আত্মা (অমুখ্য আত্মা) বুঝিতে হইবে; কেন না, ইহা অমুখ্য আত্মার অধিকারে (অন্নময়াদি গৌণ আত্মার প্রকরণে) পঠিত, এবং ‘ময়ট্’ প্রত্যয়যুক্ত। প্রথমতঃ এখানে অন্নময় প্রভৃতি ভৌতিক জ্ঞাত আত্মার অধিকার বা প্রস্তাব রহিয়াছে। এই আনন্দময় আত্মাও সেই অধিকার মধ্যেই পতিত; [সুতরাং ইহাও অমুখ্য আত্মাই বটে]। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিকারার্থে বিহিত ‘ময়ট্’ প্রত্যয় দৃষ্ট হইতেছে, যেমন ‘অন্নময়’ শব্দে অন্নবিকার অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে; [ইহাও তেমনই], অতএব আনন্দময় অর্থে কার্য্য (জ্ঞাত) আত্মাই বুঝিতে হইবে, [নিত্য আত্মা নহে]। সংক্রমণও [আনন্দময়ের অনাত্মত্বে] অপর হেতু; কেন না, পরেই বলা হইবে যে, ‘এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত (মিলিত) হয়।’ উপপত্তি শীল অন্নময় প্রভৃতি আত্মারই অত্র সংক্রমণ দেখা গিয়াছে। ‘এই আনন্দময় আত্মাতে সংক্রান্ত হয়’ বাক্যে সংক্রমণের কর্ম্মস্বরূপে আনন্দময়ের উল্লেখ ঐতিহ্য হইতেছে। এই সংক্রমণ পুরুত যে, আত্মাতেই হয়, তাহাও কল্পনা করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা অধিকারবিরুদ্ধ কথা হয়; কেন না, অন্নময়াদির স্থলে ত সেরূপ কল্পনা করা আদৌ সম্ভব হয় না। তাহার পর পুরুত আত্মার সহিত ঐক্য সংক্রমণ অসম্ভবও বটে; কেন না, আত্মা নিজেই ত নিজের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না; কারণ, নিজের সহিত নিজের ভেদ নাই, [পরস্পর ভেদযুক্ত বস্তুদ্বয়েরই পরস্পরের সহিত সম্মিলন হইয়া থাকে; অভেদে হয় না]। অতঃ পরেই সংক্রমণকারী পুরুষের আত্মা। এ পক্ষে শিরঃ প্রভৃতি কল্পনাও উপপন্ন হয় না। কেন না, কার্য্যশ্রেণীর অতীত এবং আকাশাদি সমস্ত বস্তুর কার্য্যস্বরূপ উক্তপ্রকার ব্রহ্মের মস্তকাদি অবয়ব কল্পনা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; এবং তাহার বিশেষ্য ভাবেব প্রতিষেধক ‘তিনি দর্শনের অযোগ্য, দেহ রহিত, বচনের অবিশয়ীভূত এবং কোথাও বিলয় প্রাপ্ত হন না’ ব্রহ্ম স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে, ‘প্রকৃত আত্মা কিন্তু ইহা নহে’ ইত্যাদি ঐতিহ্যও এতদর্থে প্রমাণ। বিশেষতঃ আনন্দময়ের আত্মত্ব পক্ষে পরবর্তী মন্ত্রের উল্লেখও অনুপপন্ন হয়; কারণ, ঐশ্বর্য্যশিরঃ প্রভৃতি অবয়ব

“ব্রহ্মসূত্র” বেদান্ত দর্শন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে পূজ্য, মানব জাতীর সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন-শাস্ত্র
ব্রহ্মসূত্র, সাধারণ জ্ঞানপিপাসু বঙ্গবাসীর হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য আর একবার
দ্রষ্টব্য চেষ্টা হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত—শ্রীমুক্ত প্রমথনাথ
চক্ৰভূষণ অম্মবাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহাতে ব্রহ্মসূত্র, মূলভূবাদ, শঙ্করভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ভামতীর টীকা,
তাহার অনুবাদ, রত্নপ্রভা এবং তাৎপর্য্য বাখ্যা দেওয়া হইতেছে।
তি খণ্ড ১৬ ফর্ম্যা মূল্য ১ এক টাকা। চতুঃসূত্র প্রকাশিত হইয়াছে
দ্বা ১৩ টাকা।

বেদান্ত—ব্রহ্মসূত্র এবং

উপনিষদেব গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী।

১। যাহারা যে সময়ে উপনিষদেব (অগ্রিম এক টাকা জমা দিয়া) গ্রাহক
ইবেন তাহারা সেই সময় হইতে প্রকাশিত উপনিষদ কিছু কম মূল্যে
ইবেন, পূর্ক প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সাধারণ মূল্যে লইতে হইবে। পুস্তক
সম্পূর্ণ হইলে ঐ টাকা হিসাবে শোধ দিব। পুস্তক সম্পূর্ণ হইবার পূর্কে
গ্রাহক পুস্তক লওয়া বন্ধ করিলে জমার টাকা ফেরৎ পাইবেন না।

২। গ্রাহকগণের নিকট হইতে কোন কারণে যদি ভিঃ পিঃ ফেরৎ
হাসে তাহা হইলে জমা দেওয়া ঐ টাকা হইতে ভিঃ পিঃ খরচ বাদ যাইবে
এবং সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠান বন্ধ থাকিবে।

৩। ঠিকানা পরিবর্তন হইলে সংবাদ দিবেন।

৪। উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত হইলেই সহরে ও মফঃস্বরে
গ্রাহকগণের নিকট ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয়।

৫। গ্রন্থগুলি ডিমাই ৮ পেজী আকারে ভাল কাগজে মুদ্রিত হইতেছে।
উপস্থিত কাগজের দর অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়াতে ডাকমাণ্ডলসহ ১৬
ফর্ম্যা (একখণ্ড) একটাকা ধার্য্য করিয়াছি। কোন গ্রন্থ আংশিক হিসাবে
ক্রয় হয় না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী বেদান্তবীথায়
দর্শনতীর্থ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত ।

১। উপদেশ সহস্রী ।

এই গ্রন্থখানি আচার্য্যাদেবের স্বরচিত গ্রন্থ। ইহা জ্ঞানযোগী সাধ-
শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীর অশ্রু আচার্য্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে সাধ-
সাধনকালে কিরূপ পথে ব্রহ্মতত্ত্ব অহুতব করিবেন তাহা অতি সুন্দরভা-
বে বিবৃত হইয়াছে। এই উপদেশগুলি শাক্তর সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের প্রথ-
ম অবলম্বন।

মূল, অম্বয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, রামতীর্থ টীকা বঙ্গানুবাদ এবং তাৎপর্য্যস-
হস্র ডিহাই ৮ পেজী কাগজে মুদ্রিত ৬১৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য ৪/- ।

যেমন বৈরাগ্যযুক্ত স্থির-চিত্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে উপদেশ সহস্রী তেমনি জ্ঞান-
পিপাসু, সংসার প্রলীড়িত যোদ্ধাইচ্ছু সকল ব্যক্তির পক্ষেই—

২। সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত- সারসংগ্রহঃ

ইহাতে মনুস্বয় লাভের উপায় বলা হইয়াছে এবং সর্বশেষে বেদান্ত
মতটি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজে
বেদান্তের সুগভীর তত্ত্বটি আয়ত্ত করিবার জন্য এই উপদেশগুলি একটি সুন্দর
উপায়।

ইহা মূল, অম্বয় বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ তাৎপর্য্য মণ্ডিত। ভাল
ডিহাই ৮ পেজী কাগজে মুদ্রিত ৪৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য ২৥০

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

ইহা জগতের সুপরিচি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অতএব ইহার পরিচয় অনাবশ্যক
মৎপ্রকাশিত গীতার বিশেষত্ব—শঙ্করভাষ্যের সম্পূর্ণ অহুতব প্রদত্ত
হইয়াছে। ইহাতে মূল, অম্বয়, মূলানুবাদ শাক্তরভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা
শাক্তর ভাষ্যানুবাদ এবং তাৎপর্য্য আছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

কর্তৃক অনুদিত।

সুন্দর ডিহাই ৮ পেজী কাগজে মুদ্রিত দুই খণ্ডে ১১৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য



শ্রী বাল্যশিক্ষণ

সর্বনিম্ন তারিখে
বই ফেরত না দিলে
পয়সা হারে জরিমানা

